উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দল ও সরকারের সমন্বয়ের নির্দেশ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন

রবিবার রাতে প্রত্যাহার ব্যাংক ধর্মঘট ৫

শিলিগুড়ি ১০ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 September 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 132

জল নামলেও পলি বাড়িতে, বাঁধে নেই পর্যাপ্ত শৌচালয়

ধ্বস্ত ভূতনিতে নারীস্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিলাসিতাই

তৃণা চৌধুরী

ভূতনি, ২৭ সেপ্টেম্বর : একটি মানচিত্রের ওপর লাল কালির কাটাকুটি দাগ। দাগগুলো আসলে দগদগে ঘা। প্রতিদিন ঘুম ভাঙলে মানুষগুলো ভাবেন, আজ ক্ষত বুঝি খানিক শুকোবে। তবে বাস্তবে তা হয় না। ফাটল চওড়া হয় পায়ের নীচের মাটিতে। শেষে একদিন দেখা যায়, মাটিটাই নেই। এই আতঙ্কের নাম ভূতনি। বিপদ, যন্ত্রণা আর বিপুল জলকাদার স্তূপে দিন কাটে চরের বাসিন্দাদের। তবে মেয়েদের যন্ত্রণার বৃত্ত যে কতটা চওড়া, তা বোঝা যায় যখন বছর সতেরোর সরস্বতী মণ্ডল রোজ ভোরে ত্রিপলের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের সঙ্গে ডোঙায় চেপে জমা জলে ভেসে দূরে যান শৌচকর্ম সারতে। আর মাসিকের সময় ভরসা দু'খণ্ড কাপড়।

মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের গঙ্গা ও ফুলহর দিয়ে ঘেরা ভূতনির তিন গ্রাম পঞ্চায়েত— উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও হিরানন্দপুরের মহিলাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষার হাল রীতিমতো প্রশ্নের মুখে। দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় বেশিরভাগ গ্রাম জলে ডুবেছিল। আশ্রয় বলতে ছিল ছাদ, দূরে কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি কিংবা পাকা বাঁধ। ত্রাণ নিয়ে দোষারোপ হয়েছে বিস্তর। গত মঙ্গলবার থেকে জল কিছুটা নামতে শুরু করলেও ফোটানোর চাল-ডাল নিয়ে যখন হাহাকার, তখন মেয়েদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা অনেক দূরের বস্তু।

জল নামার পর ঘরে ফিরে পাটের আঁশ ছাড়াতে বসেছিলেন মহিলারা। কাজ করতে করতে নীচু গলায় ঊর্মিলা মণ্ডল বলেন, 'জলের মধ্যে আমাদের শৌচকর্ম সারতে খুব সমস্যা হয়েছে। এখনও বাড়ির শৌচালয়ে কাদা ভর্তি। আমাদের কাছে স্যানিটারি ন্যাপকিন নেই। এমন অবস্থায় কিনে আনাও সম্ভব হয়নি। তাই কাপড় ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি।'

কাজ শেষে ফের বাঁধের পথে। সেখানেই সংসার। মালদার ভূতনিতে।

দেখা গেল, খুব অল্পসংখ্যক কিশোরী বা তরুণী, যাঁরা আগে থেকে কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে রেখেছিলেন, সেগুলিই ব্যবহার করছেন। বাকিদের কাছে তা নেই। এখনও সকলের বাড়ি থেকে জল নামেনি। তাই দিনেরবেলা গ্রামে এসে দৈনন্দিন কাজ করলেও সন্ধে নামার আগেই বাঁধে ফিরতে হচ্ছে। এই অবস্থায় মহিলাদের শরীরে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এমনকি জল থেকে নানা চর্মরোগেরও আশঙ্কা রয়েছে। জল নামার পর পঞ্চায়েতের তরফে সামান্য পরিমাণে ব্লিচিং বা মশার স্প্রে দেওয়া হলেও তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন মানুষ। যদিও গর্ভবতীদের কোনও সমস্যা হলে কুইক রেসপন্স টিম তাঁদের উদ্ধার করছে। এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, স্যানিটারি ন্যাপকিনের বদলে কাপড় ব্যবহার বিপজ্জনক। জলকাদায় কাপড় শুকনো থাকে না। এ ছাড়া এতদিন জলের সংস্পর্শে থেকে যে কোনও ধরনের ইনফেকশন ছড়াতে পারে।

গোবর্ধনটোলা, মান্নুটোলা, বড় দুর্লভটোলার যে বাসিন্দারা এখনও বাঁধের ওপর রয়েছেন, তাঁদের অভিযোগ, সেখানে আলাদা করে

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক বাড়ি বা ফ্ল্যাট দৈনিক বা ঘণ্টাপ্রতি হিসেবে ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে। অথচ, স্থানীয় পুলিশ এমন বিষয়ে অন্ধকারে। আইডি প্রুফ নিয়ে কড়াকড়ির বালাই নেই। নজর শুধুই অর্থ উপার্জনে।

নিয়ম ভেঙে ঘণ্টাপ্রতি বাড়িভাড়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাড়ি, ফ্ল্যাট বা সেগুলির একটি অংশ। একেবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে দৈনিক, প্রয়োজনে ঘণ্টাপ্রতি হিসেবেও। থাকার ঘরের পাশাপাশি রান্নাঘর, এমনকি কয়েকটিতে সুইমিং পুলও রয়েছে।

কীভাবে বুকিং করতে হয়?

মার্কিন মুলুকে তৈরি একটি অ্যাপে মালিকপক্ষ নিজস্ব সম্পত্তি রেজিস্টার করেন। দেশজুড়ে অ্যাপটির রমরমা। শিলিগুড়িতেও। যে কেউ অ্যাপে লগ ইন করে পছন্দসই বাড়ি বা ফ্ল্যাট বেছে নিতে পারেন। কত টাকা দিতে হবে, উল্লেখ থাকে সেখানেই। নিয়ম বলছে, ওই অ্যাপ থেকে বুক করতে গেলে যিনি বা যাঁরা থাকবেন, তাঁর একটি আইডি প্রুফ দিতে হবে।

শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় এমন বহু ফ্ল্যাট-বাড়ি ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে ঘণ্টাপ্রতি বা দৈনিক হিসেবে। সেগুলির অধিকাংশ অ্যাপটিতে রেজিস্টার্ড। যদিও, অ্যাপ ছাড়া অনায়াসে বুকিং করা যাচ্ছে ঘর। সমাজমাধ্যমে পোস্ট, রিলস প্রচুর মিলবে। মেসেজ বা সেখানে থাকা ফোনের মাধ্যমে মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী, অফলাইনেও ঘর বুকিংয়ের সময় আইডি প্রুফ নেওয়া উচিত। অতিথি দলের মধ্যে কোনও নাবালক বা নাবালিকা থাকলে যাচাই করে নিতে হবে কী সম্পর্ক বাকিদের সঙ্গে।

বিধি মানছে ক'জন? হোটেল-হোমস্টের একাংশের মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাড়ায় খাটানো ব্যক্তিরাও বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন পুলিশ-প্রশাসনকে। কোথায় কোথায় এধরনের বাড়ি বা ফ্ল্যাট রয়েছে, সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক শীর্ষ কর্তার কাছে মেলেনি।

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলছিলেন, 'এরা কোনওভাবে আমাদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়। আমরা যুক্ত করব না। একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাটকে কমার্সিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না, পুরনিগমকে সেব্যাপারে ভাবতে হবে। পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে না এলে কোথাও বেআইনি কিংবা দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম হলে তদন্তে সমস্যা হতে পারে।'

সমাজমাধ্যমে কিছু পোস্টে থাকা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হয়েছিল ক্লায়েন্ট পরিচয় দিয়ে। প্রথমদিকে প্রতিটি ফোনের ওপারে থাকা মালিকপক্ষ আধার কার্ড বাধ্যতামূলক বলেছেন। তারপর

- নির্দিষ্ট অ্যাপের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও চলছে বুকিং
- নিয়মের ছাড় না দিলে ফোন রাখতে গেলেই বদলে যাচ্ছে মালিকপক্ষের সুর
- 'কাপল' হলে কোথাও কোথাও আলাদা প্যাকেজের অফার
- এলাকায় স্থানীয়দের মনে উদ্বেগ, কৌতূহল
- বাড়তি লাভের আশায় নিয়ম ভাঙার অভিযোগ

কথা যত এগিয়েছে, সুর পালটেছে তত। নিয়মে খানিকটা ছুট চাইলে অনেকেই পালটা প্রস্তাব দিয়েছেন।

সঙ্গিনীর বয়স আঠারোর নীচে কিংবা আইডি প্রুফ দেওয়া সম্ভব নয় বললে কেউ সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন, 'আপনারা কি কাপল? তাহলে কিন্তু আলাদা প্যাকেজ আছে।' আবার কারও বক্তব্য, 'আচ্ছা ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই। আপনারা কবে আসবেন বলুন। বাকিটা আসার পর দেখা যাবে।'

শালবাড়িতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়ায় মিলছে। মোবাইলের উলটো দিকে থাকা ব্যক্তি ফোন ধরার পর বুকিংয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'আপনারা কবে আসবেন। বুকিং তাড়াতাড়ি করে নিন।'

এরপর দশের পাতায়

রাজার শাসন।। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির। একদিনের ক্রিকেটে ১৫০০০ রানের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেললেন কিং কোহলি। সেঞ্চুরি করেন শুভমান গিলও। রবিবার।

অবিশ্বাসের চোরাবালিতে বিপন্ন সমাজ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সভ্যতার সূচনা হয়েছিল পারস্পরিক বিশ্বাসের এক অলিখিত চুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে। যখন আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করল তখন একে অপরের প্রতি আস্থাই ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার মূল চাবিকাঠি। এটি সামাজিক বন্ধনেরও মূল ভিত্তি। সভ্যতার প্রথম আইন কোনও সংবিধানে লেখা ছিল না। কোনও আদালত ছিল না, পুলিশ ছিল না, নির্বাচন ছিল না। ছিল শুধুই বিশ্বাস। মানুষ বিশ্বাস করেছিল, পাশের মানুষটি তাকে ঠকাবে না, বিপদের দিনে দরজা বন্ধ করবে না, বিনিময়ের সময় মাপে কারচুপি করবে না। সেই বিশ্বাস থেকেই পরিবার, সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পরে আইন, আদালত, প্রশাসন তৈরি হয়েছে সেই বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই মানুষের সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ কোনও প্রতিষ্ঠানের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক নয়, সংকট আদতে সভ্যতার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সভ্যতার সেই আদিম চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত। চারদিকে অবিশ্বাসের এক ঘন কুয়াশা। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে আজ এমন এক নৈরাশ্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে,

এরপর দশের পাতায়

পুজোয় আন্ডারপাসে ভোগান্তির শঙ্কা

রেলগেট নিয়ে শুধুই ভার্চুয়াল প্রতিবাদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ছুটির দিন। স্কুল-অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। তবুও সকাল থেকে দফায় দফায় যানজট তৈরি হল ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসে।

অনেকেই শনিবার মধ্যরাতে ফেসবুক লাইভ দেখেননি। অনেকেই সকালে খবরের কাগজে চোখ না রেখে রবিবার ভোরবেলা নিত্যদিনের মতো বাজারের ব্যাগ হাতে কিংবা অন্য কাজে বেরিয়েছিলেন। রেলগেটের সামনে আসতেই চমকে ওঠেন তাঁরা। সামনে ব্যারিকেডে ঝোলানো নোটিশ পড়ছিলেন সুভাষ বর্মন। দেশবন্ধুপাড়ার ওই বাসিন্দা রোজ সকালে রেলগেট পেরিয়ে ডাবগ্রামে যান। সুভাষের কথায়, 'শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময়ও তো দেখলাম কিছু ছিল না। হঠাৎ করে এতকিছু হয়ে গেল?'

বৃষ্টি পড়েনি, তবুও জল জমেছিল আন্ডারপাসে। নিকাশিনালা থেকে উপচে ওঠা নোংরা জলের ওপর দিয়েই চলল টোটো, বাইক, গাড়ি। রেলগেটের সামনেই গিয়ে অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন। কাউকে বলতে শোনা গেল, হেঁটে পারাপারের জন্য খানিকটা জায়গা ছাড়তে পারত। শনিবার রাত থেকে ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। লাইভ ভিডিও, লেখালেখি পোস্ট হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার', 'রেল'-এর সমালোচনা করেছেন।

যদিও, স্থানীয় মানুষ বা ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে রাস্তায় নেমে নিজেদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়াজ তোলেননি। মনে ক্ষোভ থাকলেও আন্দোলনের পক্ষপাতী নন সাধারণ মানুষ। কান পাতলে শোনা যায়, খানিকটা রাজনৈতিক প্রভাবও রয়েছে এর পেছনে।

অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র সিপিএম ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস রয়েছে, সেখানে রেলগেট রাখা হবে না। তাই, ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করা হল। তবে এখানে আন্ডারপাসের অবস্থা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেটা মানুষ বা যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত কি না, দেখতে হবে। আমরা রেল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছি।'

নিকাশিনালার জল উপচে আন্ডারপাসে। সে পথ দিয়েই যান চলাচল।

এদিন সুর চড়িয়েছে। পোস্টার-ব্যানার হাতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেতা-কর্মীরা। বিজেপির সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর প্রসেনজিৎ পাল এদিন আন্ডারপাসে নালা থেকে বেরিয়ে আসা জল সাফাইয়ে তদারকি করছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের চলাফেরায় সমস্যা এড়াতেই কাজ চলছে।'

আন্ডারপাসের অবস্থা বেহাল, অজানা নয় মন্ত্রী শংকর ঘোষের। তিনি এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা। শংকরের বক্তব্য, 'রেলমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সমস্ত জায়গায় রেল

নাগরিক দেবাশিস বিশ্বাসের কথায়, 'ছুটির দিনেই এমন পরিস্থিতি। সোমবার থেকে যে কী হবে, জানি না। আন্ডারপাসের তো এমনিতেই রাস্তা বেহাল। গতি আরও ধীর হবে। টিকিয়াপাড়ার উড়ালপুল দিয়ে ঘুরে সুভাষপল্লি যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

সিপিএম নেতারা রেলগেটের সামনে স্লোগান তুলতে শুরু করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ছুটে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য জীবেশ সরকারের গলায় ক্ষোভ,

এরপর দশের পাতায়

ফের আক্রান্ত কুণাল, কীসের খেসারত?

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিশানায় কুণাল। আবার আক্রান্ত বেলেঘাটার বিধায়ক। ১৮ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার। শেষবারের উদ্দেশ্য প্রাণে মেরে ফেলার বলে অভিযোগ। তাও তাঁর নির্বাচনি এলাকার মধ্যে। বাংলার রাজনীতিতে এখন অতি পরিচিত মুখ কুণাল ঘোষ। বহুচর্চিতও বটে। তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের মধ্যে

প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ

তিনিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আগ্রাসী সওয়াল করে চলেছেন। দলের সমস্ত কর্মকাণ্ডে অন্যতম অগ্রণী তিনি। কালীঘাটে মমতার বাড়ির সামনে ডিম হামলা দিয়ে শুরু হয়েছিল।

তারপর থেকে বারবার হামলা হচ্ছে তাঁর ওপর। রবিবার ছুটির দিনে কলকাতা শহরের ওপর তাঁকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করেছিল একদল দুষ্কৃতী। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর বাইকে ওই দুষ্কৃতীরা কুণালের গাড়ি অনুসরণ করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। রবিবার সকাল তখন সাড়ে ১০টা। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন কুণাল। পরিস্থিতি বুঝে তাঁর গাড়ির চালকের তৎপরতায় নারকেলডাঙ্গা থানায় পৌঁছান তিনি।

হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের নাম পুলিশকে দিয়েছেন তিনি। এই হামলায় বিজেপি ও পুলিশের পাশাপাশি তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরের দিকে আঙুল তুলেছেন কুণাল। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর বাইকবাহিনী আমার গাড়ি ঘিরে ফেলে। গাড়ির সামনে এসে একজন হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙতে থাকেন। এমনকি আমার দিকে বন্দুক তাক করেন।'

পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী রিভলভার বের করেন। নিরাপত্তারক্ষী রিভলভার বের করার পর অবশ্য দুষ্কৃতীরা সরে যায়। কিন্তু পরে এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ভিডিও বার্তায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক। তিনি বলেন, 'আমার গুলিবিদ্ধ দেহ পাওয়ার কথা ছিল আপনাদের। আমার সহকর্মীদের ওপরও প্রাণঘাতী হামলা হচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

কত কী বদলায়! পালটায় না বাঙালি ঘরানা

অনুরাধা কুন্ডা

শামুকের মতো ধীর পায়ে গুটিগুটি ষষ্ঠী আসুক। তারপর হাওয়ার বেগে পক্ষীরাজের পিঠে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী আর দশমী। বিশ্বকর্মাপুজোয় অন্তত একটি মূর্তি দেখতে হয়। নাহলে দুগ্গাপুজো দেখা হয় না। কিছু একটা হয় যাতে পুজো দেখা বন্ধ। পড়ি কী মরি করে একটা 'বিশ্বকর্মা মাঈ কী জয়' দেখে ফেলতেই হত। স্ট্যান্ডের রিকশাওয়ালারা বিশ্বকর্মাপুজোর চাঁদা চাইতে আসা মানেই পুজো এসে গেল।

কোনওমতে রেন্টাল হাউজিং এস্টেটের রিকশাস্ট্যান্ডে একটা ছোট প্যান্ডেল করে গোঁফওয়ালা বিশ্বকর্মার মূর্তির সামনে কলা, বাতাসার প্রসাদ। সবাই জানত পুজোর চাঁদার বেশিটাই যেত তরল ভোগে। তখন সবে কলকাতার আদি বালিগঞ্জের পুজো ছেড়ে এসেছি মালদায়। থাকি সরকারি আবাসনে। সেখানে দুটো দুগ্গাপুজো। একটা অফিসার পদাধিকারীদের। আরেকটা করণিকদের।

তখন বোধবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি ছিল না। নাহলে মানতে হবে- এই ছোট পুজো, বড় পুজো ভাবা ঘোর অন্যায়। ওই চাঁদা বেশি-কমের গপ্পো আর কী! সে যা-ই হোক, হাউজিং এস্টেটের সেই পুজো ছিল আবাসিকদের নিজেদের। আবাসিকদের মধ্যে পুজোর শাড়ি-জামা কে কী কিনল দেখানোর চল ছিল। কে যেন মাকে বললেন, কী শাড়ি কিনলেন দেখতে যাব! তখন মালদার চেহারা মনে পড়লে আশ্চর্য লাগে। আইসক্রিম পাওয়া যেত না। ভালো কেক? নাহ। ফুচকাও দুর্লভ।

বাইরে খাওয়ার চলটাই ছিল কম। এখন যেটা পুজোর মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট। মালদা তখন আর পাঁচটা মফসসল শহরের মতো আধো অন্ধকার, অলিগলিচলিরামওয়ালা ছোট্ট জায়গা, যেখানে ট্রেন কানেকশনটা বড় ভালো আর ভালো আম ও রেশম। দুগ্গা তখন আর পাঁচটা শহরের মতো মালদায় মা

জননী, গণেশ জননী। তবে আশির দশকে এখনকার মতো ঘটা করে গণেশ চতুর্থী হতে দেখিনি।

দুর্গাপুজো ছিল এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম আনন্দোৎসব আর হাউজিং এস্টেট ছিল আমাদের মতো ছানাপোনাদের কাছে জেঠু-জেঠিমা, কাকু-কাকিমা ভরা বিশাল বড় পরিবার। হাউজিংয়ের বড় মাঠ, যেখানে খেলা হয়, সেখানে বড় দুর্গা উঠত আর ভেতরের ছোট মাঠে ছোট দুর্গা। বাড়ির পুজো যেমন হয়, হাউজিংয়ের পুজো ছিল তেমনই। মা, জেঠিমা, কাকিমারা প্রসাদ তৈরি করতেন, ভোগের তরকারি কাটতেন।

বাবা, কাকুরা তদারকি করতেন... ছোটদের অবাধ খেলাধুলো! আর কী চাই? জানি না, এখন মালদা হাউজিং এস্টেটের পুজো কেমন হয়! সেই আত্মীয়তার সুর আছে কি না, জানি না তা-ও। বড় অফিসার, ছোট অফিসার, বড় করণিক, ছোট করণিক... এত বিভাজনের জটিলতা পুজোর ক'টা দিন কিছুটা অদৃশ্য হত। তবে কিছুটা বেশি করে দৃশ্যমান হত মেয়েদের শাড়ি-গয়নায়।

তখনও অনেকদিন পর্যন্ত পুজোর সময় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। একটু বেশি রাতে ভিড় কমলে আমরা ঠাকুর দেখতে যেতাম। সেসময় নতুন জুতো পরে পায়ে ফোসকা পড়া, দুই বিনুনি করা কিশোরীদের দেখতে অষ্টমীর সকালে রামকৃষ্ণ মিশনে কিশোরদের ভিড় জমত। জানি না, সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে কি না! সেখানে আটচালার ঠাকুর চিরকালের বাঙালি দুগ্গা।

তার সেকাল-একাল নেই। শুধু কিশোর-কিশোরীরা বহিরঙ্গে, ভাষায় পালটে গিয়েছে। হাঁটু ছেঁড়া জিনস আর বাঁধন ছেঁড়া ভাষা এসেছে গ্লোবালাইজেশনের পর। বিশ্বায়ন যেন এক আশ্চর্য জিন, যে নিঃশব্দে বাঙালিয়ানার সংজ্ঞা পালটে দিয়েছে। অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দুর্গোৎসবের থিমপুজোয় পরিণত হওয়ার আড়ম্বর বিবর্তন বলব না পরিবর্তন- বুঝে পাই না।

তবে কালের হাওয়া মালদার ভূগোলেও লেগেছে বৈকি। এখন আগে থেকে চোখে পড়ে বিশাল প্যান্ডেল। *এরপর দশের পাতায়*

আন্দোলনের জেরে ধাক্কা পর্যটনে

বন দপ্তরের সঙ্গে গ্রামবাসীর বিবাদে শঙ্কার মেঘ বক্সা-জয়ন্তীতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে পর্যটনের ভরা মরশুমে একাধিক জটে জড়িয়েছে জয়ন্তী ও বক্সার নাম। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ছবির মতো সুন্দর এইসব জায়গা এড়িয়ে যাচ্ছেন পর্যটকদের একটা বড় অংশ। ফলে আখেরে প্রভাব পড়ছে ব্যবসায়। ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বক্সা, জয়ন্তীর।

গত কয়েক দিন ধরে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কোর এলাকার ভেতরে এই দুই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের নাম। বন দপ্তরের তরফে একেকবার একেক রকম নির্দেশিকা এসেছে। সেই নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়িয়েছে ক্ষোভ। এমনকি প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন পর্যটনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের একাংশ। এই সবকিছুর জেরে পর্যটননির্ভর ওই গ্রামগুলোতে অনেক পর্যটক যাচ্ছেন না। বিকল্প হিসেবে তাঁরা থাকছেন জলদাপাড়া কিংবা চিলাপাতায়। অবিলম্বে সমস্যা না মিটলে পর্যটন ব্যবসা বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্ষার মরশুম শেষে জঙ্গল খোলার পর থেকে বক্সা ও জয়ন্তীতে গত কয়েক বছর যেমন বুকিং ছিল, এ বছর আর তা দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি মেলার পর থেকেই রাত কাটানো ও সাফারি করা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছে। সেই সমস্যা কিছুটা মেটে শনিবার। জয়ন্তী থেকে সাফারির অনুমতি দেওয়া হয়। আবার রবিবার বিবাদ শুরু হয় রাজাভাতখাওয়ায়। ওই এলাকার সাফারি গাড়ির মালিক, চালক, গাইডরা ঘণ্টাখানেক টিকিট কাউন্টার বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান। চিলাপাতার এক হোমস্টেতে থাকছেন কৃষ্ণনগরের পর্যটক তপন বড়ুয়া। তাঁর কথায়, 'জয়ন্তীতে থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্য পর্যটনকেন্দ্রগুলো ঘুরব ভেবেছিলাম। তবে জয়ন্তীতে সমস্যা হচ্ছে শুনে চিলাপাতায় এসেছি। সোমবার জয়ন্তী ঘুরে চলে আসব। থাকার পরিকল্পনা নেই।' এদিকে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলছেন, 'বন দপ্তরের কিছু সিদ্ধান্তের জন্য সমস্যা বেড়েছে। বক্সা ও জয়ন্তীতে সমস্যা হচ্ছে বলে খবর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে। পর্যটকদের মধ্যে খারাপ প্রভাব ফেলেছে এই বার্তা। পরিস্থিতি বদলাতে কিছুটা সময় লাগবে।' সাফারি গাড়ির মালিক নিতাই ভট্টাচার্য বলেন, 'বন দপ্তর থেকে আগে জানানো হয়, রাজাভাতখাওয়া থেকে সব সাফারি শুরু হবে। সেইমতো গাড়ির নম্বর ঠিক হয়। এদিন আবার জয়ন্তী থেকেও সাফারি শুরু করা হয়েছে। এখন রাজাভাতখাওয়া থেকে সাফারি করা যাচ্ছে না। পর্যটকরা সব জয়ন্তী চলে যাচ্ছেন।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের গাইড আশিস ঘোষের মতে, 'জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়ার সাফারি রুট আলাদা করে দেওয়া উচিত। দু'জায়গায় আলাদা সাফারি হবে এবং এক জায়গার গাড়ি আরেক জায়গায় যেতে পারবে না। তাহলে সমস্যা মিটতে পারে।' ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র আবার পর্যটন ব্যবসা নিয়ে আশার কথা শোনাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'দুর্গাপুজোর আগে এই সমস্যাগুলো মিটে যাবে বলে আশা করি।'

- কয়েকদিন ধরে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে এই দুই পর্যটনকেন্দ্রের নাম
- গত কয়েক বছর যেমন বুকিং ছিল, এ বছর আর তা দেখা যাচ্ছে না
- এদিন রাজাভাতখাওয়ার সাফারি গাড়ির মালিক, চালক, গাইডরা বিক্ষোভ দেখান

> জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়ার সাফারি রুট আলাদা করে দেওয়া উচিত। দু'জায়গায় আলাদা সাফারি হবে এবং এক জায়গার গাড়ি আরেক জায়গায় যেতে পারবে না।
>
> **আশিস ঘোষ** বক্সা টাইগার রিজার্ভের গাইড

মরণোত্তর অঙ্গদানের শপথ

রায়গঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত অসীমা গুপ্ত দাসের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁর কন্যা ও জামাইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবির এবং মরণোত্তর অঙ্গদান অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর কর্মসূচি হল। রবিবার রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি ভবনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ১২ জন রক্ত দেন ও ৮ জন অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেন। অসীমার কন্যা সায়ন্তী দাস জানান, মায়ের স্মৃতিকে মানুষের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত রাখতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
NIeA No. WBIW/SE/NEIC-I/RFP-01(e)/2026-27
A Notice Inviting e-Auction No. WBIW/SE/NEIC-I/RFP-01(e)/2026-27, dated 28/09/2026 is invited by the Superintending Engineer, North East Irrigation Circle-I, I & W. Dte., for the work: "De -siltation of Mora Torsa from North-West Corner of Airport to Conflux point of river from 900m to 5700m within G.P. Chakchaka, Guriahati-I, Dawaguri under Block- Cooch Behar-I and II, District CoochBehar under 'No Cost to State Exchequer' (Revenue sharing)" by adopting "Revenue Sharing" method under "No Cost to State Formula." All details of e-Auction may be obtained from the Website https://eauction.gov.in and https://wbiwd.gov.in from 28/09/2026 at 10.00 Hours. Last date of bid submission is 12/10/2026 up to 16:00 Hours. Sd/- (Asim Chowdhury) Superintending Engineer, North-East Irrigation Circle-I, Debibari, Coochbehar, Dial: 03582-228342
ICA-T18343(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
NIeA No. WBIW/SE/NEIC-I/RFP-02(e)/2026-27
A Notice Inviting e-Auction No. WBIW/SE/NEIC-I/RFP-02(e)/2026-27, dated 28/09/2026 is invited by the Superintending Engineer, North East Irrigation Circle-I, I & W. Dte., for the work: "De siltation of river Mora Torsa-I from ch. 0.00 M to 4643 M within G.P. Khagrabari, Takagach-Rajarhat under Cooch Behar-II block and Cooch Behar Municipality area in P.S. Pundibari & Kotwali, Dist. Cooch Behar under 'No Cost to State Exchequer' (Revenue sharing)" by adopting "Revenue Sharing" method under "No Cost to State Formula." All details of e-Auction may be obtained from the Website https://eauction.gov.in and https://wbiwd.gov.in from 28/09/2026 at 10.00 Hours. Last date of bid submission is 12/10/2026 up to 16:00 Hours. Sd/- (Asim Chowdhury) Superintending Engineer, North-East Irrigation Circle-I, Debibari, Coochbehar, Dial: 03582-228342
ICA-T18344(3)/2026

বিক্রয়

N.J.P. to Salugara Route Tata Magic for Sale. -9933095627. (C/123948)

ভাড়া

2 BHK Flat (900 sft) in Collegepara available for rent. Contact 7674077311. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমার D.L. No. WB7120000908400-তে নাম পদবি ও জন্মতারিখ ভুল থাকায় গত 25/09/26 তারিখে JM, 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Anowarhusen, DOB-10/11/1968 এবং Anoyar Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (C/123186)

●

আমি Krishnendu Ghosh, DL WB7120040890803-তে পিতার নাম ভুল থাকায় গত ২৫/০৯/২৬ তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Kamal Ghosh এবং K. Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইল। (C/123185)

●

আমি Sushital Nandi, S/o- Pathik Kumar Nandi, আমার সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে- মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট (Regd. No-1101-053559, Roll No-A10841G-0526) ও আমার উচ্চমাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন, মার্কশিট, অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট, (Regd No-111028319 of 2011-2012, Roll No-140811-0276) আমার বাবার নাম Pathik Nandi থাকায় গত 20/8/26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. রায়গঞ্জ কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Pathik Nandi থেকে Pathik Kumar Nandi করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123950)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Notice Inviting Tender No. WBIW/ EE/ SLGID/NIT-08(e)/2026-27. Open Tender is invited by the Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri on behalf of Governor of W.B. for the works mentioned here under through e-Tendering from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents may be downloaded from https://iwd.wb.gov.in or https://tenders.wb.gov.in on & from 28.09.2026 15.00 Hrs. Last date & time of submission of bid electronically, is on 12.10.2026 15.00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division 26, Nabinsen Road, Mahanandapara P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling.
ICA-T18339(3)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে খাওয়ার হোটেলে কাজের লোক (ওয়েটার) চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বয়স 20-30। (M) 8145321354. (C/123953)

●

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের দোকানের জন্য রেডিমেড/জেন্স/শাড়ির সেলস-এর কাজ জানা ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন। (M) 9434028924 (11 A.M-10 P.M). (COB)

●

শিলিগুড়িতে Restaurent-এর জন্য ১ জন Waiter চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M) 9733066255. (C/123581)

●

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে Sales/Cashier/Cash Memo লেখার জন্য মহিলা/পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M. No-7699990313. (P/A)

●

চা ফ্যাক্টরি ও রাইসমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 14,500/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:-9332730160, 7602616901. (C/123581)

●

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজার ও অলরাউন্ডার কুক অবিলম্বে প্রয়োজন। (M) 9434028924 (11 A.M-10 P.M) Email : pfvp.cob@gmail.com. (COB)

●

Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE), Urgently requires PGTs of Chemistry, Physical Education & Psychology. Apply within 5 days. E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/123580)

●

Required 1. Security Guards (Ex-Serviceman) Location : a) Gangtok-4 b) Siliguri-2 2. Construction Supervisor Location : a) Gangtok b) Siliguri. Contact No : 98324-90669. (C/123581)

ত্যাজ্যকন্যা

আমি জীবেশ ঝা, পিতা ঃ ঋষিকেশ ঝা, কোচবিহার জেলার গোসানিমারি নিবাসী, গত 23.09.26, নোটারি পাবলিক, দিনহাটা, জেলা ঃ কোচবিহার দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমার কন্যা ঐন্দ্রিলা ঝা-কে ত্যাজ্যকন্যা ঘোষণা করলাম। আমার স্থাবর/অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত কন্যা যোগ্য নয়।

মুম্বইয়ে এক্সপোয় 'তিস্তা' টি ৭৫ হাজার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ সেপ্টেম্বর : আসর মাত করে দিল উত্তরবঙ্গের 'তিস্তা'। টি বোর্ডের উদ্যোগে মুম্বইয়ে আয়োজিত দু'দিনের 'ইন্ডিয়ান টি ইনোভেশন এক্সপো'-তে নজিরবিহীন সাড়া পেল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের ওই ব্র্যান্ড। ময়নাগুড়ির জামতলা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্পেশাল ক্যাটিগোরির হোয়াইট টি বিক্রি হল ৭৫ হাজার টাকা কেজি দরে। সমবায়ের ভিত্তিতে চলা দেশের অন্যতম বৃহৎ জয় জল্পেশ গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত সিটিসি চায়ের এতটাই চাহিদা ছিল যে, সব চা বিক্রি হয়ে যায়। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এক্সপোর এদিন ছিল শেষ দিন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'মুম্বইয়ে এদিন সেখানকার বড় চা বিক্রেতাদের সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠকও হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের চা কেনা নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া মিলেছে। টি বোর্ডের এই ধরনের কর্মসূচি এক কথায় বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করতে পারে। গুজরাট, রাজস্থান, দিল্লির মতো স্থানগুলিতেও এমন এক্সপো হওয়া উচিত।' জয় জল্পেশ ফ্যাক্টরির সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'আমাদের সিটিসির এতটা চাহিদা থাকবে আগে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে এবার পশ্চিম ভারত সহ উত্তর ভারতের দিকে নজর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আশা করছি টি বোর্ডের সর্বাত্মক সহযোগিতা মিলবে।' টি বোর্ডের সহযোগিতাতেই 'তিস্তা' ব্র্যান্ডের হোয়াইট, ওলং, অর্থোডক্স, গ্রিন, ব্লু ও সুগন্ধী সিটিসি চা নিয়ে মুম্বইয়ের ঘাটকোপারের আর সিটি মলের এক্সপোতে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারের ৭ জন ক্ষুদ্র চাষি। তাঁরা হলেন রতন রায় প্রামাণিক, দীপ্তি রায়, দেবাশিস রায়, সুধাংশু সরকার, নিন্টু দে, নবীন তামাং এবং রজত রায় কার্জি। এর আগে অগাস্টে দিল্লিতেও জামতলা গোষ্ঠীর হোয়াইট টি ৭৫ হাজার টাকায় কিনেছিলেন এক আমেরিকান ক্রেতা। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মোট চা উৎপাদনের ৬৯ শতাংশই আসছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের পাতা থেকে।

- মুম্বইয়ের টি এক্সপোতে বিপুল সাড়া পেল উত্তরবঙ্গের 'তিস্তা' চা
- ময়নাগুড়ির জামতলা গোষ্ঠীর হোয়াইট টি বিকোল ৭৫ হাজার টাকায়
- উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের নতুন লক্ষ্য পশ্চিম ভারতের বাজার

জনসেবায় বসতবাড়ি দান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর : কথায় আছে, 'অর্থই অনর্থের কারণ'। আর এবার সেই মোহ কাটিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এক অনন্য নজির গড়লেন রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জের এক দম্পতি। জমি-বাড়ি বা সম্পত্তি নিয়ে যেখানে প্রায়ই আপনজন ও পাড়াপড়শিদের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়, সেখানে দীর্ঘদিনের স্মৃতি জড়ানো নিজেদের প্রিয় বসতবাড়িটি জনসেবায় দান করলেন বিশ্বনাথ সিংহ এবং তাঁর স্ত্রী রত্না সেনগুপ্ত। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য রবিবার রায়গঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে নিজেদের সাধের বাড়িটি হস্তান্তর করেন তাঁরা।

সংগঠনের উদ্যোগে ভবিষ্যতে ওই বাড়িতে দাতব্য চিকিৎসালয়, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সহ বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হবে। সপ্তাহে সাতদিনই এই দাতব্য চিকিৎসালয় চালু থাকবে এবং ২৪ ঘণ্টা একজন স্থায়ী চিকিৎসক থাকবেন। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও বসতবাড়ি জনস্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহারের জন্য কোনও সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া হল। নিঃসন্তান ওই দম্পতি জানিয়েছেন, আপাতত তাঁরা ওই বাড়ির এক অংশে থাকবেন। পরবর্তীতে বর্ধমানে তাঁদের আদি বাড়িতে ফিরে যাবেন। রবিবার রায়গঞ্জে ওই সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই বাড়ি হস্তান্তরের এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সংস্থার কর্তাদের হাতে বাড়ির দলিলপত্র ও সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেন দম্পতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হালিম, প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সহ অনেকে।

জানা গিয়েছে, সুভাষগঞ্জের সারদাপল্লিতে সাড়ে ছয় কাঠা জমির ওপর ৩৮ বছর আগে তিলতিল করে নিজেদের স্বপ্নের বাড়িটি গড়ে তুলেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষিকা রত্না সেনগুপ্ত ও বিএড কলেজের প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী বিশ্বনাথ সিংহ।এতদিনের চেনা ঠিকানার মায়া কাটিয়ে রত্না বলেন, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেয়েও মানুষের কল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত। দীর্ঘদিনের সমাজসেবার ভাবনা থেকেই নিজেদের বাড়িটি জনকল্যাণের কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' তিনি আরও জানান, এই সিদ্ধান্তের পিছনে বাম নেতা বিমান বসুর অনুপ্রেরণাও রয়েছে।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হালিম জানান, বাড়িটিতে আগামীদিনে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবামূলক কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হবে মূল লক্ষ্য। সংগঠনের দাবি, উত্তরবঙ্গে এমন দম্পতির বসতবাড়ি দানের ঘটনা এই প্রথম।

রায়গঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে বাড়ির দলিল দান দম্পতির।

আরেক সাফল্যের পর চিন্তায় বন দপ্তর

অরল্যান্ডোর পর কে...

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : গন্ধ অনুসরণ করে কখনও পৌঁছে গিয়েছে শিকারির ডেরায়, কখনও আবার বন্যপ্রাণীর দেহাংশ খুঁজে দিয়েছে। তদন্তে অন্ধকারে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পুলিশ পেয়েছে তার অনুসন্ধানী চোখের জন্য। এবার হোল্ডিং সেন্টার থেকে পালিয়ে যাওয়া এক রোহিঙ্গাকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রেও রবিবার সাফল্য পেল গরুমারার স্নিফার ডগ অরল্যান্ডো। তার সাফল্যের দীর্ঘ খতিয়ানে যথেষ্ট খুশি বন দপ্তর। কিন্তু কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে বেলজিয়ান ম্যালিনয় প্রজাতির এই স্নিফার ডগ। আগামী বছরই অবসর নেওয়ার কথা অরল্যান্ডোর। দক্ষ স্নিফার ডগ পাওয়া যাবে কি না, তা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে বনকর্মীদের কাছে।

২০২০ সালে গরুমারার নিরাপত্তার জন্য অরল্যান্ডোকে আনা হয়েছিল। সাড়ে সাত বছরের ওই স্নিফার গরুমারায় পা রাখার পরই একের পর এক সাফল্য পেয়েছে বন দপ্তর। অরল্যান্ডোর গরুমারায় পা রাখার কিছুদিনের মধ্যেই ধূপঝোরা বিট এলাকায় একটি বাইসনের দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। শিকারিরা বাইসনটিকে মেরে মাংস নিয়ে গিয়েছে বলে সন্দেহ হয় বনকর্মীদের। এরপর শিকারিদের খোঁজে নামানো হয় অরল্যান্ডোকে। গন্ধ শুঁকে মুহূর্তে কয়েক কিলোমিটার দূরে পৌঁছে যায় সে। সেখান থেকেই এক শিকারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুধু বন দপ্তরের অভিযান নয়, পুলিশের তদন্তেও তার দক্ষতা কাজে লেগেছে। রবিবার রাজগঞ্জের একটি হোল্ডিং সেন্টার থেকে এক রোহিঙ্গা পালিয়ে যাওয়ায়, তাকে খুঁজতে অরল্যান্ডোকে কাজে নামানো হয়। গন্ধের সূত্র ধরে শেষপর্যন্ত পালানো ওই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে সে।গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক কঠিন অভিযানে অরল্যান্ডো সাফল্য এনে দিয়েছে।' দীর্ঘদিন ধরে অরল্যান্ডোর দেখভালের দায়িত্বে থাকা বনকর্মী প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, 'অন্যান্য স্নিফার ডগের তুলনায় অরল্যান্ডো অনেক সহজে কাজ করতে পারে। নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত সাড়া দেয়।'

চিতাবাঘের হামলায় জখম ১

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিজের বটলিফ চা বাগানে কাজ তদারকি করতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নটুয়াকাটা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। আক্রান্তের নাম নীরেন রায়। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চিতাবাঘ-আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও নিজের চা বাগানে গিয়েছিলেন নীরেন। বাগানের রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে ঝোপের আড়াল থেকে আচমকাই একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুনোটি তাঁর হাঁটুর ওপরে থাবা বসিয়ে দেয়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে চিতাবাঘটি ফের চা বাগানের ঘন ঝোপে গা-ঢাকা দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

Notice Inviting e-Tender
Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for 1. NIT No.: WBJALZRMC/03-SEC/JAL/2026-27 Dated: 25/09/2026. Tender ID-2026_WBSMB_1043265_1. The Period of Downloading of Bidding document From 28.09.2026, 10-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 07.10.2026, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 28/09/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.
Sd/-
Secretary,
Jalpaiguri Zilla RMC

DHUPGURI MUNICIPALITY
TIME EXTENSION

WBMAD/DHUPGURI/03/2026-27
2026_MAD_5023513_1
2026_MAD_5023513_2
2026_MAD_5023513_3
2026_MAD_5023513_4
2026_MAD_5023513_5
2026_MAD_5023513_6
2026_MAD_5023513_7
2026_MAD_5023513_8
2026_MAD_5023513_9
2026_MAD_5023513_10
2026_MAD_5023513_11
2026_MAD_5023513_12
2026_MAD_5023513_13
2026_MAD_5023513_14
2026_MAD_5023513_15
2026_MAD_5023513_16
2026_MAD_5023513_17
2026_MAD_5023513_18
2026_MAD_5023513_19
2026_MAD_5023513_20
2026_MAD_5023513_21
2026_MAD_5023513_22
2026_MAD_5023513_23
2026_MAD_5023513_24
2026_MAD_5023513_25

Last Date of Bid Submission-03.10.2026 at 11:00 AM
Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

আক্ষেপ চাপা দিয়ে ঢাকে কাঠি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ সেপ্টেম্বর : কাশফুল আর রঙিন কাপড় দিয়ে সাজানো ঢাক কাঁধে তুলে নিয়ে দয়াল কিন্নর যখন ঢাক বাজান, তখন উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে পুজোমণ্ডপ। ঢাকের তালে শরীরে শিহরণ জাগায় আগমনী সুর। বাজাতে বাজাতেই মুখে এক চিলতে হাসি রেখে ঢাক বাজাতে থাকেন তাঁরা। তখন বুকের ভিতরে হালকা একটি চিনচিনে ব্যথা অনুভব হয়। সেই ব্যথা পরিবার থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণার।

পুজোর সময় যখন সবাই বাঁধভাঙা আনন্দে মেতে ওঠে, তখন আপনজনদের ছেড়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে ঢাকের বোল তোলেন দয়াল, জয়কান্তরা। তাঁদের পুজো শুরু হয় বিসর্জনের পর। কোচবিহারের ঢাকিপাড়ায় এখন সেই প্রস্তুতিই চলছে।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ, দেওয়ানহাট, ভেটাগুড়ি সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ঢাকিপাড়া রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় ঢাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও এই জায়গাগুলিতে একসঙ্গে অনেক ঢাকি পরিবারের বসবাস। ভেটাগুড়ির ঢাকিপাড়ায় প্রায় ৫০টি পরিবার এই পেশায় যুক্ত। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন এবার অসমের একটি বিগ বাজেটের পুজোয় ঢাক বাজাতে যাচ্ছেন। ওই ক'টাদিন পরিবারের মুখ দেখা বন্ধ। দয়াল বলছিলেন, 'বছরের অন্য সময় কৃষিকাজ করি। পুজোর সময় ঢাক বাজাই। এই সময় একটি মোটা টাকা পারিশ্রমিক পাই। সবাই পুজোয় পরিবার নিয়ে ঘোরে। আমরা সেই সুযোগ পাই না। আমার তিন বছরের একটি ছেলে রয়েছে। পরিবারের অন্যরা ওকে নিয়ে ঘুরবে। আমি অবশ্য দূরেই থাকব।'পেশাদারিত্বের মাঝেও করুণ সুর জয়কান্তের গলায়। বললেন, 'আমাদের পুজো শুরু হয় বিসর্জনের পর। পারিশ্রমিক পেয়ে সবার আগে পরিবারের নতুন পোশাক কিনে দিই। ওরা সেগুলি পরে পুজোয় ঘোরে। এটিই আমাদের পুজোর রুটিন।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আপনার সাহসী সিদ্ধান্তে সবাই তারিফ করবে। বিদ্যার্থীরা শুভ ফল পাবেন। মিথুন : বিনা কারণেই কেউ অপমান করতে পারে। ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ নিতে হতে পারে। কর্কট : কোনও পরিচিত লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। সিংহ : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। কন্যা : সকলকে বিশ্বাস করে আজ সমস্যায়। সামাজিক কোনও কাজে সারাদিন ব্যস্ততায় কাটবে। তুলা : সংসারের কোনও সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বৃশ্চিক : শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পেতে পারেন। ধনু : সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। পুরোনো কোনও কাজের সুফল পাবেন আজ। মকর : উচ্চ রক্তচাপে সমস্যা বাড়তে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কুম্ভ : অতিরিক্ত খেয়ে সমস্যায়। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। মীন : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। নতুন কোনও মহৎ মানুষের সঙ্গে থেকে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৬ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, ১০ আহিন, সংবৎ ২ আশ্বিন বদি, ১৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৬। সোমবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।১১। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১২।৩। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।৩৩। তৈতিলকরণ দিবা ৮।৪৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।১১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।৩ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৮।১১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।১১ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।০ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।২৭ গতে ৩।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৩৫ গতে উত্তরে পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।১১ গতে মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।৩ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, মতান্তরে নামকরণ। (অতিরিক্ত বিবাহ – সন্ধ্যা ৫।২৬ গতে রাত্রি ৮।৫ মধ্যে মীন মেষলগ্নে পুনঃরাত্রি ১১।২৮ গতে ২।৩২ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ)। বিবাহ (শ্রাদ্ধ) -দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

আজ টিভিতে

মল্লারের ছন্নছাড়া সংসারে ভালোবাসার আশীর্বাদ নিয়ে লক্ষ্মীর পা কি পড়বে? **আশীর্বাদ** সন্ধে ৬.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বেলা ১১.১৫ মেজদিদি, দুপুর ২.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৫.১৫ শত্রু, রাত ৯.৩০ হানিমুন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সাথী আমার, দুপুর ১.৩০ খিলাড়ি, বিকেল ৫.০০ খোকাবাবু, রাত ৯.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ অন্তরঙ্গ, বেলা ১১.৩০ শতরূপা, দুপুর ২.২০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ অভাগিনী, ১১.০০ দেবিকা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কোরাস
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪৩ বেওয়াফা সে ওয়াফা, বিকেল ৩.০৬ মেরি জঙ্গ, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.২৬ রাম অবতার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৬ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.৩৩ লাডলা, বিকেল ৪.৪১ আর্য এক দিওয়ানা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশাহ, রাত ১১.০৫ হিরোপন্তি-টু
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৭ ভূতনাথ, দুপুর ১.২৫ ভগবন্ত কেশরী, বিকেল ৪.৪০ সন অফ সর্দার-টু, সন্ধে ৭.৫০ মিরাই, রাত ১১.২০ কিল

মিরাই সন্ধে ৭.৫০
স্টার গোল্ড

শতরূপা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সোনার

বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্পীদের জীবন, সৃজনশীলতা ও তাঁদের কর্মজগতের নানা কথা শুনুন রাত ৮.৩০ **ডিডি বাংলা**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাকি মাত্র কয়েকটা দিন। পছন্দের জিনিস কিনতে ভিড়। রবিবার শিলিগুড়িতে।

নিয়মে গাফিলতি, বসবে নতুন লিফট

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন প্রশাসনিক ভবনের একটি লিফট প্রায় ১০ মাস ধরে বিকল। সম্প্রতি ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্পেক্টরকে দিয়ে ওই লিফটের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর জানা গিয়েছে, লিফট বসানো সংস্থার লাইসেন্সই নেই। এখন পুরনিগম সূত্রে খবর, পুরোনো লিফট সরিয়ে নতুন লিফট বসানো হবে। সেইসঙ্গে পুরোনো লিফট বসানো সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্ট করার পাশাপাশি 'সিকিউরিটি মানি' আটকে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'লিফট বসানোর ক্ষেত্রে বিস্তর গাফিলতি নজরে এসেছে। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ওই সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে পুর বোর্ডের রাশ তৃণমূলের হাতে যাওয়ার পর নতুন বহুতল প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভবনটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব। ভবনে পৃথক দুটি লিফট রয়েছে। সূত্রের খবর, দুটি লিফট পৃথক সংস্থার তরফে বসানো হয়েছিল। সর্বসাধারণের জন্য চিহ্নিত লিফটটি শুরুতেই বিকল হয়ে পড়ে। তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড নির্দিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে একাধিকবার সেটি মেরামত করিয়েছিল। তবে প্রায় ১০ মাস আগে ফের লিফটটি বিকল হওয়ার পর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে সেটি অচল অবস্থায় পড়ে থাকে।

- লাইসেন্সবিহীন লিফট বসাতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল
- সেটি ফের ব্যবহার করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়
- রিপোর্টের ভিত্তিতে পুরোনো লিফট সরিয়ে নতুন লিফট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে

পুর বোর্ডের রাশ প্রশাসকের হাতে যাওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে।

পুরনিগম সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওই লিফট বসাতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। সেটি ফের ব্যবহার করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিত করতেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্টের ভিত্তিতে পুরোনো লিফট সরিয়ে নতুন লিফট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুজোর পর নতুন লিফটের জন্য ডিপিআর (ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির কথা রয়েছে। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যের বিশেষ দলকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে, লিফট বসানো সংস্থার বৈধ কোনও লাইসেন্স নেই। এমনকি পুরনিগমে বসানো লিফটটির স্বপক্ষে বৈধ কোনও লাইসেন্সও দেওয়া হয়নি। ফলে আমজনতার জন্য বরাদ্দ ওই লিফটে দুর্ঘটনা ঘটলে দায়ভার কে নিত এবং লিফট বসাতে খরচ হওয়া সরকারি অর্থের হিসাব কে দেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'সমস্ত নথি পুরনিগমেই রয়েছে। কনজিউমার ফোরামে মামলা করার কথা বলে এসেছিলাম। এবার প্রশাসক বোর্ড ব্ল্যাকলিস্ট করে টাকা দাবি করবে।'

অন্যদিকে, পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'লিফট বসানোও দুর্নীতির একটি অংশ। ওই লিফট বসাতে গিয়ে আখেরে লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা নষ্ট হয়েছে। সঠিক তদন্ত হলে সবটাই প্রকাশ্যে আসবে। সেইসঙ্গে এই দুর্নীতিতে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা-ও স্পষ্ট হবে।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভায় বিএসএফ-এর আইজি

'দিমাগী' উচ্ছেদে শপথ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বামপন্থার মোকাবিলায় সংঘ পরিবারের নতুন তত্ত্ব- কমিউনিস্টরা বিলুপ্ত, বিপদ এখন দিমাগী নকশালরা। এই তত্ত্ব প্রচার করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক অশোক তিওয়ারির কথায়, 'দেশে রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্টরা প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু দিমাগী নকশালদের দৌরাত্ম্য বজায় রয়েছে। তাদের শেষ করে দেওয়ার কাজ আমাদের করতে হবে।'

শিলিগুড়ি দুই মাইল এলাকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের আয়োজনে অশোক সিংঘলের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সভায় রবিবার প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক। ভাষণে মূলত বামপন্থীদের নিশানা করেন তিনি। তাঁর দাবি, কমিউনিস্টরা দেশ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও ভাবনার জায়গায় বা বিচারধারায় এখনও বহু দিমাগী নকশাল রয়ে গিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন সিকিমের রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর।

দিমাগী নকশাল শব্দবন্ধটি সম্প্রতি চর্চায় এনেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অবশ্য কমিউনিস্ট ও দিমাগী নকশালের কোনও পার্থক্য করেননি। বরং তাঁর কথায় মনে হয়েছিল, সার্বিকভাবে বামপন্থী বোঝাতে তিনি দিমাগী নকশাল কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মতে, যাঁরা সমাজের মূলস্রোতে থেকেও অন্তর্ঘাতমূলক চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

শিলিগুড়ির দুই মাইলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভা। রবিবার।

শিলিগুড়ির সভা থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্পষ্ট করে দিল, দিমাগী নকশালদের নিশ্চিহ্ন করতে আরও আক্রমণাত্মক প্রচার চালাবে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এজন্য বহুমুখী কৌশল গ্রহণের ইঙ্গিতও পরিষ্কার। জানানো হয়েছে, জেলা, ব্লক ধরে ধরে অশোক সিংঘলের বিচারধারা প্রচার করবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা। বার্তা দেওয়া হয়েছে, আইনি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি লড়াইটা হতে পারে বৌদ্ধিক স্তরে।

যে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সনাতনী সংস্কৃতি বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরোধিতা করেন, তাঁদের বয়ানকে পালটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য দিয়ে পরাস্ত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এজন্য। পরিষদের মতে, নিজেদের শিকড় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হিন্দুদের একাংশ দিমাগী নকশাল বা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠছে। তরুণ প্রজন্মকে জাতীয়তাবাদ ও সনাতন দর্শনের পাঠ দিয়ে বৈচারিকভাবে সনাতনী পথে ফিরিয়ে আনা এখন প্রধান লক্ষ্য।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'বছরভর আমাদের কর্মসূচি চলবে।' অন্যদিকে, অশোকের ভাষণে পরিষ্কার, ভোটযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারলেও দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় দিমাগী নকশালদের ঘরের শত্রু বিভীষণ মনে করছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী।

তিনি শিলিগুড়ি করিডরের (চিকেনস নেক) কৌশলগত সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং এনিয়ে সরকার চিন্তাভাবনায় আছে বলে উল্লেখ করেও জানান, সীমান্ত সুরক্ষায় যাবতীয় কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। করিডর সংলগ্ন বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'এখানকার মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারেন, উদ্বেগের কারণ নেই। বিএসএফ, এসএসবি ২৪ ঘণ্টা চোখ-কান খোলা রেখে নিরাপত্তা দিচ্ছে, যাতে পরিস্থিতি যাই হোক যেন শান্তি বিঘ্নিত না হয়।'

আইজি জানান, সীমান্ত এলাকার সুরক্ষায় জমি অধিগ্রহণের জটিলতা মিটে গিয়েছে। ফলে বিএসএফের নজরদারির সুবিধার লক্ষ্যে এখন দ্রুতগতিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা আরও নিখুঁত ও জোরদার করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও জাদুঘর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দুটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র। দুটি আলাদা আলাদা দপ্তর। প্রকল্পও আলাদা। তবে দুই ক্ষেত্রেই লাভবান হবে শিলিগুড়ি। উত্তরের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়াতে এবং হারিয়ে যেতে বসা স্থানীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে জোড়া বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার লিম্বুটারিতে গড়ে উঠতে চলেছে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল সেন্টার। এর পাশাপাশি পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে সুকনায় ভারতীয় মিউজিয়ামের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দুটি প্রকল্পের জন্যই জমি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ঘোষপুকুরের কাছে লিম্বুটারির বিশাল ফাঁকা এলাকায় ১৮ একর জমি এই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের জন্য বাছাই করা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ায় এই রিজিওনাল সেন্টার তৈরি হলে উত্তরবঙ্গের কৃষকরা আধুনিক চাষবাস, মাটি পরীক্ষা, কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার ও উন্নত বীজের প্রশিক্ষণ সহ নানা সুযোগসুবিধা সরাসরি হাতের কাছে পাবেন। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু প্রশাসনের এই আলোচনা ও উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'উত্তরের প্রতি কেন্দ্রের নজর বরাবরই রয়েছে। এখানকার কৃষির ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করতে ওই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।'

লাভের আশায় জোড়া পদক্ষেপ

অন্যদিকে, সুকনায় প্রায় ২০ একর জমিতে ভারতীয় মিউজিয়ামের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা। প্রশাসন সূত্রে খবর, মিউজিয়ামের কথা জানিয়ে জমি চাওয়া হয়েছে। সুকনা চা বাগানের জমিকেই চিহ্নিত করেছেন আধিকারিকরা। চালু হলে পাহাড়ি অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সম্পদ প্রদর্শনের বন্দোবস্ত থাকবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সুকনা কেবল পর্যটকদের পছন্দের গন্তব্যই হয়ে উঠবে না, উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'প্রকল্পের কথা শুনেছি। মিউজিয়াম হওয়া দরকার। জমির অভাব হবে না।'

কৃষি ও সংস্কৃতির এই জোড়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারাই বদলে যাবে বলে অনেকের ধারণা। একদিকে আধুনিক কৃষি গবেষণার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরা জানান।

আবার রাজ্যের তরফে শিলিগুড়িতে হিমুলের প্ল্যান্ট তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, সেজন্যও জমি চিহ্নিত হয়েছে। সুকনা চা বাগানেই ১৪ একর জমি চিহ্নিত করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা।

পুজোর আগেই খুলছে নদীঘাট

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগেই খুলতে চলেছে দার্জিলিং জেলার নদী খননের ঘাটগুলি। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নদীঘাট খুলবে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। নদী থেকে বালি-পাথর তুলে পেট চালান শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার শ্রমিকরা। তাঁরা পুজোর আগে নদীঘাট খোলার দাবি তুলছিলেন। ফলে নদীঘাট চালু হলে শ্রমিকরা স্বস্তি পাবেন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'অন্যবার বর্ষার পরে অক্টোবরের ১-২ তারিখের মধ্যে খননের জন্য খুলে যেত নদীঘাটগুলি। এবার বর্ষায় দেরিতে ঘাট বন্ধ হয়েছিল। ফলে কয়েকদিন দেরিতে খুলতে পারে।'

বালি-পাথর তোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের অভিযোগ, পুজোর আগে নদীঘাট না খুললে সংকটে দিন কাটবে তাঁদের। কারণ, সেই কাজ করেই তাঁরা সংসার চালান। পুজোর বাজার করেন। বর্ষায় ঘাট বন্ধের ফলে অনেককে কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হয়েছিল। পুজোর আগে তাঁরা বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন।

মাটিগাড়া ব্লকের শিসাবাড়ির শ্রমিক তপন সিংহ বলেন, 'নদীঘাট সরকারিভাবে বন্ধ থাকে। তাতে সাধারণ শ্রমিকরা সমস্যায় পড়েন। কিন্তু অনেক সময় অবৈধভাবে আর্থমুভার দিয়ে খনন চালানো হয়। তাতে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয় ঠিকই কিন্তু অবৈধ কারবারিদের দিন চলে।'

বর্ষার সময় নদীর বাস্তুতন্ত্র ঠিক রাখতে প্রত্যেকবার খনন বন্ধের নিয়ম। ঘাট বন্ধ থাকলেও আগাম বালি-পাথর মজুত করে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কয়েকজন লিজহোল্ডারকে। মহকুমার অনেক ঘাট থেকে এক ট্রাক বালি ৩-৪ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ফলে আবাসের ঘরের কাজ করতে সমস্যা হয়েছে বলে অভিযোগ উপভোক্তাদের একাংশের।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১২০০ টাকায় এক ট্রাক বালি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তৃণমূলের শেষ সময়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছিলেন কিছু উপভোক্তা। বিজেপি সরকার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়েছে। তবে উপভোক্তার সংখ্যা কম। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, চাহিদা বেশি থাকায় নদীঘাট খোলার প্রথম দিকে বালি-পাথরের দাম চড়া থাকতে পারে।

কনসালটেন্সি নিয়োগ রাজ্যের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিংয়ের যাতায়াতের বিকল্প সড়ক তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। যে কারণে বিকল্প সার্কুলার রোড তৈরির প্রকল্পকে মেগা প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। আর তাই দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ করতে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই কনসালটেন্সি নিয়োগ করেছে পূর্ত দপ্তর। এই এজেন্সি ডিপিআর তৈরি করে জমা দিলেই তা অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই টেন্ডার করে নির্মাণকারী এজেন্সি নিয়োগ করে কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেছেন, 'যানজট সমস্যা মেটানো সহ দার্জিলিংয়ের উন্নয়নে সবরকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

যানজট দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে বড় জ্বলন্ত সমস্যা। গ্রীষ্মকালীন হোক বা পুজো মরশুম, সারাবছরের বিভিন্ন পর্যটন মরশুমে দার্জিলিংয়ে যাতায়াত রীতিমতো আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনাদা থেকে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের জেরে পর্যটকদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। একদিকে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী যানবাহন এবং পেশক রোড হয়ে কালিম্পং ও সিকিম থেকে আসা যানবাহনগুলি ঘুমে এসে হিলকার্ট রোডে ওঠে। ফলে ঘুম থেকে দার্জিলিং শহর পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের চাপই এই যানজটের অন্যতম কারণ। এই সমস্যা কাটাতে দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের বিকল্প সড়ক তৈরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা চলছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফেও বিকল্প রাস্তা তৈরির জন্য রাজ্যের কাছে একাধিকবার প্রস্তাব গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও কেন্দ্র এবং রাজ্যের কাছে দরবার করেছেন। অবশেষে রাজ্য সরকার সার্কুলার রোড তৈরির প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে।

পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, লেবং বাজার থেকে কালিম্পংয়ের ৩ মাইল এলাকা পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। রাস্তাটি সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া হবে। তবে এই রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে বেশকিছু জনবসতিকে

পাহাড়ে সার্কুলার রোডের ভাবনা

অন্যত্র সরাতে হবে। সেক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ এবং ওই বাসিন্দাদের ঘর তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে কালিম্পং ও সিকিম থেকে দার্জিলিং যাতায়াতকারী যানবাহন এই রাস্তায় চলবে। পাশাপাশি হিলকার্ট রোডে (১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক) গাড়ির চাপ বাড়লে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িগামী যানবাহনগুলিকে লেবং কার্ট রোড হয়ে সার্কুলার রোড ধরে মংপু হয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে নামানো যাবে। আবার কালিম্পং ও সিকিমের গাড়িগুলি ৩ মাইল থেকে পেশক রোড হয়ে তিস্তাবাজার হয়ে গন্তব্যে চলে যেতে পারবে। পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই একটি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্সি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়ায় নাকা তল্লাশি চালিয়ে ৮টি মোষ সহ একটি চার চাকা পণ্যবাহী গাড়ি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঘটনায় দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার মহম্মদ বক্স মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই দেখা যায়, আটটি মোষ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অসমের বাসিন্দা গাড়ির চালক ও আরোহী আব্দুর রহিম এবং জালু প্রামাণিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা লাইভস্টক পরিবহণের কোনও বৈধ অনুমতিপত্র এবং মালিকানার কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ নিশ্চিত হয়, বিহার থেকে সীমানা পেরিয়ে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যেই মোষগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় মোষবোঝাই গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। সেইসঙ্গে উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে ধৃতদের এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

মিলল শিশু

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : এনবিএসটিসি-র বাসে একা ভ্রমণরত আনুমানিক ৭-৮ বছরের এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বাস কনডাক্টর অভয় সিংহবাবু। রবিবার বিধাননগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বাঁকুড়ার শিমলাপালের বাসিন্দা অভয় চোপড়া এলাকায় টিকিট কাটার সময় বাসে অভিভাবকহীন ওই শিশুটিকে দেখতে পান। নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে সে স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। বাধ্য হয়ে শিশুটিকে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে যান তিনি। পুরো বিষয়টি তদন্তের পরে জানা যায়, শিশুটির বাড়ি বিহারের আরারিয়া এলাকায়।

নতুন সরকারি ফার্মাসি

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে জনঔষধি কেন্দ্র এবং অমৃত ফার্মাসি তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভরতুকিতে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়াই লক্ষ্য। এই দুটি ওষুধ কাউন্টার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দেখতে রবিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি দল জেলা হাসপাতালে আসে। দলটি হাসপাতাল সুপারকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ও পরিত্যক্ত ভবন ঘুরে দেখে।

জেলা হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থাকলেও সেখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধ পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও বারবার রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

রাজ্যে সরকার বদলের পরে এবার ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে আরও দুটি ওষুধ কাউন্টার তৈরি হবে। ফলে অনেক কম দামে রোগীরা সব ধরনের জেনেরিক ওষুধ পাবেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলেছেন, 'দুটি প্রকল্পের অধীনে ফার্মাসি তৈরির জন্য আজ জায়গা দেখা হয়েছে।'

সম্মেলন

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠন ও কার্যকর করার দাবি সহ একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশন (এফএনপিও)-এর ২৬তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। রবিবার বিধাননগরের একটি হোটেলে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাক কর্মচারী ও পেনশনাররা। অংশ নেয় ফেডারেশনের অধীনস্থ চারটি শাখা সংগঠন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ গ্রামীণ ডাক সেবক এবং পোস্টাল পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনগুলির নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : তীর্থযাত্রীদের বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। রবিবার বিকেলে নকশালবাড়ির দেওমণি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ বর্মন (৩৪)। তিনি বাগডোগরার অশোকনগরের বাসিন্দা। এদিন অসমের কামাখ্যা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে বিহারের দিকে ফিরছিল বাসটি। দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের দেওমণি এলাকায় বাসটি উলটোদিক থেকে আসা বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। এতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইকচালকের। বাসের চালক পলাতক।

ধৃত ৬

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : বেআইনিভাবে নদী থেকে তোলা বালি পাচার ও চালানের কারচুপির বিরুদ্ধে পৃথক অভিযান চালিয়ে মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত ঘোষপুকুর ফাঁড়ি ও বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ।

শনিবার রাতে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রোডের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বালিবোঝাই একটি গাড়ি আটক করা হয়। চালক আবদুল কুদ্দুস বালির বৈধ কাগজপত্র বা রয়্যালটি চালান দেখাতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার ঘোষপুকুরের চড়ক মাঠ এলাকায় আরেকটি গাড়ি আটক করা হয়। চালক আফতাবুদ্দিন রহমান গ্রেপ্তার হন।

বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ পৃথক অভিযানে একটি ১৬ চাকার ডাম্পার, একটি লরি ও একটি আর্থমুভার বাজেয়াপ্ত করে। ডাম্পারচালক মুকেশ শাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। লরিচালক পশ্চিম মাদাতির এক স্টক ব্যবসায়ীর নামে ইস্যু করা ই-চালান দেখালেও তদন্তে নির্দিষ্ট স্টকইয়ার্ডের বাইরে নদীতীরবর্তী বেআইনি এলাকা থেকে বালি তোলার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। গ্রেপ্তার হন উত্তম সরকার, উজিত টোপ্পো ও দীনেশ সাহানি ওরফে রঞ্জিত।

কুলিকে বাড়ছে পাখির সংখ্যা, প্রজাতির বৈচিত্র্য

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বর : কুলিকের আকাশটা যেন ফের একটু বেশি ভরে উঠেছে। গাছের ডালে ডালে পাখির বাসা, জলাশয়ের ধারে পাখির খাবারের খোঁজ, আর আকাশজুড়ে আনাগোনা- পরপর দু'বছর সংখ্যাবৃদ্ধিতে নতুন করে আশার আলো দেখছে কুলিক পক্ষীনিবাস। গতবারের এক লক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে এ বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩১২। শুধু সংখ্যা নয়, বেড়েছে একাধিক প্রজাতির উপস্থিতিও। ফলে বন দপ্তরের পাশাপাশি খুশি পরিবেশপ্রেমীরাও। তাঁদের মতে, খাবার, জল, সবুজ আবাস এবং তুলনামূলক শান্ত পরিবেশ- কুলিকের পুরোনো আকর্ষণগুলিই যেন আবার জোরালো হচ্ছে।

২০২৬ সালের ৫ ও ৬ মে কুলিক পক্ষীনিবাসে পাখি গণনা হয়েছিল। বিভিন্ন পশুপ্রেমী, ফোটোগ্রাফার ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা তাতে অংশ নিয়েছিলেন। গণনাকারীদের কথাবার্তাতেই আগাম ইঙ্গিত মিলেছিল, এবার সংখ্যাটা গত বছরের হিসাব ছাপিয়ে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত সেই আভাসই সত্যি হয়েছে। গত বছর পাখির সংখ্যা ছিল ১,০০,০৫৮। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১,০৯,৩১২। পরিসংখ্যানের হিসাবে বৃদ্ধি প্রায় ৯.২৫ শতাংশ। এবারের গণনায় ওপেন বিল স্টর্ক বা শামুকখোলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- ৭৩,৫২৫। নাইট হেরন ৪,৮১২, এগ্রেট ১৬,৪৭১, কর্মোর‍্যান্ট ৭,৯৫৮ এবং গ্লসি আইবিস ৬,৫৪৬টি।

সংখ্যার পাশাপাশি নজর কেড়েছে গ্লসি আইবিস। গত বছর যেখানে এই পাখির সংখ্যা ছিল ১,৫০৬, এবার তা বেড়ে হয়েছে ৬,৫৪৬। অর্থাৎ এই প্রজাতির উপস্থিতিতে বড়সড়ো বৃদ্ধি হয়েছে। তবে এর বিপরীত ছবিটাও কিন্তু আছে। কর্মোর‍্যান্টের সংখ্যা গতবারের তুলনায় কমেছে। গত বছর ছিল ৯,৯৫১, এবার ৭,৯৫৮।

কেন বাড়ছে পাখি? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে কুলিকের পরিবেশেই। মে মাসে বৃষ্টি হওয়ায় জলাশয়গুলিতে জল ও পাখির খাবারের জোগান বেড়েছে বলে পাখিবিশারদদের মত। কুলিকের পাশের জলাভূমি ও কৃত্রিম জলপথ পাখির খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই জলাভূমিনির্ভর পরিবেশই শামুকখোল, বক, হেরন সহ নানা জলচর পাখিকে টেনে আনে। কুলিকের কৃত্রিম খালগুলিও নদীর সঙ্গে যুক্ত, ফলে এখানে জলাভূমিনির্ভর পাখির জন্য উপযুক্ত আবাস তৈরি হয়েছে।

কুলিকের পক্ষীনিবাসে ক্যামেরাবন্দি পরিযায়ী পাখি। ছবি : দীপঙ্কর মিত্র

আরও একটি বদলও চোখে পড়ছে। পুরোনো জাতীয় সড়কে ভারী যানবাহনের চলাচল কমে যাওয়ায় কমেছে বিকট হর্ন ও শব্দ দূষণ। পশু ও পাখিপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার গৌতম তান্তিয়া, অজয় সাহা সহ অনেকের মতে, শান্ত পরিবেশ পাখির বাসা বাঁধার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। পাখিবিশারদ তথা ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার বাসুদেব চক্রবর্তী বলেন, 'কুলিকের জলাভূমি, খাদ্যের জোগান এবং সবুজ পরিবেশ পরিযায়ী পাখিদের আকর্ষণ করছে।' তাঁর মতে, এ বছর মে মাসে বৃষ্টি হওয়ায় বহু পাখি আগেই চলে এসেছে। গ্লসি আইবিসের উপস্থিতি কুলিকের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকেই সামনে আনছে।

শুধু পাখির সংখ্যা নয়, বাসার সংখ্যাতেও বদলের ছবি দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, পুরোনো জাতীয় সড়কের পাশের গাছগুলিতে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০টি পাখির বাসা রয়েছে, যা আগে দেখা যেত না। অর্থাৎ কুলিকের আকাশে এবার শুধু পুরোনো অতিথিদের ফেরার গল্প নয়, নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠার ছবিও স্পষ্ট। কুলিক পক্ষীনিবাসের রেঞ্জ অফিসার শৌভিক ঝা'র কথায়, 'আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল, খাবারের জোগান এবং তাদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ এখানে থাকায় পাখির সংখ্যা বাড়ছে।'

কুলিকের এই সাফল্য অবশ্য একদিনের নয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পক্ষীনিবাসে প্রায় ১৬৪ প্রজাতির পাখির আবাস রয়েছে এবং জলাভূমি ও সবুজ পরিবেশই তার অন্যতম ভিত্তি। তাই পরপর দু'বছর সংখ্যাবৃদ্ধি শুধু খুশির খবর নয়, কুলিকের পরিবেশ এখনও পাখির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তারও একটি জোরালো ইঙ্গিত।

ঘন ঘন প্রস্রাব পাচ্ছে ?
প্রস্রাবের ধারা কি দুর্বল ?
রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায় ?
বৈদ্যনাথ
প্রোস্টেড
প্রস্রাবের ধারাকে রাখে সুস্থ ও সচল
ক্লিনিক্যালি পরীক্ষিত মূত্র সংক্রান্ত সমস্যা ৯৩%* উপশম করে
• সহজে প্রস্রাব করতে সাহায্য করে
• ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়
• আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা
• চিনি মুক্ত
Baidyanath ASLI AYURVED
PROSTAID
Supports Prostate Health, Promotes Normal Urine Flow
CLINICALLY TESTED
Safe, Natural & Effective
www.baidyanath.com
9798678474, 8420044204

লাল-নীল সংসার।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন রজনীতা ভৌমিক।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কর আদায়ে হিমসিম পঞ্চায়েত

মালিক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সমস্যা পুরনিগমেও

কবিতা গুহ রায় ও নীতেশ বর্মন

শিবমন্দির ও শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দ্রুত নগরায়ণের জেরে লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিগাড়ায় দাম বাড়ছে জমির। সেই আগুন দামে হাত সেঁকতে এখানে অনেক প্লট কিনে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। আগামীতে দাম বাড়ার আশায় ওইসব জমির সিংহভাগ আবার কিনছেন সিকিম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় সহ বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দারা। মিউটেশন ছাড়াই একাধিকবার হাতবদলও হচ্ছে সেইসব প্লট। আর ঠিক এখানেই কর আদায়ে বিপাকে পড়ছে মাটিগাড়ার পঞ্চায়েতগুলি।

খোদ প্রধানরাই বলছেন, হাতবদল হলেও মিউটেশন না হওয়ায় মাটিগাড়ার বহু জায়গায় ফাঁকা পড়ে থাকা জমি থেকে কর আদায় করা যাচ্ছে না। কারণ সরকারি নথিতে ওইসব জমির মালিক আর বাস্তবে তার মালিকানায় বিস্তর ফারাক থাকছে। সেক্ষেত্রে জমির বর্তমান মালিক ভিনরাজ্যের হওয়ায় তাঁর হদিস মিলছে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এমনকি মিউটেশন অনুযায়ী মালিকানা যাঁর নামে থাকছে, সেই মালিককে খুঁজে পাওয়া দায়। ফলে কয়েক দফায় হাতবদল হওয়া জমিগুলো ফাঁকা পড়ে থাকলেও সেখান থেকে কর আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলি। একসময় যে মাটিগাড়া ব্লক কর আদায়ে রাজ্যে প্রথম সারিতে ছিল, এখন সেই ব্লকেই জমছে বকেয়া করের পাহাড়।

শিলিগুড়ি শহরেও বহু জায়গায় ফাঁকা পড়ে থাকা জমি মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে পুরনিগমের। সেইসব জমিতে ঝোপজঙ্গল গজিয়ে ওঠার পাশাপাশি মশামাছির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে। এমনকি খালি জমি থেকে পাশের আবাসনে সাপ ঢুকে পড়ার ঘটনাও ঘটছে। যেমনটা হয়েছে শিলিগুড়ি শহরের দেশবন্ধুপাড়ায়।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহার কথায়, 'ভিনরাজ্যের যেসব বাসিন্দা জমি

■ মাটিগাড়ার অনেক জায়গায় জমি কিনে ফেলে রাখছেন সিকিম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় সহ বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দারা

■ মিউটেশন ছাড়াই একাধিকবার হাতবদলও হচ্ছে সেইসব প্লট

■ জমির বর্তমান মালিকের হদিস না পেয়ে কর আদায়ে বিপাকে পড়ছে পঞ্চায়েতগুলি

কিনে ফেলে রাখছেন, তাঁদের খোঁজ মেলে না। আবার স্থানীয় বিত্তবানদের অনেকেও জমি কিনে ফেলে রাখছেন, আবার করও দিচ্ছেন না। তাঁদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও বার্ষিক বকেয়া কর পরিশোধ করছেন না।' কর ফাঁকি আটকানো গেলে রাজস্ব আদায় প্রায় তিনগুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দপ্তরের পোর্টালে সরাসরি রায়তের ঠিকানা থাকে না। খতিয়ান থেকে অর্ডার শিট বের করে দলিল নম্বর পাওয়ার পর, সেই দলিল ডাউনলোড করলেই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা মেলে।

তাছাড়া জমি হাতবদলের পর অনেকে মিউটেশন করান না। এই কারণে জমির প্রকৃত মালিকের খোঁজ পাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে বলে ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা খাসনবিশ বলেন, 'কর ফাঁকি সামলাতে এখন রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় কর পরিশোধের রসিদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা বলেন, 'পঞ্চায়েত কর আদায়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ পঞ্চায়েত সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।'

জমির মালিকের ঠিকানা না পাওয়া গেলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে নথি সংগ্রহ করে বকেয়া কর আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

পুরসভা সূত্রে খবর, শহরে এরকম জমির সংখ্যা কমবেশি দুই শতাধিক। কতগুলি দীর্ঘদিন থেকে ঘিরে ফেলে রাখা হয়েছে। তাতে জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। পাঁচিল রয়েছে। সেরকম অনেকগুলি জমির গেটে তালা দেওয়া। ভিতরে সাফাই করতেও সমস্যায় পড়ছেন পুরকর্মীরা।

পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেছেন, 'শহরের পড়ে থাকা কিংবা ঝোপজঙ্গলে ছেয়ে যাওয়া জমির মালিকদের নোটিশ করা হবে। প্রয়োজনে জরিমানাও করা হবে।'

মোষ পাচারে লাইনম্যান সহ গ্রেপ্তার ৩

খড়িবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হল গবাদিপশু পাচারের লাইনম্যান মহম্মদ খুরশিদ সহ তিনজন। উদ্ধার হয়েছে ৪০টি মোষ।

খড়িবাড়ি থানার পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে বিহার সীমানা লাগোয়া চক্করমারি এলাকায় ওঁত পেতে বসেছিল। সেই সময় বিহার থেকে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে একটি কন্টেনার বিহার থেকে খড়িবাড়ি যাচ্ছিল। সেই কন্টেনারের পেছনে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল মহম্মদ খুরশিদ। পুলিশ বাইকটি আটক করে তল্লাশি চালায়। খুরশিদের কোমরে লুকিয়ে রাখা ম্যাগজিন সহ একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রেপ্তার হয় খুরশিদ। খুরশিদকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ জানতে পারে, তার বাইকের ঠিক সামনে একটি বড় কন্টেনার ছিল। এরপর পুলিশ দ্রুত গাড়িটির পিছু নেয়। কিছুদূর যাওয়ার পর ভালুকগাড়া এলাকায় কন্টেনারটিকে আটক করা হয়। কন্টেনারের ভেতর থেকে ৪০টি মোষ উদ্ধার হয়। অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে মোষগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কন্টেনারের ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত বরকতুল্লাহ পূর্ণিয়া ও প্রদীপ মণ্ডল মালদার বাসিন্দা। খুরশিদ সহ বাকি ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক খুরশিদকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাকিদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়।

চুনিলালজোতে রাস্তার কাজ

খড়িবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে খড়িবাড়ি চুনিলালজোতে ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হল। শনিবার বিকেলে কাজের সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ। অজয় জানান, পিচ দিয়ে ৭০০ মিটার দীর্ঘ ও ৩ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট রাস্তাটি তৈরি করা হবে। আদিবাসী অধ্যুষিত চুনিলালজোতের এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় ছিল। কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার দুপুরে নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সুনীল রায় (৪০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের দাবি, এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ রেললাইন পার করতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটে। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

সুইসাইড নোটে রহস্য

কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : পনেরো বছরের কিশোরীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াল খালপাড়ায়। ওই কিশোরীর দুই বান্ধবী সহ এক কিশোরকে সেফ কাস্টডিতে নিয়েছে পুলিশ। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোরের প্ররোচনাতেই ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। দুই বান্ধবীও সব কিছুই জানে।

রবিবার রাতে ওই কিশোরীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আসার পর কিশোরের বাড়িতে চড়াও হয় একদল তরুণ। ওই কিশোরের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তার বাবাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। কিশোরের বাবা বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দশম শ্রেণির ওই কিশোরী শনিবার সকালে বান্ধবীদের সঙ্গে শিলিগুড়ি কলেজে পর্যটন দপ্তরের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। কিশোরীর দিদির কথায়, 'বোন বাড়িতে আসার পর সব ঠিকঠাক ছিল। আমি মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার পর পুজোর কাপড় বানাতে গিয়েছিলাম। বোন তখন আরেক বোন ও আমার মেয়ের সঙ্গে ছিল। বোন পোশাক পরিবর্তনের নাম করে পাশের ঘরে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরেও দরজা না খোলায় দরজা ভাঙতেই ঝুলন্ত দেহ মেলে।'

এদিকে, রাতে ওই ঘরে তল্লাশির সময় একটি সুইসাইড নোট মেলে। পরিবারের দাবি, সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, 'তুই কি জিনিসটা ভালো করলি? আমি চলে গেলাম, তুই ভালো থাকিস।' এরপরই ওই কিশোর ও দুই বান্ধবীর ওপর সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। এদিন সকাল থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। সকালেই ওই কিশোরকে পুলিশ সেফ কাস্টডিতে নিলেও উত্তেজনা কমেনি। পরে দুই বান্ধবীকেও সেফ কাস্টডিতে নেওয়া হয়।

ট্রমা কেয়ার থেকে যন্ত্রপাতি উধাও

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিট থেকে নিউরো সার্জারির বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম হারিয়ে গিয়েছে। ট্রমা কেয়ার বিভাগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে গিয়ে উন্নতমানের বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নজরে আসে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বেশ কয়েক বছর ধরে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চলছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফে বেশ কিছু দামি চিকিৎসা সরঞ্জাম এখানে এসেছে। বেশিরভাগ চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার না করে প্যাকেটবন্দি করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি বিভাগেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের সময় সেখানকার স্টোরে চিকিৎসা সরঞ্জামে গরমিল দেখা গিয়েছে। বেশ কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু যন্ত্রপাতির প্যাকেট পড়ে থাকলেও ভেতরে যন্ত্রগুলি নেই। এর পরেই ঘটনা নিয়ে মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' সমস্ত ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকেও জানানো হয়েছে।

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পেটকি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে কয়েকশো লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

সত্যমের প্রতিমাই বড় আকর্ষণ

বাড়ির পুজো

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ছয় বছর বয়সে নিজের হাতে দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে পুজোর সূচনা করেছিলেন তিনি। আজ প্রায় ৩৫ বছর পর সেই পুজো রীতিমতো সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা সত্যম দাসের বাড়ির পুজো দেখতে শুধু ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নন, শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ আসেন। কর্মব্যস্ততার কারণে একচালার বড় প্রতিমা বাইরে থেকে কিনলেও শৈশবের ঐতিহ্য মেনে আজও ছোট মূর্তি নিজের হাতে গড়েন সত্যম। বড় মূর্তির সঙ্গেই পূজিতা হয় তাঁর হাতের ছোট্ট প্রতিমা।

প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাড়ির পুরোনো লক্ষ্মী, সরস্বতী দিয়ে ছোট্ট দুর্গা তৈরি করেছিলেন সত্যম। কিন্তু তখন পুজোর আয়োজনের কথা বাড়ির কেউ জানতেন না। তাই প্রথম দু'বছর সবার অলক্ষে চলেছিল পুজো। পরে মায়ের সহযোগিতায় পরিবারের বাকিরা বিষয়টি জানতে পারেন। তথাকথিত পুরোহিত না হওয়া সত্ত্বেও চারদিন ধরে নিজের হাতে করতেন মায়ের পুজো। দাদাভাই ক্লাব ও সুব্রত সংঘের পুজো দেখে দর্শনার্থীরা যখন সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপে যেতেন, তখন অনেকেই তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পুজো দেখতে ঢুঁ মারতেন। এভাবেই পাড়ার গণ্ডি পেরিয়ে পরিচিতি পেতে শুরু করে এই আরাধনা।

স্মৃতিরোমন্থন করে বছির চল্লিশের সত্যম বলেন, 'আমার মাসির বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। তা দেখেই নিজের বাড়িতে পুজো করার ইচ্ছে হয়েছিল। একসময় নিজে দুর্গা, কালী ঠাকুর বানিয়ে তা বিক্রি করে পুজোর আয়োজন করেছি। আগে পুজোর সবটাই নিজে করতাম। ২০০৪ সালে বাবার মৃত্যুর পর থেকে পুরোহিত ডেকে ও মূর্তি কিনে পুজো করছি। তবে কর্মব্যস্ততা থাকলেও এখনও নিজে একটা ছোট ঠাকুর বানিয়ে থাকি। রথের দিন থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করতাম। তাই এখনও সেদিনই মূর্তির বায়না দেওয়া হয়। এখন দর্শনার্থীদের এত ভিড় হয় যে অনেকটা বেশি ভোগ রান্না করতে হয়। তাই কয়েক বছর ধরে রান্নার ঠাকুর দিয়ে ঠাকুরের ভোগ বানাচ্ছি। তবে পুজোর যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করে থাকি।'

নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর এই পুজোর আয়োজনের জন্য অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে দশমীর সিঁদুর ছোঁয়ানোতে দেখা যায় দর্শনার্থীদের ভিড়। পুজোর দিনগুলো দাস বাড়িতে সম্পূর্ণ নিরামিষের আয়োজন হয়। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা মিলে পুজোতে আনন্দ করে থাকেন। এমনকি প্রতিবেশীরাও এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। খুব জাঁকজমক নয়, বরং নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়।

আইলো উমা বাড়িতে।। *মণ্ডপের পথে শান্তি ভারতী পরিষদের প্রতিমা। মালদায়। ছবি : অরিন্দম বাগ*

ক'দিন মন্দিরই হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বাড়ি

শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের শ্রীশ্রী মনস্কামনা কালী মন্দিরের দুর্গাপুজো মানেই নারীশক্তির এক অনন্য মেলবন্ধন। ঢাকের আওয়াজ পড়ার অনেক আগেই এলাকার মহিলারা মন্দিরে শুরু করে দেন প্রস্তুতি। চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে ভোগ রান্না- এই পুজো আজ তাঁদের কাছে এক আত্মিক ও আনন্দের ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : পুজো আসার শব্দ কি শুধু ঢাকের আওয়াজে শোনা যায়? নাকি তারও আগে, নিঃশব্দে, শুরু হয়ে যায় আরও কিছু? রবীন্দ্রনগরের শ্রীশ্রী মনস্কামনা কালী মন্দিরে উত্তরটা পাওয়া যাবে একঝাঁক মহিলার ব্যস্ততায়। কয়েক মাস আগে থেকেই তাঁদের দিন গোনা শুরু। প্রতিমার শাড়ি-গয়না বাছাই, চাঁদা তোলা, বরণডালা সাজানো, ভোগের রান্নার তদারকি, সবজি কাটা, খই বাছা, নারকেল কোড়ানো, নাড়ু-মোয়া তৈরি— দুর্গাপুজোর প্রায় প্রতিটি পর্বেই জড়িয়ে তাঁরা।

পুজো যত এগোয়, মন্দিরটাই যেন হয়ে ওঠে তাঁদের দ্বিতীয় বাড়ি। খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা আর তার ফাঁকে কাজ- সবই চলে মন্দির প্রাঙ্গণে। পম্পা দাসের কাছে এই টানটা তৈরি হয় মহালয়া থেকেই। স্থানীয় এই বাসিন্দা বলেন, 'মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয় নানা নিয়ম। পঞ্চমীতে দুর্গা প্রতিমা আনা হয় মন্দিরে। এই পুজো আমাদের এতটাই আপন হয়ে গিয়েছে যে পুজোর দিনে মন্দির ছেড়ে বাড়িতে যেতেই ইচ্ছে হয় না। পুজোর দুই দিন আগে থেকে মন্দির প্রাঙ্গণেই শুরু হয় খই বাছা, নারকেল কোড়ানো। মুড়কি, নাড়ু সব আমরাই তৈরি করি এখানে। আমার দুই মেয়ে, তারাও পুজোয় আমার সঙ্গে চলে আসে মন্দিরে। এখানেই প্রচুর আনন্দ করে।'

দুর্গাপুজোর দশভুজা

এই আনন্দের মধ্যে কাজও আছে, আবার গল্পও আছে। সোমা চক্রবর্তী বলেন, 'এখন সবাই মিলে চাঁদা কাটতে বেরোই, সেটারও একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে। পুজোর সময় বাড়িতে তো শুধু জামাকাপড় বদলাতে যায় সবাই। এই পুজোর উদ্যোগ আমরা মহিলারাই একদিন গল্প করতে করতে নিয়ে ফেলেছিলাম। পুজোয় তো প্রচুর কাজ থাকে, আমরা নিজেরাই ভাগ করে নিই কোনদিন কে কী কাজ করবে। ভোগে অষ্টমীতে খিচুড়ি মাস্ট। এছাড়া কোনওদিন অন্নভোগ, কোনওদিন ফ্রায়েড রাইস, কোনওদিন পোলাও সহ নানা ভোগের আয়োজন থাকে। দশমীর দিনে পান্তাভাত আর কচুশাক তো থাকেই।'

মহুয়া বৈষ্ণবের কাছে এই পুজো আরও একটু অন্য রকম। এই পুজো তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর শৈশব। দল বেঁধে পুজোর আগে চাঁদা তোলা, প্রতিমা আনতে যাওয়া, পুজোর দিনগুলিতে বাঁধভাঙা আনন্দ— সব মিলিয়ে পুরোনো দিনের একটা দরজা যেন ফের খুলে যায়। ভোগ সাজিয়ে মা দুর্গাকে না দেওয়া পর্যন্ত দাঁতে কুটোটি কাটেন না কেউ। এখানে মন্দিরে এসে একসঙ্গে কাজ করা, খাওয়া, গল্প করা আর আনন্দে মেতে ওঠাটাও পুজোরই এক অঙ্গ।

কিউআর কোডে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : অজন্তা, ইলোরার ভাস্কর্য থেকে বৌদ্ধ মন্দির, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরা হবে পুজোমণ্ডপে। দর্শনার্থীরা রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপে ঢুকলেই ডিজিটাল মিউজিয়ামের মাধ্যমে সেই ইতিহাস জানতে পারবেন। প্রাচীন সেই ইতিহাস ফুটিয়ে তুলতে ক্লাবের চলতি বছরের থিম 'প্রত্ন কথা'। মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করলেই বর্তমান সময় থেকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়ার অনুভূতি হবে দর্শনার্থীদের। এখন সেই মণ্ডপেই অন্দরসজ্জার কাজ করছেন কর্মীরা। ১২ অক্টোবর পুজোর উদ্বোধন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

থিমে আছি থামা নেই

এবার ভারতীয় সংস্কৃতিকে কাছ থেকে চেনা ও জানার সুযোগ করে দিচ্ছেন রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রাচীন শিলার ভাষা, বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি, হাতির মিছিল, বৈষ্ণব ভাস্কর্য, জৈন শিল্পরীতি সহ আরও বিভিন্ন শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা।

পুজোর ৬১তম বর্ষে এমন মণ্ডপের ভাবনার পিছনে রয়েছেন থিমমেকার বুম্বা সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, 'হাজার বছরের শিল্প-ঐতিহ্য মণ্ডপের ভেতরে জীবন্ত হয়ে উঠবে। মূলত অজন্তা ও ইলোরার কারুশিল্পকে মাথায় রেখেই মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ভেতরে অজন্তা ও মণ্ডপের বাইরে ইলোরার কারুশিল্প রাখা হয়েছে।'

প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে কিউআর কোড। দর্শনার্থীরা যখন কোনও চিত্রকলা স্ক্যান করবেন, তখন সেসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। ডিজিটাল এই মিউজিয়াম ঘুরে ছোটরা ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। প্রতিবছর রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো দর্শনার্থীদের প্যান্ডেল হপিংয়ের লিস্টে থাকে। চলতি বছরও অভিনব ভাবনা থেকেই এই থিম রাখা হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে দেবতোষ হাজরা জানান। তিনি বলেছেন, 'এই মণ্ডপ যেমন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরবে, তেমনই আধুনিক প্রযুক্তির চমকও দেবে দর্শনার্থীদের সামনে। মণ্ডপজুড়ে প্রায় ২০টি কিউআর কোড বসানো থাকবে। প্রতিটি কাজ যাতে নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে, সেজন্য মণ্ডপের ভেতর রং, তুলি দিয়ে নানা ছবি আঁকা হচ্ছে। প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকার বাজেটে চলতি বছর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।' মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকছে দেবী দুর্গার রূপে। মণ্ডপের ভেতরেই প্রতিমা গড়ার কাজ করা হচ্ছে। হাতেগোনা আর কয়েকদিন বাদে পুজো। তাই এখন ব্যস্ততা বেড়েছে উদ্যোক্তাদেরও। অন্যবারের মতো চলতি বছরও দর্শনার্থীদের এই পুজো আকর্ষণ করবে বলে আশা রাখছেন পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অলোক ঘোষ, চন্দন সাহা ও শুভঙ্কর ঘোষ।

রেজিনগরে খুন

মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস কর্মী জিয়াউর রহমানকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল গণতান্ত্রিক তৃণমূল ও এনসিপিআইয়ের বিরুদ্ধে। রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে কর্মীদের ভয় দেখাতেই খুন বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বাংলায় টিভিকে

তামিলনাড়ুতে ক্ষমতা দখলের পর বাংলায় প্রথম কার্যালয় খুলল থালাপতি বিজয়ের পার্টি টিভিকে। রবিবার বর্ধমানের ফাগুপুরে সেই কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর চৈতালি রায় সহ জেলা নেতৃত্ব।

পদ্ম নেতাকে গুলি

গুলি করে বিজেপির বুথ সভাপতিকে খুনের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ভরসন্ধ্যায় ঘটনাটি বোলপুরের ত্রিশূলাপট্টি এলাকার। মৃতের নাম চন্দন বল্লা। তিনি বোলপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ২০২ নম্বর বুথের সভাপতি ছিলেন।

গেরুয়া-দ্বন্দ্ব

বেনজির দ্বন্দ্ব বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। বর্ধমানের জেলা বিজেপির কার্যালয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করল ভিএইচপি। তাদের বক্তব্য, পার্টি অফিস মন্দিরের মতো পবিত্র, তাই গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রবেশ করেছেন নেতারা। মুখ খোলেনি বিজেপি।

সাধুসন্তদের অপমান করলে গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : পরিবর্তনের বাংলায় সাধু-সন্তদের অপমানের সাজা সোজা জেল। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বাঙ্গুর জাগরণ মঞ্চ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত এগারো হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সম্প্রতি রাজ্যে এসে বঙ্গবাসীকে দুর্গাপুজোর সময় নিরামিষ খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবা। যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তবে এদিন ফের একবার তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, ‘সন্ত-মহন্ত-মহারাজরা তো স্বাধীন দেশে সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করবেন। বাগেশ্বর বাবা এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কমিউনিস্ট আর জামাতি তথা মমতার লোকেরা অপমান করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ‘সাধু-সন্ত-মহন্তদের অপমান করলেই জেলে যেতে হবে। যিনি ছবি পুড়িয়েছিলেন, তাঁকে আমি ওইদিন রাতেই গ্রেপ্তার করিয়েছি।’ মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘এখানে এখন টিকি, শিখা, ধুতি ও তুলসির সরকার এসেছে। সবাইকে এক হয়ে থাকতে হবে। এখন যত খুশি গীতাপাঠ করুন, হনুমান চল্লিশা পড়ুন, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র বলুন, শাঁখ বাজান, মৃদঙ্গ বাজান। কোনও ভয় নেই।’

বছরের শেষে রাজ্যে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

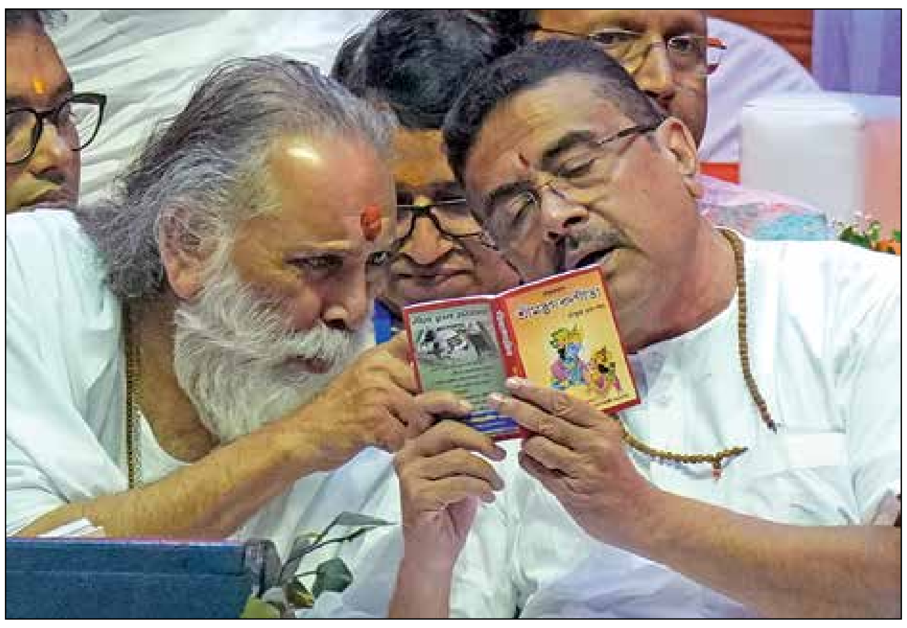

গীতায় মন মুখ্যমন্ত্রীর। রবিবার কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। -পিটিআই

দল ও সরকারের সমন্বয়ের নির্দেশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ‘আমি তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করতে বারণ করেছি, কিন্তু তৃণমূলের দোকান খুলে রাখতে তো বলিনি।’ বিজেপির তৃণমূলিকরণ নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাবে এদিন এই ভাষাতেই পালটা তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সরকার গঠনের পরেই বিজেপির পতাকা নিয়ে শিবির বদল করা নেতা-কর্মীদের সামাল দিতে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে দল ও রাজ্য সভাপতিকে। এবার খোদ সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, সুনীল বনসলের উপস্থিতিতেই সেই দুর্নীতির প্রশ্নে সরকার ও দলের মধ্যে কার্যত কাজিয়া তৈরি হল। ৪ মে সরকার গঠন হওয়ার পর তৈরি হওয়া ‘হঠাৎ বিজেপি’ ও বিধায়কদের একাংশকে দুষে তোপ দাগলেন শমীক। কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও পালটা বার্তা দিলেন দল ও সংগঠনকে।

রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি আসীন হওয়ার পরেই তৃণমূলের হুমকি, তোলাবাজি সংস্কৃতি আবার ফিরতে শুরু করেছে। বারবার সতর্ক করেও কাজের কাজ হচ্ছে না। দলীয় বিধায়ক ও ‘হঠাৎ বিজেপি-দের বিরুদ্ধে নালিশের সাফাই দিতে গিয়ে ক্রমশই বেলাগাম হয়ে পড়তে হচ্ছে রাজ্য সভাপতিকে। এদিন নিউটাউনে পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বিগত সাড়ে চার মাসে তার সরকারের সাফল্যের খতিয়ান পেশের পর দলের জেলা সভাপতি থেকে নানা পদকর্তাদের কাছে নবীন এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চান। নবীন বলেন, ‘আপনারা মাঠে ময়দানে আছেন, তৃণমূল স্তরে সরকারের কাজের ব্যাপারে মানুষের উপলব্ধি কী?’ সেই প্রশ্নে অধিকাংশই সরকারের গুনগান গাইতে শুরু করেন। তখন, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পদাধিকারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সবই যদি ভালো ভালো

বঙ্গে সফর নীতিন নবীনের

তাহলে আর সকাল হলেই আমার বাড়িতে অভিযোগের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হন কেন? আমি ভালো তৃণমূল বলেছিলাম বলে তো সমাজমাধ্যমে আমার গলায় জুতোর মালাও পরানো হয়েছিল। ট্রোল করে আমাকে বুদ্ধ সাজানো হচ্ছে। তাই ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ নেই। সুনীল বনসলের কাছে সব ফাইলই আছে। সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিনজিও নিশ্চই জানবেন। নিজের ভালো যদি চান, তাহলে প্রকৃত ঘটনা জানান। না হলে আপনিও বাঁচবেন না, দলও বাঁচবে না।’

বিধানসভা ভোটে রাজ্যের ক্ষমতা দখলে তৃণমূলের সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজির অভিযোগকে হাতিয়ার করেছিল বিজেপি। অথচ, সরকারের বয়স চার মাস পেরোনোর আগেই সেই সিন্ডিকেট, তোলাবাজির দাগ চেপে বসেছে বিজেপির গায়ে। বিষয়টি ভাবাচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও। এদিন সাংসদ, বিধায়কদের বৈঠকে এই প্রশ্নে কার্যত সতর্কও করেন নবীন। নীতিন নবীন বলেন, ‘সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, কাটমানি সংস্কৃতি চলবে না। নেতা হোক বা সাংসদ, বিধায়ক, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।’ মুখ্যমন্ত্রীও নিশানা করেছেন সংগঠনকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক মণ্ডল পদকর্তার একটা কল রেকর্ড আজই ভেরিফাই করতে বলেছি। সঠিক হলে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ।’

এদিকে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিপিএমের সময় সংগঠন যেমন সরকারকে অনেককিছু করতে বাধ্য করেছে, সেভাবে এই সরকার চলবে না। দুর্নীতির প্রশ্নে কেউ দোষী হলে সে সংগঠনের হোক বা যে-ই হোক তাকে রেয়াত করবে না সরকার। প্রত্যেকের গতিবিধি আমাদের রাডারে আছে।’ পরে বাইরে শমীকও বলেন, ‘সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ও সমাজকল্যাণে কাজ করছে। সংগঠন সরকারের কাজে যাতে বারবার হস্তক্ষেপ করতে না হয় সেটা দেখতে হবে। সরকারকেও দলকে জানিয়েই কাজ করতে হবে। দলকে অন্ধকারে রেখে নয়।’

পড়ুয়া ও সংঘ-ঘনিষ্ঠ সংগঠনের সংঘর্ষ

রণক্ষেত্র এসআরএফটিআই

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : আরএসএস-ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের (এবিজিপি) অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনের সভাকে ঘিরে ঘটনার সূত্রপাত। ওই অনুষ্ঠান আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন পড়ুয়ারা। পালটা পড়ুয়াদের দেশদ্রোহী, বাংলাদেশি কটাক্ষ করার অভিযোগ উঠেছে আয়োজকদের একাংশের বিরুদ্ধে। সেই থেকে প্রথমে দু’পক্ষের বচসা ও পরে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমনকি পাথর, বোতল ও ইটবৃষ্টিও চলে। প্রতিষ্ঠান চত্বরে দুই পক্ষের তরফে ওঠে ‘জয় শ্রীরাম’, ‘জয় ভীম’ স্লোগান। এদিকে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধের পরও দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ানোয় পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামতে হয় বিশাল পুলিশবাহিনীকে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একে অপরকে বিঁধেছে বাম ও বিজেপি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, ‘এটা আরএসএসের সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের বদনাম করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও

গেটের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ।

একই কাজ করা হয়েছে।’ এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, ‘একটার পর একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজেপি আক্রমণ করবে এবং পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই ইনস্টিটিউট আমাদের রাজ্যের গর্ব। সেখানেই গুন্ডামি মানা যায় না।’ বামমনস্ক অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র বলেন, ‘প্রথমে যাদবপুর, তারপর এসআরএফটিআই। কোথায় গিয়ে থামবেন আপনারা?’ পালটা বাম এবং তৃণমূলকে নিশানা করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, ‘বাম এবং তৃণমূল মিলে পরিকল্পনা করছে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এরজন্য এরা বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমরা কোনওমতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ওদের গুন্ডামির আখড়া হতে দেব না।’

পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, তাঁদের অন্ধকারে রেখে আরএসএসের শাখা সংগঠনকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়েছে। আয়োজকরা তাঁদের ‘জঙ্গি’, ‘বাংলাদেশি’ বলে খোঁচা দিয়েছেন। প্রতিবাদ করায় পড়ুয়াদের মারধর করা হয়েছে। বেশ কিছু পড়ুয়ার মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রীরাও রোষের শিকার হয়েছেন বলে দাবি পড়ুয়াদের। বিক্ষোভকারী পড়ুয়া মানস রুইদাসের বক্তব্য, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে গিয়েছি। সেখানে আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সামনেই আমাদের উপর পাথর ছোড়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।’ পরে আহতদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেসময়ও অ্যাম্বুল্যান্স লক্ষ্য করে পাথড় ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পালটা আয়োজক সংগঠনের অভিযোগ, তাদের দুজনকে আটকে ইনস্টিটিউটের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পড়ুয়ারা। সংগঠনের ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের চারজন আহত হয়েছেন। রাতের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও পরবর্তীতে ফের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

বেফাঁস হুমায়ুন

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যু কামনা করে বিতর্কে জড়াতেই ভোল বদল নওদার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের। রবিবার সকালেই তিনি বলেন, ‘আমাদের অসম্মান করলে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। আমি চাই, মুখ্যমন্ত্রী থেকে উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান। শুক্রবারে নমাজ পড়ব, বলব, এ যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় হয় ওপরওয়ালা যেন ওকে ওর টিকিট কাটিয়ে দেয়।’ অথচ ভোল বদলে বিকেলেই তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। তবে ইতিমধ্যেই হুমায়ুনের মন্তব্যের কারণে বহরমপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

শিল্পনীতি

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিগত তৃণমূল সরকারের আমলের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিল্প গড়ার কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর নয়া রাজ্য সরকার। পাশাপাশি কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তবেই বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে ইনসেনটিভ দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে রাজ্য। এর পাশাপাশি জমি ও বিদ্যুৎ শুল্কেও বিশেষ ছাড় মিলবে। সূত্রের খবর, এই শর্তগুলিকে ভিত্তি করেই মহালয়ার আগে বা পরে রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা করতে চলেছে সরকার।

শালবনিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিথর তিন হাতি। রবিবার। -পিটিআই

জ্ঞানেশের সমর্থনে শুভেন্দু

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : দেশজুড়ে চলা এসআইআর বিতর্কে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে খোদ নির্বাচন কমিশন যখন নড়েচড়ে বসেছে তখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কড়া ভাষায় নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিরোধীদের। কমিশনের ফুল বেঞ্চ শনিবার একটি বৈঠকে বসেছিল। সিইসি-র সঙ্গে বাকি দুই ইসির (নির্বাচন কমিশনার) বিরোধ নিয়ে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শনিবারের প্রেস নোটে তিনজনের হাসিমুখে ছবি প্রকাশ করা হয় কমিশনের তরফে।

সেই ছবি হাতে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই ছবিই বলে দিয়েছে এসআইআরের সিদ্ধান্ত কারও একার ছিল না। তিন নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখান থেকেই তা প্রমাণিত। মমতাকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ওরা নির্বাচনে বিপুল ভাবে পরাজিত। নাম এবং নিশান মুছে গিয়েছে। একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে তাই জনগণের রায়কে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সিপিএম-ও তাদের সঙ্গে জুটেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় যাঁদের হজম হচ্ছে না, তাঁরা একটি প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে শোরগোল করার চেষ্টা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনি গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। আপনার কথা শুনে বিচারকদের দায়িত্ব দিয়েছে আদালত। তারপরেও আপনারা হেরেছেন। এখন বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে নির্বাচিত সরকারকে আক্রমণ করছেন, কমিশনকে জড়িয়ে মিথ্যা প্রচার করছেন। আপনারা আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।’

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত তিন হাতি

শালবনি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শালবনি থানার পিড়াকাটা এলাকায় একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের হাড়তোড়া এলাকার ধানজমি থেকে দুটি শাবক সহ একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই হাতি তিনটির মৃত্যু হয়েছে বলে মেদিনীপুর বন বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের পর বনবিভাগের ডিএফও জাস্টিন জোন্স জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তিনটি হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বন বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, যে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই তারটি বৈধভাবে নেওয়া হয়েছিল, নাকি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রবিবার রাতে প্রত্যাহার ব্যাংক ধর্মঘট

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ভোগান্তি থেকে আপাতত রেহাই। উঠে গেল তিনদিনের ব্যাংক ধর্মঘট। যে ধর্মঘটের আশঙ্কায় রবিবার ছুটির দিন ব্যাংক খোলা রেখেছিল কর্তৃপক্ষ। ভিড় উপচে পড়ে দিনভর। কিন্তু গভীর রাতে ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করে ইউনাইটেড ফোরাম ফর ব্যাংক ইউনিয়নস।

ওই সংগঠন ও ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বৈঠক করে। ওই বৈঠকে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বৈঠকে কর্মীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তার আগে রবিবার দিনভর ব্যাংকগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। কলকাতার বিবাদী বাগ চত্বরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ষাটোর্ধ্ব অমিতাভ চক্রবর্তী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, ‘আমার এটিএম কার্ড নেই, আর ওসবে আমি অভ্যস্তও নই। এখন মাসের শেষ। যে কোনও দিন টাকার দরকার হতে পারে। তাই আগে থাকতেই তুলে নিয়ে যাচ্ছি।’ অন্যদিকে, দমদমের একটি ব্যাংকের শাখায় পরিচয় হল অভিজিৎ মৈত্রের সঙ্গে। তরুণের বক্তব্য, ‘পুজো এসেই গেল। অনেক খরচ আছে। টাকা তোলা থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাংক কর্মী বলেন, ‘আরবিআইয়ের নির্দেশে আজ আমরা পরিষেবা দিলাম ঠিকই, তবে সপ্তাহে দু-দিন ছুটির দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে। আশা করি, আমাদের দাবি পূরণ হবে।’

বাঙালি সংস্কৃতিতে দুর্গার আবাহন

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে প্রথমবার দুর্গাপুজো। তাই কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার। ১০ অক্টোবর মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে ইডেনে হতে চলেছে রাজকীয় অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতের ছোঁয়ায় মাতৃপ্রতিমার চক্ষুদানের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। তাই এখন থেকে বিপুল আয়োজনের সম্ভার। নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ইডেন চত্বর। এখন থেকে ওই এলাকা কলকাতা পুলিশের আওতায়। প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে। ৮ অক্টোবর থেকে ওই চত্বর থাকছে এসপিজির আওতায়। সিএবির মূল কমিটির এখনও কাউকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। মহালয়ার বিকেলে বর্ণাঢ্য রোড শো রেড রোড ধরে শেষ হবে ইডেনে। সেখানেই মূল আয়োজন। বাংলার আবেগকে মাথায় রেখে বাঙালি সংস্কৃতিতেই দেবী দুর্গার আবাহন করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

ইডেনের সবুজ গালিচায় একসঙ্গে ৫০০০ ঢাকি বাজাবেন ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বোল। ৪০০০ কণ্ঠে ধ্বনিত হবে শঙ্খধ্বনি। ওই মঞ্চ থেকে কলকাতার পাঁচটি বড় দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও থাকছে বাংলার স্পর্শ। স্টেডিয়ামের আকাশজুড়ে থাকবে বিশেষ ড্রোন প্রদর্শনী। ড্রোনের মাধ্যমে ইডেনের ক্যানভাসে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে দেবী প্রতিমার প্যান্ডেল, প্রতিকৃতি। ঠিক যেন আকাশের গায়ে সিনেম্যাটিক দৃশ্য। সেখানেই দেখা যাবে প্যান্ডেলে ঢাক, ধুনুচি নাচ, পুষ্পাঞ্জলি, পাতপেড়ে ভোগ খাওয়ার দৃশ্য, সন্ধিপুজো, ছৌ নাচ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মা দুর্গার ঘরে ফেরার গল্প শোনা যাবে।

জেলার পুজোকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, বাঁকুড়া সহ একাধিক জেলায় বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় চমক থাকছে সমুদ্র শহর দিঘায়। সৈকতেই আয়োজিত হবে বিচ ফেস্টিভাল। বাংলার দুর্গোৎসবকে বিশ্বজনীন করে তুলতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার।

‘হেরিটেজ’ অপেক্ষায় বিধবাবিবাহের প্রথম ঠিকানা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিজের শিশুকন্যার বাল্যবৈধব্য ঘোচাতে বহুকাল আগে বিধবাবিবাহ প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজা রাজবল্লভ। যদিও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের বিরোধিতায় তা বানচাল হয়ে যায়। একদশকের বেশি সময় পর বিধবাবিবাহ উদ্যোগ সার্থক রূপ পেয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। কলকাতার ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিটের বাড়িটিকে বলা হয় দেশে প্রথম বিধবাবিবাহের সাক্ষী। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর এই বাড়িতেই দাঁড়িয়ে থেকে এক বিধবা তরুণীর বিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতার আনাচে-কানাচে কত ইতিহাসকে সঙ্গী করে রেখেছে শহর, অথচ ইতিহাস ভুলতে বসেছে তাদের। শনিবার ছিল ২০৬তম জন্মবার্ষিকী বিদ্যাসাগরের। অথচ কালের নিয়মে শহরে এই ইতিহাসগুলিতে আজও মেলেনি হেরিটেজ তকমা।

১৮২৮ সালের নভেম্বরে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন ‘বর্ণপরিচয়’-এর স্রষ্টা। বাবা ও অন্য ভাইদের সঙ্গে জমিদার জগদুর্লভ সিংহের বড়বাজারের ১৩, দয়হাটা করেছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ছিল বিরাট সখ্য। রাজকৃষ্ণের ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে

কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিটের বাড়ি।

স্ট্রিটের (বর্তমানে দিগম্বর জৈনি টেম্পল রোড) বাড়িতে থাকতেন। তারপর চলে আসেন বৌবাজারের ১৫, হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। পরে ৮ টাকা ভাড়ায় ৫৪, হিদারাম ব্যানার্জি লেনের দু’কামরায় বাসাবদল পটলডাঙার লক্ষ্মীমণি দেবীর ১০ বছরের বিধবা কন্যা কালিমতির সঙ্গে প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীসের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়ির অতীত ইতিহাস আজও মনে রেখেছেন স্থানীয়রা। এদিন তাঁর জন্মবার্ষিকীতে সেই স্মৃতিচারণ করলেন স্থানীয় বাসিন্দা মোহন চক্রবর্তী। বললেন, ‘বাবা-ঠাকুরদার থেকে শুনেছিলাম এই বাড়িতেই প্রথম বিধবাবিবাহ হয়েছিল। ফলে একে হেরিটেজ ঘোষণা করলে খুব ভালোই হবে।’

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিল কলকাতা পুরসভা। কিন্তু শাসকদল বদল হতেই সেই প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান সাধনা বোস বললেন, ‘ওই বাড়িটি আমরা হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এখন সবটাই নতুন সরকারের হাতে। অনেক কাজই এগোচ্ছে না।’

বাড়িটির অনেক অংশই পরিত্যক্ত। বর্তমান মালিক থাকেন কলকাতার বাইরে। একজন পুরোহিত, এক পরিচারিকা ও এক দারোয়ান রয়েছেন দেখভালের জন্য। বাড়ির দারোয়ান বললেন, ‘মালিকরা খুব কম আসেন। প্রথম বিধবাবিবাহের কথা আমিও শুনেছি।’ বাড়ির উলটোদিকে স্থানীয় দোকানদারের কথায়, ‘পুরসভা থেকে অনেকদিন আগে লোকজন এসেছিল। সব দেখে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হেরিটেজ তকমা পেল না।’

ইতিহাসবিদ রাজশেখর বসুর ব্যাখ্যা, ওই অঞ্চলে একসময় ব্যাপক ব্রাহ্মপ্রভাব ছিল। এই কৈলাস বোস স্ট্রিট থেকেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের ডাক দিয়েছিলেন। রাজশেখর বসু আরও বলেন, ‘এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত।’ যদিও এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই বাড়িটি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় আশ্রয় বলে অনেকে মনে করেন। তাই তাঁর কোন বাড়িটিতে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়েছিল তাই নিয়ে বিস্তর চর্চা রয়েছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত আমরা সবকিছু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছি। হেরিটেজ কমিশন যদি আমাদের এই বাড়ির বিষয়ে বলে তাহলে আমরা এটিকে হেরিটেজ তালিকার্ভুক্ত করার চেষ্টা করব।’

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.

INTIMATION OF FILING OF THE PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 24, 2026 ("PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS") OF AIRIQ 365 LIMITED (FORMERLY KNOWN AS AIR IQ INDIA LIMITED) ("COMPANY") UNDER CHAPTER IIA OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"), WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"), BSE LIMITED AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (COLLECTIVELY, THE "STOCK EXCHANGES") IN RELATION TO THE PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF ITS EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (THE "OFFER").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

AIRiQ

AIRIQ 365 LIMITED

(formerly known as AIR IQ India Limited)

Registered and Corporate Office: Ward No. 43, ASMI SQUARE, 2nd floor, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, Darjeeling – 734 001, West Bengal, India **Tel.** +91 353 2542525; **Website:** www.airiq.in;
Contact person: Surabhi Pal, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: compliances@airiq.in; **Corporate Identity Number:** U79110WB2025PLC279731

This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the proposed initial public offering of its Equity Shares on the main board of the Stock Exchanges. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will undertake the Offer.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

For **AIRIQ 365 LIMITED**
(formerly known as AIR IQ India Limited)
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Surabhi Pal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Siliguri, West Bengal
Date: September 26, 2026

Adfactors 407/26

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩২ সংখ্যা, সোমবার, ১০ আশ্বিন ১৪৩৩

বিলম্বিত বোধোদয়

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার সহ যে সমস্ত রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হয়ে গিয়েছে, সেখানে যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ফের আবেদন করতে পারবেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে নোটিশ দিয়েছে ইতিমধ্যে। বলা হয়েছে, রাজ্যের মুখ্য এবং জেলা নির্বাচনি আধিকারিক এবং ইআরও-রা ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করবেন।

যে সিদ্ধান্ত এতদিনে গ্রহণ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন, তা বহু আগে গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। যখন সারা দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন কমিশনের ত্রুটি সংশোধনে এই উদ্যোগ আসলে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতাকে চিহ্নিত করে। এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম দিন থেকে দেশজুড়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ উঠে আসছে।

বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে, কেন্দ্রের শাসকদল নিজেদের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অবশ্য প্রথম থেকে জানিয়ে দিয়েছেন, ওই সমস্ত অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শেষে দেশের কোটি কোটি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তালিকা থেকে বাদ পড়াদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা।

এসআইআর প্রক্রিয়ার ত্রুটির বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা হওয়ায় ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবিউনালে বিপুল সংখ্যায় ভোটারের আবেদন শোনার মতো পরিকাঠামো না থাকায় প্রকৃত নাগরিকদের অস্তিত্বের সংকট আরও বেড়েছে এবং তা থেকে জন্মেছে হতাশা ও ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ শাসক বিরোধী ক্রোধে পরিণত হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে তিনজন কমিশনারের মধ্যে মতানৈক্যের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষের ক্ষোভ সমাজে দ্রুত চারিয়ে গিয়েছে।

ককরোচ জনতা পার্টির অনুগামী ছাত্র-যুব সম্প্রদায় জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি তুলে পথে নেমেছে। যে বিরোধী জোট দীর্ঘদিন ধরে মতান্তর এবং মনান্তরের কারণে সুসংবদ্ধ আন্দোলনে নামতে পারেনি তারাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সিপিএম দলের সঙ্গে চিরবৈরিতা ভুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে তাঁর প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে এবং সিপিএম কেরলে ক্ষমতাচ্যুত।

সিপিএমের মতো বামপন্থী দলের পক্ষে কখনও দক্ষিণপন্থী বিজেপির সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যবে থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার তাঁর কাধে অর্পিত হয়েছিল, তখন থেকে বিজেপির সঙ্গে তাঁর অহিনকুল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সঙ্গেও তাঁর দলের সম্পর্ক তিক্ত থেকেছে।

রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি যেমন বুঝেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে গেলে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তেমন সিপিএমও এই সত্যটি হৃদয়ংগম করছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বিষয়ে কথা হয়েছে বিভিন্ন বিরোধী দলের। মনান্তরে দীর্ণ বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পিছনে জ্ঞানেশ কুমারের অবদান তাই অনস্বীকার্য।

ভবিষ্যতে বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে কি না- তার উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তবে বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে যে পুরোনো জটিল প্রতর্কের আপাতত নিরসন ঘটল- তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ফের প্রমাণ হল, ভারতীয় গণতন্ত্রে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থা কোনওমতেই পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মতো আধিকারিককে স্মরণে রাখতে হবে, তাঁকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত দায়িত্ব নির্বাহ করতে হবে যাতে তাঁর কার্যপ্রণালীর মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ওঠে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

শ্রমিক রাজনীতির অন্য এক পাঠ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে শ্রমিকের সমগ্র জীবনকেও আন্দোলনের পরিসরে এনেছিলেন শংকর গুহ নিয়োগী।

পার্থসারথি চৌধুরী

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ২৮ সেপ্টেম্বর এক গভীর বেদনার দিন। ১৯৯১ সালের এই দিনেই শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব শংকর গুহ নিয়োগী গভীর রাতে ভিলাইয়ে তাঁর বাসভবনে নিদ্রিত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সেই হত্যাকাণ্ড কেবল একজন শ্রমিক নেতার জীবনের অবসান ঘটায়নি; তা ছিল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এক স্বতন্ত্র, সৃজনশীল এবং সম্ভাবনাময় ধারার উপর নির্মম আঘাত। তাঁর চিন্তা, কর্মপদ্ধতি এবং মার্কসবাদের এই সৃজনশীল প্রয়োগ নিয়ে তাই ফিরে দেখা প্রয়োজন। প্রচলিত বামপন্থী পরিসরে তিনি অনেকাংশেই ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন। ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া গেলেও শংকর গুহ নিয়োগীর সংগ্রাম ও স্বপ্নকে মুছে ফেলা যায়নি। তাঁর মৃত্যুদিবসে তাই শুধু শোক নয়, প্রয়োজন তাঁর জীবন, চিন্তা এবং ‘সংগ্রাম ও নির্মাণ’-এর বিকল্প রাজনীতিকে নতুন করে ফিরে দেখা।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে শংকর গুহ নিয়োগীর গুরুত্ব কেবল একজন সফল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসেবে নয়; বরং প্রচলিত শ্রমিক রাজনীতির অর্থনৈতিক সীমা অতিক্রম করে শ্রেণিসংগ্রামকে একটি সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তরের প্রকল্পে পরিণত করার প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত। দল্লি রাজহরার খনিশ্রমিক আন্দোলন, ভিলাই শিল্পাঞ্চলের ঠিকাশ্রমিকদের সংগঠন কিংবা ছত্তিশগড়ের কৃষক ও আদিবাসী সমাজের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের সংযোগ তাঁর কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তাঁর মৌলিক অবদান ছিল শ্রমিক রাজনীতির বিষয়বস্তু ও পরিসর পুনর্নির্ধারণ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল ‘সংগ্রাম ও নির্মাণ’, শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং একইসঙ্গে বিদ্যমান সমাজের মধ্যেই বিকল্প সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক ও চেতনার নির্মাণ।

নিয়োগীর রাজনৈতিক চেতনার নির্মাণ জলপাইগুড়িতে ছাত্রজীবনেই শুরু হলেও ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। শ্রমিক হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতর থেকে শিল্প সম্পর্ক, শ্রমশৃঙ্খলা ও শ্রেণিবৈষম্য প্রত্যক্ষ করার ফলে মার্কসবাদ তাঁর কাছে নিছক তাত্ত্বিক পাঠের বিষয় হয়ে থাকেনি; তা বাস্তব সমাজ বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতিতে পরিণত হয়। ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা অগ্রসর হয়। নকশালবাড়ির বিপ্লবী অভিঘাত তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও গণসংগঠনকে পরিত্যাগ করে সীমিত সশস্ত্র উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল রাজনীতির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, দীর্ঘমেয়াদি সংগঠন, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দাবি থেকে চেতনা নির্মাণ তাঁর পরবর্তী রাজনীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে।

জরুরি অবস্থার পর দল্লি রাজহরার খনিশ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিয়োগীর রাজনৈতিক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে ছত্তিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘ (সিএমএসএস) এবং পরবর্তী সময়ে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার (সিএমএম) বিকাশ শ্রমিক রাজনীতিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেয়। সিএমএম-এর লাল-সবুজ পতাকা শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যের প্রতীক ছিল। এখানে আঞ্চলিক পরিচয় সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় সীমাবদ্ধ হয়নি; বরং শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসী, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক মুক্তিকে ছত্তিশগড়ের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হয়।

নিয়োগীর ট্রেড ইউনিয়ন ধারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমিকের ‘আট ঘণ্টা’ থেকে ‘চব্বিশ ঘণ্টার জীবন’-এর দিকে দৃষ্টি স্থানান্তর। প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নবাদ শ্রমিককে প্রধানত মজুরিভোগী উৎপাদক হিসেবে দেখে; ফলে মজুরি, বোনাস, কাজের সময়সীমা ও চাকরির নিরাপত্তাই আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। নিয়োগী এই প্রশ্নগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করেননি; কিন্তু তিনি মনে করতেন, শ্রমিকের অস্তিত্ব কর্মস্থলের বাইরে পরিবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গসম্পর্ক, পরিবেশ এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অতএব শ্রমিকের মুক্তিকে কেবল আর্থিক দাবি আদায়ের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। শ্রমিকের মজুরি বাড়লেও যদি সে দূষিত জল পান করে, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়, সন্তান শিক্ষার সুযোগ না পায়, মদ্যপানের কারণে পরিবার ভেঙে পড়ে অথবা যান্ত্রিকীকরণের ফলে কর্মসংস্থান হারায়, তবে তার সামাজিক মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শংকর গুহ নিয়োগীর রাজনীতি ছিল প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনের পরিসরকে বিস্তৃত করার এক চেষ্টা। মজুরি ও কাজের নিরাপত্তার দাবির পাশাপাশি তিনি শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার, নারী, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং নাগরিক জীবনের প্রশ্নকে সংগঠনের অংশ করেছিলেন। ‘সংগ্রাম ও নির্মাণ’ ছিল তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রে। শহিদ হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মদবিরোধী আন্দোলন, মহিলা মুক্তি মোর্চা এবং যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছিল। ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতায় মার্কসবাদকে প্রয়োগের এই প্রচেষ্টাই তাঁকে শ্রমিক রাজনীতির ইতিহাসে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় করে রেখেছে।

এই কারণেই সিএমএসএস ও সিএমএম-এর কার্যক্রম স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীমুক্তি, মদবিরোধী আন্দোলন, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সামগ্রিক রাজনৈতিক ধারণার বাস্তব প্রকাশ ছিল শহিদ হাসপাতাল। শ্রমিকদের অর্থ ও শ্রমে নির্মিত এই প্রতিষ্ঠান কোনও দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল না; বরং শ্রমজীবী মানুষের আত্মনির্ভর সামাজিক ক্ষমতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগের সামাজিক কারণ, অপুষ্টি, দূষিত জল, অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, দারিদ্র্য ও মদ্যপান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। একইভাবে শ্রমিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির উদ্যোগ নিয়োগীর ‘নির্মাণ’ ভাবনার অংশ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিকল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল কেবল পরিষেবা প্রদান নয়; বরং শ্রমজীবী মানুষকে নিষ্ক্রিয় সুবিধাভোগী থেকে সক্রিয় সামাজিক কর্তা হিসেবে গড়ে তোলা। মদবিরোধী আন্দোলন এবং মহিলা মুক্তি মোর্চার বিকাশও নিয়োগীর শ্রেণি ভাবনার প্রসারকে নির্দেশ করে। মদ্যপানকে তিনি কেবল নৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখেননি; বরং শ্রমিক পরিবারের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, পারিবারিক হিংসা এবং নারীর অধীনতার সঙ্গে যুক্ত একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

প্রযুক্তি ও আধুনিকীকরণের প্রশ্নে নিয়োগীর অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আধুনিকীকরণকে নির্বিচার যান্ত্রিকীকরণের সমার্থক মনে করেননি। শ্রম উদ্বৃত্ত ভারতীয় সমাজে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নামে বিপুল কর্মসংস্থান ধ্বংসকারী প্রযুক্তিকে তিনি নিঃশর্ত সামাজিক অগ্রগতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। দল্লি রাজহরায় পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের পরিবর্তে আধা যান্ত্রিকীকরণের পক্ষে আন্দোলন এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিল, কোন প্রযুক্তি, কার স্বার্থে, কার নিয়ন্ত্রণে এবং কী সামাজিক মূল্য দিয়ে ব্যবহৃত হবে? এই অবস্থানে তিনি মার্কসবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ বজায় রেখেও শ্রমের মর্যাদা, অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরতার সমালোচনা এবং নির্মাণমূলক কর্মকাণ্ডের মতো কিছু গান্ধীয় উপাদান নির্বাচিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রেক্ষিতে নিয়োগীর রাজনীতিকে মার্কসবাদের ভারতীয় বাস্তবতায় সৃজনশীল প্রয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর অর্থ কোনও স্বতন্ত্র ‘ভারতীয় মার্কসবাদ’ প্রতিষ্ঠা নয়; বরং মার্কসবাদের শ্রেণিবিশ্লেষণকে ভারতের নির্দিষ্ট সামাজিক গঠন, অসংগঠিত শ্রম, কৃষক-শ্রমিক সম্পর্ক, আদিবাসী সমাজ, পিতৃতন্ত্র, আঞ্চলিক বৈষম্য, লোকসংস্কৃতি এবং অসম শিল্পায়নের সঙ্গে যুক্ত করা। ছত্তিশগড়ের শ্রমিক তাঁর কাছে একমাত্রিক প্রলেতারিয়েত নয়; একই ব্যক্তি শ্রমিক, কৃষক পরিবারের সদস্য, আদিবাসী বা আঞ্চলিক সমাজের অংশ এবং নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক। এই বহুমাত্রিক বাস্তবতাই তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি।

এই কারণে মাও সে তুংয়ের ‘মার্কসবাদের চিনীকরণ’-এর সঙ্গে নিয়োগীর একটি পদ্ধতিগত সাদৃশ্য চিহ্নিত করা যায়, যদিও দুইয়ের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিসর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়ের ক্ষেত্রেই মার্কসবাদের প্রয়োগ নির্দিষ্ট সমাজের বাস্তব সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। শুধু সংগ্রাম রাজনৈতিক কার্যকলাপকে স্থায়ী প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ করতে পারে; আবার শুধু নির্মাণ বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামো অক্ষত রেখে কল্যাণমূলক সংস্কারে পর্যবসিত হতে পারে। নিয়োগীর মৌলিকতা ছিল দুটিকে পরস্পরের শর্তে পরিণত করা। হাসপাতাল স্বাস্থ্য অধিকারের চেতনা তৈরি করবে, বিদ্যালয় নতুন সামাজিক বোধ নির্মাণ করবে, মদবিরোধী আন্দোলন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটাবে এবং প্রযুক্তি বিষয়ক আন্দোলন উৎপাদন ও উন্নয়নের ওপর গণনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তুলবে। এই অর্থে মার্কসবাদ নিয়োগীর কাছে কোনও আমদানি করা মতাদর্শিক ধর্মগ্রন্থ ছিল না; ছিল বাস্তবতা বোঝার বিজ্ঞান। সমাজতন্ত্রও ভবিষ্যতের কোনও বিমূর্ত প্রতিশ্রুতি নয়; বর্তমানের সংগ্রাম, বিকল্প প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের আত্মক্ষমতা নির্মাণের মধ্য দিয়েই তার প্রাথমিক রূপ সৃষ্টি হতে পারে। এখানেই শংকর গুহ নিয়োগীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের তাৎপর্য।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।)

আজ

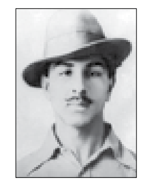

১৯০৭
বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৯
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ‘সুরসাম্রাজ্ঞী’ লতা মঙ্গেশকর।

আলোচিত

ক্ষমতা পেয়ে হাতির পাঁচ পা দেখেছে! উপরওয়ালার কাছে দোয়া চাইব, যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে চলে যায়। আল্লা তাঁর টিকিট কাটিয়ে দিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন নিজের দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিলেন, সেদিনও দোয়া চেয়েছিলাম, উনি যেন ক্ষমতাচ্যুত হন, বর্তমান থেকে প্রাক্তন হন। আল্লা সেকথা শুনেছেন। মহারাষ্ট্রের অজিত পাওয়ার, মাধবরাও সিন্ধিয়া কিংবা ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিদের যেমন হয়েছিল, এঁকেও সেভাবে পৃথিবী থেকে যেতে হবে। আস্ফালন, অহংকারের পতন হবে।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

ওড়িশার কেন্দ্রপাড়ার এক গোয়ালে ঢুকে পড়ে দৈত্যাকার কুমির। গোরুদের মাঝে ঘাপটি মেরে বসে ছিল সেটি। বনকর্মীদের আসতে দেরি হওয়ায় গ্রামবাসীরাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দড়ি দিয়ে কুমিরটিকে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা দেন।

ভাইরাল/২

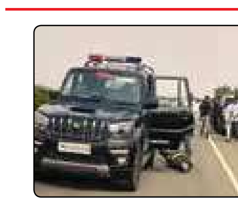

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কনভয়ের একটি গাড়ি থেকে পড়ে গেলেন নিরাপত্তারক্ষী। কনভয়ের সামনে থাকা গাড়িটির দরজায় দাঁড়ানো ওই নিরাপত্তারক্ষী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইওয়ের ওপর ছিটকে পড়েন। অন্য নিরাপত্তারক্ষীরা দৌড়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

জনমন
জনমত

অ্যাপে নয়, ফুটপাথেই পুজোর প্রাণ

২১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত ‘পুজোর শপিংয়ে বদলের হাওয়া’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লাম। প্রতিবেদনটি শুধু কেনাকাটার মাধ্যমের পরিবর্তনকেই তুলে ধরেনি, বরং আমাদের উৎসব উদযাপনের মানসিকতায় যে এক নিঃশব্দ রূপান্তর ঘটে চলেছে, তারও এক বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছে।

আজকাল স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেই দেশ-বিদেশের বাহারি পোশাক আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়। ই-কমার্স আর অনলাইন শপিংয়ের এই রমরমার যুগে দাঁড়িয়ে অনেকেরই মনে হতে পারে, রাস্তার ধারের ছোট দোকান বা ফুটপাথের হকারদের দিন বুঝি ফুরিয়ে এল। কিন্তু আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, বাস্তবের সমীকরণটি এতটাও সরল নয়। উৎসব মানে তো শুধু নতুন মোড়কে আসা কিছু নির্জীব বস্তু নয়, উৎসব হল মানুষের সঙ্গে মানুষের মহামিলন। আর সেই মিলনের প্রথম অধ্যায়টিই রচিত হয় পুজোর বাজারের উদ্দাম ভিড়ে মিশে গিয়ে।

ভার্চুয়াল দুনিয়া আমাদের হয়তো অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। একটি শপিং অ্যাপ কখনোই আমাদের সেই অনুভূতি দিতে পারে না, যা আমরা পাই এক টুকরো কাপড় নিজের হাতে ছুঁয়ে দেখলে। হকারদের হাঁকডাক, চেনা দোকানের দাদার সঙ্গে হাসিমুখে দরদাম, আর কেনাকাটার ফাঁকে রাস্তার ধারের এগরোল বা ফুচকার স্বাদ- এই পুরো প্রক্রিয়াটিই তো বাঙালির পুজোর অবিচ্ছেদ্য এক উদযাপন। চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি থেকে ডেলিভারি বয়ের জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে যে একঘেয়ে যান্ত্রিকতা আছে তাতে উৎসবের প্রাণভোমরাটিই যেন হারিয়ে যায়। ফুটপাথের দোকানগুলো তাই কেবল সস্তায় জিনিস বিক্রির জায়গা নয়, সেগুলো আমাদের যৌথ নস্টালজিয়া আর সামাজিক আদানপ্রদানের এক-একটি জীবন্ত কেন্দ্র। ফুটপাথের বিক্রেতাদের সঙ্গে ক্রেতার যে অলিখিত আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়, তা কোনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অ্যালগরিদম দিয়ে প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব।

অন্যদিকে ভারতীয় অর্থনীতির যে বৈচিত্র্যময় বুনন, তাতে কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমান্তরাল পথ চলা এক অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। এটা ঠিক যে, দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক সক্ষমতা বেড়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সমাজের প্রতিটি মানুষ শপিং মলের কাচের দরজার ওপারে বা প্রযুক্তির মায়াজালে নিজেদের আটকে ফেলেছেন। ডিজিটাল বিভাজন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সমাজের এক বিশাল অংশের কাছে প্রযুক্তি এখনও ততটা আপন হয়ে ওঠেনি। প্রান্তিক মানুষের এই রুটিরুজির লড়াইয়ের পাশাপাশি, আমাদের চিরাচরিত সামাজিক আবেগের অমোঘ টানেই ফুটপাথের বাজারগুলো স্বমহিমায় টিকে থাকবে।

যতক্ষণ মানুষের মনে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার এবং দরদাম করে জয়ের আনন্দ উপভোগ করার আদিম প্রবৃত্তিটুকু বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ হকারদের বাজার কখনোই বিলুপ্ত হবে না। ‘অ্যাড টু কার্ট’-এর আধুনিক যুগেও তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাজারের থলে হাতে বেরোনোর চিরায়ত আনন্দ আমাদের সমাজে চিরকাল অমলিন থাকবে।

বীণা রায় মৈত্র
শিবমন্দির, হালের মাথা, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৩৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাগধারার জলে কালিম্পংয়ের হারানো স্মৃতি

ইতিহাস, জলসংকট ও স্থানীয় স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক ঝরনা আজ বিপন্ন।

প্রশান্ত মল্লিক

পাহাড়ে জীবনের একটা বড় সময় কাটাতে কাটাতে একটি শব্দ খুব আপন হয়ে উঠেছে, ‘উম্রেকো পানি’। মাটির বুক চিরে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসা প্রাকৃতিক ঝরনার জল। সমতলে নদী বা গঙ্গাকে ঘিরে যেমন জীবন ও বিশ্বাসের নানা পরত তৈরি হয়েছে, পাহাড়ি সমাজেও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ এই জলধারা। ছোটবেলায় প্রথম কালিম্পং আসার সময় থেকেই ‘উম্রেকো পানি’ শব্দটি শুনে আসছি। এমনই একটি ‘উম্রেকো পানি’ হল ‘বাগধারা’। জনশ্রুতি, একটা সময় এখানে বাঘের দেখা মিলত। সেই সূত্রেই ‘বাঘ’ থেকে ‘বাগ’। এবং পরে এর সঙ্গে ধারা যুক্ত হয়ে ‘বাগধারা’ নামকরণ। পরে কাজের সূত্রে কালিম্পংয়ের সঙ্গে নিয়মিত ওঠাবসা করতে গিয়ে দেখেছি, এই নাম শুধু একটি জায়গার নয়, শহরের অনুভূতির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। মেলা গ্রাউন্ডের ঠিক নীচের এই ঝরনাটি আজ অস্তিত্বের সংকটে।

বাগধারার ইতিহাস কালিম্পংয়ের বাণিজ্যিক বিকাশের সঙ্গেও জড়িয়ে। ১৮৬৫ সালের সিনচুলা চুক্তির পর কালিম্পং যখন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠেছিল তখন থেকেই বাগধারা পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় এলাকার তৃষ্ণা মিটিয়ে এসেছে। ১৯৪৯ সালের ঐতিহাসিক গাইডবুক ‘কালিম্পং : এ গাইড অ্যান্ড হ্যান্ডবুক অফ ইনফরমেশন’-এ মেলা গ্রাউন্ডের দক্ষিণে বাগধারাকে ‘কালিম্পংয়ের গঙ্গা’ বলা হয়েছিল। সেখানে স্থানীয় মানুষ জল নিতেন, স্নান করতেন এবং পুজোও করতেন। ১৯৫৪ সালের ‘হিমালয়ান টাইমস’-এর পাতাতেও বাগধারায় মহা বিষ্ণু যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় জল ব্যবস্থাপনার এই ঐতিহ্যে উৎসের জল সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বর্ষায় প্রবাহ বাড়ত, শীত ও গ্রীষ্মে তা কমে যেত। ফলে বাগধারা ছিল জল সংগ্রহের একটি পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। শহরের একটি জায়গা বাঁধিয়ে তাতে কলের ব্যবস্থা করে বাসিন্দাদের জল সংগ্রহের সুবিধা করে দেওয়া হয়।

কালিম্পং শহরের ‘বাগধারা’।

শহরের দৈনন্দিন জীবনে তার গুরুত্ব আজও কমেনি বলেই মনে হয়। আজ সেই বাগধারাই বিপন্ন। কালিম্পংয়ের শহর বিস্তারের সঙ্গে বহু প্রাকৃতিক ঝরনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাহাড় কাটা, ঢালাও কংক্রিট নির্মাণ, গাছ কেটে ফেলা এবং আবর্জনা ফেলার মতো নানা কারণে প্রাকৃতিক জলধারার স্বাভাবিক প্রবাহ ও জলধারণের ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গবেষণাতেও কালিম্পংয়ের বিস্তৃত নির্মাণকাজের ফলে বহু ঝরনা নষ্ট হওয়ার কথা উঠে এসেছে। স্থানীয় নাগরিক আনন্দ লাখোটিয়ার কথায়, ‘কালিম্পং শহরের সামগ্রিক সংরক্ষণের স্বার্থেই আমাদের বাগধারাকে রক্ষা করতে হবে।’ পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক জলধারণ ও পুনর্ভরণ এলাকা নষ্ট হলে শহরের জলসংকট আরও তীব্র হতে পারে বলেই তাঁর আশঙ্কা। স্থানীয় বাসিন্দা কবিতা কালিকোটেরও একই আশঙ্কা।

কালিম্পংয়ের জলসংকট নতুন নয়। পুরসভার জল সরবরাহ অনিয়মিত হলে বা প্রাকৃতিক উৎসের জল কমে গেলে বহু মানুষ বাগধারার মতো ঝরনার ওপর নির্ভর করেন। ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে মেলা গ্রাউন্ডের নীচের বাগধারা থেকে মানুষের জল নেওয়া, কাপড় কাচা ও স্নানের কথা জানা যায়। পরবর্তী প্রতিবেদনেও জল সরবরাহের ঘাটতির সময়ে বাগধারার ওপর নির্ভরতার কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম বা খরার সময়ে এই ঝরনা বহু মানুষের কাছে শেষ ভরসা হয়ে ওঠে।

বাগধারাকে বাঁচাতে তাই শুধু আবেগ নয়, প্রয়োজন বাস্তব উদ্যোগ। ঝরনা সংলগ্ন জলধারণ ও পুনর্ভরণ এলাকাকে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা, প্রাকৃতিক উৎসের আশপাশে অবৈজ্ঞানিক খনন ও কংক্রিট ঢালাই বন্ধ করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঢাল সংরক্ষণ ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে বৃক্ষরোপণ এবং আবর্জনা ফেলা রুখতে নজরদারি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করা প্রয়োজন। বাগধারা কোনও ইট-সিমেন্টের জলাধার নয়। এটি কালিম্পংয়ের দীর্ঘ ইতিহাস, জলজীবন ও স্থানীয় স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অমূল্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। শহরটাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য রাখতে হলে নিজের এই প্রাণভোমরা ঝরনাটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও নিতে হবে।

(লেখক পর্যটন গবেষক ও প্রাবন্ধিক)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। চণ্ডীদেবী, অতি কোপনা নারী ৪। গর্ত, ছিদ্র ৫। মনে মনে বা অনুচ্চস্বরে ইষ্টমন্ত্রাদি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ৭। ঘাস পাতা দিয়ে তৈরি ছাতা, টোকা ৮। আদবকায়দা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের রীতিনীতি ৯। ভূসম্পত্তি ১১। ভয়, শঙ্কা ১৩। তাল বা খেঁজুরের রস থেকে তৈরি মদ ১৪। ভৃত্য, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ১৫। জলাজমিতে বিচরণকারী বকজাতীয় বড় পাখি।

উপর-নীচ : ১। চাঁদ, জ্যোৎস্না ২। উপযুক্ত, গুণবান বা যোগ্য ৩। মধ্যস্থতায় ৬। বড় থালা ৯। ভিড়, বিত্তহীন মানুষ ১০। বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখার ঘর ১১। নদীবিশেষ, অন্ধকার ১২। অতিশয় ত্রাস।

সমাধান ■ ৪৫৬০

পাশাপাশি : ১। অষ্টপাদ ৩। পরাহ ৫। হরিমটর ৭। ধবল ৯। নকলি ১১। ধনসম্পদ ১৪। শ্রীখোল ১৫। জন্মান্তর।

উপর-নীচ : ১। অশ্বমেধ ২। দশাহ ৩। পশ্চিম ৪। হন্দর ৬। টনক ৮। বয়ান ১০। লিপিকর ১১। ধনশ্রী ১২। সদল ১৩। দরাজ।

দলের নিরিখে দ্বিতীয় বিজেপি, রাজ্যের হিসেবে দু'নম্বরে পশ্চিমবঙ্গ

চার বছরে দলবদলু শতাধিক সাংসদ-বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এক দলের টিকিটে ভোটে জিতে অন্য দলে যোগদানের ঘটনা সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতির একপ্রকার দস্তুরে পরিণত হয়েছে। তার জন্য দলবদলুদের হাজারো কটাক্ষের মুখে পড়তে হলেও সুবিধাবাদী রাজনীতির এহেন বহমান ধারায় ছেদ পড়তে দেখা যাচ্ছে না।

গত সপ্তাহে মেঘালয়ের শাসক জোটের শরিক ইউডিপির ৮ বিধায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে অপর শরিক বিজেপিতে যোগ দেন। এর ফলে মোট ১০ জন বিধায়ককে নিয়ে বিজেপি শাসক জোটের দ্বিতীয় বড় শরিকে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ইউডিপির শক্তি কমে দাঁড়িয়েছে ৪-এ। মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি নেতা কনরাড সাংমা এই দলবদলকে লঘু করে দেখলেও অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর একটি বিশ্লেষণ জানাচ্ছে, ভোটে জিতে দলবদলের অভ্যাসটি ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে ভারতের রাজনীতিতে। ২০২২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে সাংসদ, বিধায়ক মিলিয়ে অন্তত ১১১ জন জনপ্রতিনিধি ভোটে জেতার পর দল বদলেছেন। তাঁদের মধ্যে লোকসভার সাংসদ রয়েছেন ২৬ জন, রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন ৭ জন এবং বিধায়কের সংখ্যা ৭৮ জন।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওই ১১১ জনের মধ্যে ২৯ জন অর্থাৎ ২৬ শতাংশই দল বদলে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। ভিন দলের জনপ্রতিনিধিকে শামিল করানোর নিরিখে পদ্মশিবির রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। প্রথম স্থানটি দখল করেছে নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ)। মোট ৩২ জন জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ ২৯ শতাংশ শামিল হয়েছে ওই দলে। সবথেকে বেশি দলবদলের ঘটনা ঘটেছে নাগাল্যান্ডে (৩২)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (২০)। বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূলের টিকিটে জয়ী ২০ জন লোকসভার সাংসদ এনসিপিআই দলে যোগ দেন। এই দলবদলের জেরে তাঁদের সাংসদ পদ বাতিলের দাবি তুলেছে মমতা-তৃণমূল। তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা (৯), গোয়া (৮) এবং পঞ্জাব (৮)। মজার বিষয় হল, এই ১১১ জন দলবদলু জনপ্রতিনিধি শুধুমাত্র জার্সি বদলানো সাংসদ বা বিধায়ক নন। একটি দলের অন্য দলে মিশে যাওয়া, উপনির্বাচনে জেতার আগে পুরোনো দল ত্যাগ করা এবং পদ বাতিল হওয়ার পর অন্য দলের টিকিটে জয়ী হওয়ারাও রয়েছেন।

বিজেপিতে যে ২৯ জন যোগ দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা, হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়ালের মতো ৭ জন আপের রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। বাকি ২২ জন বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে গোয়ার ৮ কংগ্রেস বিধায়ক, গুজরাটের ৪ কংগ্রেস বিধায়ক এবং হিমাচলের ২ জন বিধায়ক রয়েছেন। তবে কোনও লোকসভার সাংসদ এই সময়কালে বিজেপিতে যোগ দেননি। রিপোর্ট বলছে, ১১১ জন দলবদলুর মধ্যে ন'জন কংগ্রেসে, আটজন শিবসেনায়, ছ'জন এনপিপি-তে এবং পিপলস পার্টি অফ অরুণাচলে চারজন যোগ দিয়েছেন। যে সমস্ত দল ত্যাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে নাগাল্যান্ডের এনডিপিপি, তৃণমূল এবং কংগ্রেস। এই তিন দল থেকেই সবচেয়ে বেশি সাংসদ ও বিধায়ক অন্য দলে গিয়েছেন।

এই পরিসংখ্যান তুলে ধরার পাশাপাশি দলত্যাগ নিয়মনীতি কঠোর করার দাবি জানিয়েছে এডিআর। তার জন্য সংবিধানের দশম তপশিলে সংশোধনী আনার কথাও বলেছে তারা।

- ২০২২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে সাংসদ, বিধায়ক মিলিয়ে অন্তত ১১১ জন জনপ্রতিনিধি ভোটে জেতার পর দল বদলেছেন
- ২৯ জন অর্থাৎ ২৬ শতাংশ দলবদলুকে শামিল করিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি
- সারা দেশে দলবদলের ঘটনায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (২০)

চারিদিকে জল আর জল... নিরাপদ স্থানে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে চলেছেন গ্রামবাসী। রবিবার প্রয়াগরাজে।

অসমে রাঙ্কাদের আটক, দীপকের চ্যালেঞ্জ হিমন্তকে

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিজেপিশাসিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আরশোলাদের বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। রবিবার গুয়াহাটিতে রিজিওনাল ভলান্টিয়ার্স মিটিংয়ের ঠিক আগে আশুতোষ রাঙ্কা সহ ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ৩০ জনেরও বেশি নেতাকর্মীকে আটক করে অসম পুলিশ। এই ঘটনায় অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকারকে কড়া সুরে নিশানা করেছেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি সমাজমাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখেছেন, 'আশুকে যদি ছাড়া না হয় তাহলে আমি অন্য সিজেপি সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অসমে যাব। হিমন্ত আমাদেরও গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

আশুতোষ রাঙ্কার অভিযোগ, রবিবার সকাল থেকেই পুলিশ তাঁদের বৈঠকে বাধা দিচ্ছিল। তিনি বলেন, 'সকাল থেকেই পুলিশ গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে আমাদের সঙ্গে। একজনের বাড়িতে একটি শান্তিপূর্ণ বৈঠক হচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ বারবার আমাদের টিমের সদস্যদের আটক করছিল। এখন আমাদের সকলকেই আটক করা হয়েছে।' অসম সরকার রাজ্যের স্কুলগুলির হাল এবং অন্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে তাঁদের বাধা দিয়েছে বলেও অভিযোগ রাঙ্কার। অবশ্য এর আগেও রাজস্থানে সরকারি স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে বাধার মুখোমুখি হয়েছিল আরশোলারা। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কুর্সিচ্যুত করার পর এবার অভিজিৎ দীপকেরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সরব হয়েছে। ২ অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামার হুমকিও দিয়েছে তারা।

এদিন অসমের ঘটনার পর হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার তাঁদের ভয় পেয়েছে বলেও আক্রমণ করেছেন রাঙ্কা। তিনি বলেন, 'আমরা অসমের অবস্থা তুলে ধরতে চাইছি বলেই হিমন্ত বিশ্বশর্মা ভয় পাচ্ছেন। আমরা রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির হাল তুলে ধরতে চাই। কাজিরাঙার অবস্থা, ম্যানমেড বন্যার বিষয়টি তুলে ধরতে চাই।

> আশুকে যদি ছাড়া না হয় তাহলে আমি অন্য সিজেপি সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অসমে যাব। হিমন্ত আমাদেরও গ্রেপ্তার করতে পারেন।
>
> অভিজিৎ দীপকে

সেইজন্যই আমাদের আটক করা হয়েছে। কিন্তু উনি ভুলে গিয়েছেন এই মাটির ভূমিপুত্রদের ভয় দেখানো অত সহজ নয়।'

এদিকে সিইসির বিরুদ্ধে সিজেপি ২ অক্টোবর থেকে যে যন্তরমন্তর ২.০ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তবে এবার তিনি সশরীরে আন্দোলনে শামিল হতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত যোগী রাজ্য, মৃত ৫৬

লখনউ, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টি এবং বিধ্বংসী ঝড়ে কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরপ্রদেশ। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত টানা তিনদিনের দুর্যোগে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৪৬ জন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে সীতাপুর জেলায় (৭ জনের মৃত্যু হয়েছে)। এছাড়া বাহরাইচ, বলরামপুর ও লখিমপুর খেরিতে ৫ জন করে এবং অযোধ্যা ও গোরক্ষপুরে ৪ জন করে মারা গিয়েছেন। অন্যান্য জেলাতেও প্রাণহানী ঘটেছে। বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অবিলম্বে নিহতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৯ গুণ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা রেকর্ড। এর মধ্যে ফারুকাবাদে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০০ গুণ এবং কানপুরে ১৬০ গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির দাপটে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অন্তত ১,০২১টি কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং ১০৭টি গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটেছে। প্রবল বৃষ্টিতে ঘাগরা ও রাপ্তি নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি ও হড়পা বানের আশঙ্কায় রাজ্যের সাতটি জেলায় লাল সতর্কতা (রেড অ্যালার্ট) জারি করে সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। জলমগ্ন ও বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

নেপালে তুষারধসে নিখোঁজ ১৪

কাঠমান্ডু, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিধ্বংসী হড়পার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে নেপাল। রবিবার সকালে তিব্বত সীমান্তের কাছে নেপালের মানাং জেলার নার-ফু-তে অবস্থিত একটি বেসক্যাম্পে ভয়াবহ তুষারধস নামে। এই ঘটনায় অন্তত ১৪ জন নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন পর্বতারোহণকারী সংস্থার সদস্যরা রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এক্সপেডিশন অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন নেপাল-এর সাধারণ সম্পাদক ঋষি ভাণ্ডারী এবং অপর এক পর্বতারোহী মিংমা গ্যালজে শেরপা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মিংমা জানান, নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর দলের দু-জন সদস্য রয়েছেন। ৪,৯০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই বেসক্যাম্পটি পর্বতারোহীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। গত সপ্তাহেই খারাপ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করে বেশিরভাগ দলকেই নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কিছু পর্বতারোহী সেখানে থেকে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে।

নেপালের পাহাড়ি এলাকায় কয়েকদিন ধরে একটানা ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টি চলছে। পর্যটন দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল রামকৃষ্ণ লামিছানে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং নিখোঁজদের উদ্ধারে জোরকদমে চেষ্টা চলছে। তবে ওই দুর্গম এলাকায় হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে প্রশাসনের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হওয়ায় উদ্ধার অভিযান আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রাখছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ছবি : জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনমেন্ট।

একসুরে মোদি, জয়শংকর

সন্ত্রাস দমনে 'জিরো টলারেন্স'

নয়াদিল্লি ও নিউ ইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর : সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা ফের মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ২০১৬ সালের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর ১০ বছর পূর্তির কথা স্মরণ করেন। একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে দাঁড়িয়ে নাম না করে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও।

২০১৬ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেইসময় সন্ত্রাসবাদের জবাব দেওয়ার জন্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ভারত তার সংকল্প প্রদর্শন করেছিল। আজ ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। আমরা সেই নীতির সুফল দেখতে পাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছিল। সেইসব হামলার বিরুদ্ধে এই অভিযান ছিল আমাদের চূড়ান্ত জবাব।' এ প্রসঙ্গে বিগত কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে মোদি বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন ভারতে পরপর বিস্ফোরণ একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সেইসময় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাতেও সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সরব হয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। নাম না করে পাকিস্তানকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের মদতদাতাদের নিজেদের আচরণের পরিবর্তন করতে হবে।' পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সমালোচনা করে জয়শংকরের দাবি, যারা সন্ত্রাসবাদে যুক্ত তারা বক্তৃতার সময়ে তথ্য বিকৃত করে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আমরা আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবই। সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি থেকে সরে আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' এদিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদি নাগরিকদের জনগণনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভালোবাসি

রাহুলের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরের কলহ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে তেড়েফুঁড়ে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস ইতিমধ্যে ভোট চুরি ইস্যুতে গর্জন শুরু করে দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে সামনে রেখে বিরোধীরা আদতে বিজেপিবিরোধী সুরকেই সপ্তমে তুলতে মরিয়া। বুধবার ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠকও রয়েছে। বিজেপি অবশ্য কমিশনের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধীদেরই নিশানা করেছে। কিন্তু তাতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট পিছু হটতে নারাজ। এই অবস্থায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি রবিবার যে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যটি করেছেন তাতে দেশজুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে আমি ভালোবাসি। এটা শেখায় অস্থিরতাও আসলে একপ্রকারের শান্ত অবস্থা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রাহুলের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতৃত্ব যেভাবে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে তার জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখে রাহুল লাগাতার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা-কে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি বারবার দাবি করেছেন, যাঁরা ভোট চুরি করছেন তাঁরা আসলে দেশদ্রোহী। একদিন না একদিন সকলেই ধরা পড়বেন। এসআইআর বিতর্কে তিনি এতদিন ধরে যা বলে আসছিলেন এবার সেটাই প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতা-নেত্রী বলছেন এবং বিজেপি ও মোদি সরকারকে নিশানা করছেন। ফলে আগামী দিনে দেশের রাজনীতিতে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা।

এই পরিস্থিতিতে রাহুলের বিরুদ্ধে এদিন কড়া আক্রমণ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কটাক্ষ, 'কোনও ভোট চুরি হয়নি। বরং রাহুল গান্ধির মনটাই চুরি হয়ে গিয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, যাতে একটি কমিটি গড়া হয়। তারা রাহুল গান্ধির মনটা ফিরিয়ে আনবেন। তখন উনি আবার দেশের স্বার্থে কথা বলতে পারবেন। উনি যেন সঠিক কথা বলেন, সত্যি কথাটা বলেন।' এদিকে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করা যায় কি না তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

সুখবর প্রিপেড গ্রাহকদের জন্য

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এবার থেকে ২৮ দিনের বদলে ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যান আনতে চলেছে টেলিকম সংস্থাগুলি। এর ফলে বছরে ১৩টির বদলে ১২টি রিচার্জ করলেই চলবে। পাশাপাশি, যাঁদের ইন্টারনেট ডেটার দরকার নেই, তাঁদের জন্য শুধুমাত্র ভয়েস কল এবং এসএমএস-এর সুবিধাযুক্ত প্ল্যানও থাকবে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা এক্সে লেখেন, 'ভারতের প্রিপেড মোবাইল গ্রাহকদের জন্য সুখবর। অনেকেই রিচার্জ প্ল্যানের মেয়াদ নিয়ে আমার কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ১১ মার্চ সংসদে আমি বিষয়টি তুলেছিলাম। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার এবং ট্রাই-কে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ভুঁইফোঁড় দলের বিরুদ্ধে এফআইআর

আহমেদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর : ৫৬০ কোটি টাকার করফাঁকির অভিযোগে একাধিক নথিভুক্ত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু করল গুজরাট পুলিশ। ওই দলগুলি সবমিলিয়ে মোট ১৮৭০ কোটি টাকার ভুয়ো অনুদান গ্রহণ করে জালিয়াতি করেছে বলে আয়কর দপ্তর অভিযোগ করেছিল। সেই অনুদানের আড়ালে চলছিল কালোটাকার কারবার। আয়কর দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে গুজরাট পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দলগুলি হল- ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল (বিএনজেডি), স্বতন্ত্রতা অভিব্যক্তি পার্টি (এসএপি) এবং গরিব কল্যাণ পার্টি (জিকেপি)। দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নামেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় জালিয়াতি করেছে বিএনজেডি। ৫৬,২৩৮ জনের কাছ থেকে তারা ১,১৪৩.৮৫ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। ফলে কর ক্ষতি হয়েছে ৩৪৩ কোটি টাকা। অপরদিকে স্বতন্ত্রতা অভিব্যক্তি পার্টি ৫১৯ কোটি টাকা অনুদান নিয়ে ১৫৫ কোটি টাকার কর ক্ষতি করেছে। গরিব কল্যাণ পার্টি ২০৬.৭৬ কোটি টাকা অনুদান নিয়ে ৬২ কোটি টাকার কর ক্ষতি করেছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে গুজরাটের বিভিন্ন নির্বাচনে এই দলগুলি প্রার্থী দিয়েছে। এমনকি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিল দলগুলি। কিন্তু কোনও নির্বাচনেই তাদের প্রার্থীরা জামানত বাঁচাতে পারেননি।

ধর্ষণ-আত্মহত্যার গুজবে উত্তাল ক্যাম্পাস

জলন্ধর, ২৭ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণের জেরে এক ছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পঞ্জাবের ফাগওয়ারাতে অবস্থিত লাভলি প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয় (এলপিইউ)। শনিবার গভীর রাতে শুরু হওয়া এই ছাত্র বিক্ষোভ রবিবার দুপুর পর্যন্ত চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া খবরের ভিত্তিতে হাজার হাজার পড়ুয়া পথে নামেন। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্যাম্পাসের ভিতরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়ে দেন। এমনকি ক্যাম্পাসের ভেতরে থাকা একটি মিগ-২৩ যুদ্ধবিমানের রেপ্লিকায় উঠে পড়েন এক পড়ুয়া। কাছেই দাঁড় করিয়ে রাখা একটি ট্যাংকের ওপরও চড়তে দেখা যায় বেশ কয়েকজনকে। বিক্ষোভের কারণে জলন্ধর-ফাগওয়ারা জাতীয় সড়ক দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ছিল।

শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস হস্টেলের সামনে প্রায় দু-হাজার পড়ুয়া জড়ো হন। তাঁদের অভিযোগ, তিন দিন আগে ৩ নম্বর গার্লস হস্টেলে এক ছাত্রীকে ক্যাম্পাসেই কাজ করা এক কর্মী ধর্ষণ করে। পড়ুয়াদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ওই

ছাত্রীকে তড়িঘড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এরপরেই ছাত্রীটি আত্মঘাতী হন। এই ঘটনার পর একটি আত্মহত্যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। রাত দু-টো নাগাদ প্রচুর পড়ুয়া জলন্ধর-ফাগওয়ারা হাইওয়ে অবরোধ করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজিত ছাত্ররা ক্যাম্পাসের জানলার কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন, ফুলের টব ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং ইট ছুড়তে থাকেন।

তবে পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দু-তরফ থেকেই ধর্ষণের অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাপুরথলার সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) গৌরব তুরা বলেন 'আমাদের কাছে কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি।' তিনি আরও জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় আত্মহত্যার ভিডিওটি ১১ অগাস্টের একটি ভিডিও। দিন চারেক আগে কৃষিবিভাগের কাছে এক ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে পুলিশ স্বীকার করলেও তার সঙ্গে এই ধর্ষণের গুজবের কোনও যোগসূত্র নেই বলেই তারা স্পষ্ট করেছে। জলন্ধর রেঞ্জের ডিআইজি নবীন সিংঘলা জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের বয়ানের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে।

এলপিইউ-এর রেজিস্ট্রার মণিকা গুলাটি বলেছেন, 'বর্তমানে যে গুজবগুলি ছড়ানো হচ্ছে, তার মধ্যে কোনও সত্যতা নেই। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করার জন্য সমাজবিরোধীদের একটি পরিকল্পিত চেষ্টা।' তিনি সব স্তরের মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এই ঘটনার ঠিক এক দিন আগেই পাটিয়ালার কাছে অবস্থিত চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

আমেরিকার আরও বড় ক্ষতি হবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

তেহরান, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার পর ইরানের ওপর মার্কিন হামলার আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে চরম হুঁশিয়ারি দিল তেহরান। ইরানের সেনা মুখপাত্র মহম্মদ আকরামিনিয়া জানিয়েছেন, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। এবার আমেরিকার আরও বড় ক্ষতি করতে সেনাবাহিনী পিছপা হবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও হামলার জবাব দেওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরি। আমেরিকা যদি ইরানের ওপর ফের হামলা চালায়, তবে তাদের আরও বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে।'

সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার বিষয়ে একটি শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান। কিন্তু ট্রাম্প সেই প্রস্তাব খারিজ করে জানিয়েছিলেন, ইরান খারাপ অবস্থায় থাকায় তড়িঘড়ি চুক্তি করতে চাইছে। যদিও ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাচি জানিয়েছেন, মধ্যস্থতাকারী কাতার ও পাকিস্তানের মাধ্যমে আমেরিকার চূড়ান্ত উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই এই অচলাবস্থা কাটানো সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। আরাগাচি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিছু ভালো কথা বলার পাশাপাশি একাধিক পরস্পরবিরোধী মন্তব্যও করেছেন, যা দুর্ভাগ্যবশত আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই শুনে থাকি।' তবে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান স্পষ্ট জানিয়েছেন, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা না ওঠা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী দিয়ে অবাধ যাতায়াত মেনে নেবে না তেহরান।

এদিকে, ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হন ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সেই ভয়াবহ হামলায় তাঁর ছেলে মোজতবা খামেনেইও গুরুতর আহত হন। জানা গিয়েছে, মোজতবাকে চিকিৎসার জন্য তেহরানের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, সেখানেও পর পর বোমাবর্ষণ

করেছিল আমেরিকা ও ইজরায়েল। ইরানের 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস'-এর সদস্য মহসেন হেইদারি বলেন, 'আহত মোজতবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেও তেহরানের তিনটি হাসপাতালে বোমা ফেলা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হাসপাতালে মোজতবা ভর্তি ছিলেন। হাসপাতালটির ধ্বংসস্তূপ থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।'

মোজতবাকে 'ছায়াসঙ্গী' বলে উল্লেখ করে হেইদারি আরও বলেন, 'মোজতবা বর্তমানে সুস্থ এবং নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। দেশ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় যোগ্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতা তাঁর রয়েছে।'

জৈব রসায়নের ধারণা

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর(SAQ) / দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর(LAQ) :

প্রশ্নমান - ২/৩

■ **জৈব যৌগে কার্বনের যোজ্যতা সর্বদাই চার- ব্যাখ্যা করো।**

উ : কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা 6, কার্বন পরমাণুর ইলেক্ট্রন বিন্যাস [2,4]। কার্বন পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষের চারটি ইলেক্ট্রনের সঙ্গে অপর চারটি পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষের একটি করে ইলেক্ট্রন যুক্ত হয়ে চারটি ইলেক্ট্রন জোড় গঠিত হয়। এর ফলে কার্বনের সর্ববহিস্থ কক্ষের অষ্টক পূর্তি ঘটে, অর্থাৎ স্থায়ী ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভের চেষ্টায় সমযোজী যৌগ গঠনে কার্বনের যোজ্যতা সর্বদাই চার হয় এবং একটি কার্বন পরমাণু সর্বাধিক চারটি সমযোজী বন্ধন গঠন করে।

■ **জৈব যৌগের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো।**

উ : (i) জৈব যৌগে কার্বন থাকবেই। কার্বন ছাড়াও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, হ্যালোজেন মৌলগুলো উপাদান হিসেবে জৈব যৌগে উপস্থিত থাকে।

(ii) জৈব যৌগ মাত্রই সমযোজী যৌগ।

(iii) জৈব যৌগগুলি সমযোজী হওয়ায় এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথেষ্ট কম হয়। অনেক জৈবযৌগ উদ্বায়ী প্রকৃতির হয়।

■ **জৈব যৌগের দ্রবণ সাধারণত তড়িৎ পরিবহণ করে না কেন?**

উ : জৈব যৌগগুলি সমযোজী বন্ধন দ্বারা গঠিত হওয়ায় সাধারণত এরা দ্রবণে আয়নিত হয় না অর্থাৎ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে বিয়োজিত হয় না। তাই এদের দ্রবণ সাধারণত তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না।

■ **কার্বন পরমাণুর ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে কী বোঝো?**

উ : বহুসংখ্যক কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী এক বন্ধন, দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন গঠনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে সুস্থিত শৃঙ্খল বা বলয় গঠন করতে পারে। কার্বন পরমাণুসমূহের নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল গঠনের এই বিশেষ ধর্মকে ক্যাটিনেশন ধর্ম বলে।

■ **সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?**

উ : যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী এক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।

যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগের অণুতে কমপক্ষে দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে সমযোজী দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।

■ **সমাবয়বতা ও সমাবয়ব বলতে কী বোঝো?**

উ : একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট কিন্তু পৃথক আণবিক গঠন ও ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক যৌগ গঠনের ঘটনাকে সমাবয়বতা বলে এবং একই আণবিক সংকেত কিন্তু পৃথক আণবিক গঠন ও ধর্ম বিশিষ্ট যৌগগুলিকে পরস্পরের সমাবয়ব বলে।

উদাহরণ- ইথাইল অ্যালকোহল ও ডাই মিথাইল ইথার, এই দুটি যৌগের আণবিক সংকেত একই কিন্তু এই যৌগ দুটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এবং আণবিক গঠন পৃথক। এরা পরস্পর সমাবয়ব।

■ **সমগণীয় শ্রেণির তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো।**

উ : সমগণীয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

1. একই সমগণীয় শ্রেণির সব সদস্য একই উপাদান মৌল দ্বারা গঠিত।

2. একই সাধারণ সংকেতের সাহায্যে একটি সমগণীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে প্রকাশ করা যায়।

3. একই সমগণীয় শ্রেণির

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

যৌগগুলির কার্যকরী মূলক একই হওয়ার জন্য যৌগগুলির মূল রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই হয়।

■ **উদাহরণ সহ কার্যকরী গ্রুপের সংজ্ঞা দাও।**

উ : যেসব সক্রিয় পরমাণু জোট বা মূলক জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে যৌগগুলির প্রকৃতি বা ধর্ম নির্ধারণ করে তাদের কার্যকরী গ্রুপ বলে।

উদাহরণ : –OH (হাইড্রক্সিল গ্রুপ), –COOH (কার্বক্সিল গ্রুপ) ইত্যাদি।

■ **কয়লাখনিতে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে কেন?**

উ : কয়লাখনির গ্যাসে মিথেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। আগুনের উপস্থিতিতে মিথেন, অক্সিজেনের সঙ্গে বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। এই কারণে কয়লাখনিতে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে।

■ **যুত বিক্রিয়া বলতে কী বোঝো?**

উ : যে বিক্রিয়ায় কোনও অসম্পৃক্ত যৌগের অণুর সঙ্গে অপর কোনও মৌল বা যৌগের অণু সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয় এবং অণুগুলির কোনও অংশই পৃথক হয় না তাকে যুত বিক্রিয়া বলে।

■ **পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া কী?**

উ : যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে বহু সংখ্যক একই বা ভিন্ন প্রকারের সরল অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে পৃথক ধর্মবিশিষ্ট অতিকায় অণু গঠন করে সেই বিক্রিয়াকে পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া বলে। যেমন- বহু সংখ্যক ইথিলিন অণু যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু পলিইথিলিন বা পলিথিন গঠন করে।

■ **প্রাকৃতিক পলিমার ও সংশ্লেষিত পলিমার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উ : প্রাকৃতিক উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে যে পলিমারগুলি পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন- প্রাকৃতিক রাবার, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

রসায়নগারে কৃত্রিমভাবে যে পলিমার তৈরি করা হয় তাদের সংশ্লেষিত পলিমার বলে। যেমন - নাইলন, পলিথিন, টেফলন, PVC ইত্যাদি।

■ **জৈবভঙ্গুর পলিমার বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও।**

উ : যেসব পলিমার প্রাকৃতিক পরিবেশে উপস্থিত বিয়োজকের (ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া) এনজাইমঘটিত বিক্রিয়ার ফলে বিশ্লিষ্ট হয় ও মাটিতে মিশে যায় তাদের জৈবভঙ্গুর বা বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার বলে।

সমস্ত প্রাকৃতিক পলিমার (যেমন - সেলুলোজ, শর্করা, প্রোটিন, স্টার্চ, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি) জৈবভঙ্গুর।

■ **ইথাইল অ্যালকোহল থেকে কীভাবে ডাই ইথাইল ইথার প্রস্তুত করবে?**

উ : অতিরিক্ত ইথানলের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে 140^0C উষ্ণতায় উওপ্ত করলে দুই অণু ইথাইল অ্যালকোহল থেকে এক অণু জল অপসারিত হয়ে ডাই ইথাইল ইথার উৎপন্ন হয়।

■ **মিথাইল অ্যালকোহলের বিষক্রিয়ার প্রভাব আলোচনা করো।**

উ : অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ মিথাইল অ্যালকোহল সেবন খুবই বিপজ্জনক কারণ মিথাইল অ্যালকোহল অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। এটি লিভারে জারিত হয়ে ফর্মালডিহাইডে পরিণত হয় যা কোষ গঠনকারী উপাদানসমূহের সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করে প্রোটোপ্লাজমকে তঞ্চিত করে। তাছাড়া মিথাইল অ্যালকোহল অপটিক নার্ভকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্ধত্ব ঘটায়। দেহে বেশি মাত্রায় মিথাইল অ্যালকোহল প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

■ **অ্যালকেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা কম কেন?**

উ : অ্যালকেন যৌগে কার্বন পরমাণুর চারটি যোজ্যতা পৃথক পৃথকভাবে চারটি সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত। অ্যালকেন অণুতে কোনও নিঃসঙ্গ ইলেক্ট্রন-জোড় উপস্থিত থাকে না। এছাড়া C–C বন্ধন সম্পূর্ণ অধ্রুবীয় এবং C–H বন্ধন প্রায় অধ্রুবীয়। তাই অ্যালকেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা কম।

■ **ইথিলনের ব্যবহার উল্লেখ করো।**

উ : কাঁচা ফল পাকাতে, ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে, পলিথিন নামক পলিমার প্রস্তুতিতে, বিভিন্ন দ্রাবক যেমন গ্লাইকল প্রস্তুতিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাস্টার্ড গ্যাস প্রস্তুতিতে ইথিলিন ব্যবহৃত হয়।

■ **বায়োপল কী? এটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?**

উ : কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত পরিবেশবান্ধব, জৈব ভঙ্গুর পলিমারগুলিকে বায়োপল বলে। যেমন - পলিহাইড্রক্সি বিউটারেট।

ওষুধের ক্যাপসুল প্রস্তুতিতে, ক্ষতস্থান সেলাই করার সুতো হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

■ **মিথেনের দুটি করে শিল্প উৎস ও ব্যবহার লেখো।**

উ : মিথেনের শিল্প উৎস –

(i) পেট্রোলিয়াম খনি থেকে নির্গত প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেনের প্রধান উৎস।

(ii) কোলগ্যাসে আয়তন হিসেবে প্রায় 40 শতাংশ মিথেন থাকে।

মিথেনের ব্যবহার –

(i) মিথেনের দহনে প্রচুর পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়। তাই মিথেন গ্যাস প্রধানত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) 1000^0C উষ্ণতায় মিথেনের অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন ব্ল্যাক পাওয়া যায়। এই কার্বন ব্ল্যাক ছাপার কালি, জুতোর কালি, টাইপ মেশিনের ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

■ **লিন্ডলার অনুঘটক কী? এর ব্যবহার লেখো।**

উ : কুইনোলিনের উপস্থিতিতে লেড অ্যাসিটেটযুক্ত (অনুঘটক বিষ) ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ওপর বিস্তৃত সূক্ষ্ম প্যালাডিয়াম চূর্ণকে লিন্ডলার অনুঘটক বলে।

লিন্ডলার অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন এক অণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ইথিলিনে রূপান্তরিত হয়।

উপরে দেওয়া প্রশ্নোত্তরগুলি ছাড়াও এই অধ্যায় থেকে বিভিন্ন বিক্রিয়ার শমিত রাসায়নিক সমীকরণ, বিভিন্ন জৈব যৌগের IUPAC নামকরণ ও গঠন সংকেত খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং সেগুলো খাতায় লিখে লিখে বারংবার প্র্যাকটিস করতে হবে।

পরিবেশ, সম্পদ ও সংরক্ষণ

স্নিগ্ধা রায়, *শিক্ষক*
বালুরঘাট জেএলপি বিদ্যাচক্র দক্ষিণ দিনাজপুর

১. পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : জীবজগৎকে ঘিরে থাকা জীবজ ও অজীব সমস্ত উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর : প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এবং মানুষের জীবনধারণ ও বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন- জল, বায়ু, মাটি, বন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

৩. পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ কী?

উত্তর : যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পুনরায় সৃষ্টি বা পুনর্নবীকরণ করা যায়, তাদের পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ বলে।

যেমন- সূর্যালোক, বায়ু, জল, বনসম্পদ ইত্যাদি।

৪. অনবীকরণযোগ্য সম্পদ কী?

উত্তর : যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহার করার পর অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় সৃষ্টি করা যায় না, তাদের অনবীকরণযোগ্য সম্পদ বলে।

যেমন- কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিভিন্ন খনিজ সম্পদ।

৫. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির জীব, তাদের জিনগত বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যকে একত্রে জীববৈচিত্র্য বলে।

৬. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন?

উত্তর : পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, খাদ্য ও ঔষধের উৎস সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জীবসম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৭. ইন-সিটু সংরক্ষণ কী?

উত্তর : জীবের নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানে তাদের সংরক্ষণ করাকে ইন-সিটু সংরক্ষণ বলে। যেমন- জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও জীবমণ্ডল সংরক্ষণ এলাকা।

৮. এক্স-সিটু সংরক্ষণ কী?

উত্তর : জীবের স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে কৃত্রিম বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের সংরক্ষণ করাকে এক্স-সিটু সংরক্ষণ বলে।

যেমন- চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদ উদ্যান, বীজ ব্যাংক ইত্যাদি।

৯. জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো।

উত্তর : জাতীয় উদ্যানে উদ্ভিদ ও প্রাণী সহ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে তুলনামূলকভাবে কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অভয়ারণ্যে প্রধানত নির্দিষ্ট বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১০. রেড ডেটা বুক কী?

উত্তর : বিপন্ন, সংকটাপন্ন ও বিরল প্রজাতির জীবের তালিকা এবং তাদের সংরক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্য যে নথিতে সংরক্ষিত থাকে, তাকে রেড ডেটা বুক বলে।

১১. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল রক্ষা করা, অবৈধ শিকার ও বন্যপ্রাণীর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

নিশ্চিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

১২. বন সংরক্ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : বন মাটিক্ষয় রোধ করে, বৃষ্টিপাত ও জলচক্রে ভূমিকা রাখে, বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অসংখ্য জীবের আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে যে উন্নয়ন করা হয় তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

১৪. 3R নীতি কী?

উত্তর : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Reduce, Reuse এবং Recycle- এই তিনটি নীতিকে একত্রে 3R নীতি বলা হয়। অর্থাৎ বর্জ্যের পরিমাণ কমানো, পুনর্ব্যবহার করা এবং পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে নতুনভাবে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা।

১৫. পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী?

উত্তর : জল ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ, বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জীবনবিজ্ঞানের নমুনা প্রশ্নাবলি

সুপ্রিয়কুমার দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
অন্দরান ফুলবাড়ি হরির ধাম হাইস্কুল, কোচবিহার

নবম শ্রেণি

সঠিক বিকল্পটি লেখ

১) কোন বিজ্ঞানী বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন–

ক) ওডাম খ) ল্যামার্ক গ) হার্বার্ট ঘ) ট্যান্সলি

উত্তর : ট্যান্সলি

২) জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে-

ক) জন্মহার খ) মৃত্যুহার গ) পরিযান ঘ) সবক'টি

উত্তর : ঘ) সবক'টি

৩) একটি ধনাত্মক-ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া হল-

ক) পরজীবিতা খ) স্বভোজিতা গ) মিথোজীবিতা ঘ) শিকারজীবিতা

উত্তর : গ) মিথোজীবিতা

৪) বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের উদাহরণ-

ক) ডায়াটম খ) প্রবাল গ) সাগরকুসুম ঘ) সমুদ্র লিলি

উত্তর : ক) ডায়াটম

৫) বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য পিরামিডের ভূমিতে থাকে-

ক) খাদক খ) গৌণ খাদক গ) উৎপাদক ঘ) বিয়োজক

উত্তর : গ) উৎপাদক

৬) খাদ্যশৃঙ্খলে ছাগল হল-

ক) প্রাথমিক খাদক খ) গৌণ খাদক গ) প্রগৌণ খাদক ঘ) বিয়োজক

উত্তর : ক) প্রাথমিক খাদক

৭) অরণ্য ধ্বংস-

ক) জীববৈচিত্র্য হ্রাস করে খ) ভূমিক্ষয় ঘটায় গ) বায়ু দূষণ ঘটায় ঘ) সবগুলি উত্তর : ঘ) সবগুলি

৮) কোন শৈবাল প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়-

ক) ভলভক্স খ) কারা গ) ক্লোরেলা ঘ) স্পাইরোগাইরা

উত্তর : ক্লোরেলা

৯) বর্তমানে পৃথিবীতে বিকল্প খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

ক) পনির খ) মাংস গ) মিলেট ঘ) এককোষীয় প্রোটিন

উত্তর : ঘ) এককোষীয় প্রোটিন

১০) CNG-এর প্রধান উপাদান হল-

ক) মিথেন খ) বিউটেন গ) ইথেন ঘ) প্রোপেন

উত্তর : ক) মিথেন

দু'-একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১) ইকোলজির কার্যকরী এককের নাম লেখ।

উত্তর : ইকোসিস্টেম।

১২) দুটি জেরোফাইট উদ্ভিদের নাম লেখ।

উত্তর : ফণিমনসা, ঘৃতকুমারী।

১৩) খাদ্যশৃঙ্খলের সাংগঠনিক একক কী?

উত্তর : পুষ্টি স্তর বা ট্রফিক লেভেল।

১৪) ১০% সূত্রটির প্রবর্তক কে?

উত্তর : বিজ্ঞানী লিন্ডেম্যান।

১৫) দুটি পুনঃস্থাপনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লেখো।

উত্তর : অরণ্য, মৎস্য সম্পদ।

সত্য (সঠিক) বা মিথ্যা (ভুল) নির্বাচন করো :

১৬) শ্বাসমূল হেলিওফাইট উদ্ভিদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য।

উত্তর : ভুল

১৭) বাঘ ও সিংহ গৌণ খাদক

উত্তর : সঠিক

১৮) বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত অনেকগুলি খাদ্যশৃঙ্খলকে খাদ্য পিরামিড বলে।

উত্তর : ভুল

১৯) বন ধ্বংস হলে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উত্তর : সঠিক

২০) প্রাকৃতিক গ্যাস এক প্রকার পুনঃস্থাপন অযোগ্য শক্তি।

উত্তর : সঠিক

শূন্যস্থান পূরণ করো :

২১) কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর মোট পরিমাণকে বলা হয়_________।

উত্তর : জীবভর

২২) _________ পপুলেশনের বৃদ্ধি ঘটায়।

উত্তর : জন্মহার

২৩) খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি পুষ্টি স্তরে শক্তির _________ শতাংশ হ্রাস ঘটে।

উত্তর : ৯০ শতাংশ

২৪) _________মার্চ বিশ্ব জল দিবস রূপে পালিত হয়।

উত্তর : ২২ মার্চ

২৫) ভারতে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়_________ থেকে।

উত্তর : কয়লা

জনপদ থেকে মহাজনপদে উত্তরণ

একাদশ শ্রেণির প্রথম সিমেস্টার ও স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে আলোচনা করা হল- ভারতের ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জনপদ থেকে মহাজনপদে উত্তরণ

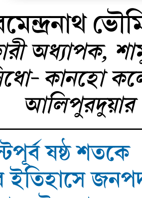

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো- কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের ইতিহাসে জনপদ থেকে মহাজনপদে উত্তরণ :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ছোট ছোট জনপদ ধীরে ধীরে বৃহৎ ও শক্তিশালী মহাজনপদে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন ছিল দীর্ঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিকাশের ফল। 'জন' ও 'পদ' শব্দ দুটি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জনপদ। ঋগবেদে 'জন' শব্দটি কৌমসমাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরু, যদু, তুর্বস, অনু ও দ্যুহ্য পাঁচটি উপজাতিকে একসঙ্গে পঞ্চজনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জনপদ বলতে মূলত কোনও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসতি ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডকে বোঝানো হত। বৈদিক যুগের শেষদিকে বিভিন্ন উপজাতি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে কৃষিকাজ শুরু করলে জনপদের বিকাশ ঘটে। কিন্তু লৌহ প্রযুক্তির প্রসার, কৃষির উন্নতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে কয়েকটি জনপদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাকব্যে ২৭টি প্রাচীন জনপদের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে ২৫টি প্রাচীন জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে ১৫টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণেও অসংখ্য জনপদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। সেই সময় যে সমস্ত জনপদের নাম পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো হল- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কোশল, চোল, পাণ্ড্য, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, কেরল, কুরু, কিরাত, অবন্তি, উৎকল, ত্রিগর্ত, মগধ, দাক্ষিণাত্য, পুলিন্দ, মদ্রক, গর্গ, কারুশ, গান্ধারী, কালকূট, অস্মক, কম্বোজ, উরস, দরদ, শূরসেন, নীহার প্রভৃতি। এরূপ অসংখ্য জনপদগুলি সর্বদা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থাকত। এই জনপদগুলিই কালক্রমে মহাজনপদে পরিণত হয়েছিল।

লৌহ প্রযুক্তির প্রসার জনপদ থেকে মহাজনপদে উত্তরণের অন্যতম প্রধান কারণ। লোহার লাঙল ও কৃষি-সরঞ্জামের ব্যবহার গঙ্গা উপত্যকার ঘন অরণ্য পরিষ্কার করে নতুন জমি চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের রাজস্বও বাড়ে। কৃষি উদ্বৃত্ত ও বাণিজ্যের বিকাশ রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রি হতে থাকে। স্থল ও নদীপথে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন নগরের উত্থান ঘটে। বারাণসী, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, চম্পা প্রভৃতি নগর বাণিজ্য ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়ে দ্বিতীয় নগরায়ণ শুরু হয়। নগরের বিকাশের সঙ্গে কারিগর, ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণির উত্থান ঘটে। পাঞ্চমার্কযুক্ত রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছোট ছোট জনপদ যুদ্ধ, বিজয়, সংযুক্তি ও কূটনীতির মাধ্যমে বৃহত্তর ভূখণ্ড দখল করতে থাকে। শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দুর্বল জনপদগুলিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে মহাজনপদে পরিণত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে মোট ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ছিল- অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৎস, অবন্তী, কুরু, পাঞ্চাল, গান্ধার, কম্বোজ, মৎস্য, শূরসেন, বৃজি, মল্ল, চেদি ও অশ্মক।

এই মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধ ক্রমশ সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উর্বর ভূমি, লৌহ আকরিকের সহজলভ্যতা, হাতির প্রাচুর্য, গঙ্গা-শোন নদীপথের সুবিধা এবং দক্ষ শাসকদের নেতৃত্ব মগধের উত্থানে সাহায্য করে। অতএব বলা যায় লৌহ প্রযুক্তি, কৃষির সম্প্রসারণ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন, বাণিজ্য ও নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সংযুক্তির ফলে ছোট জনপদগুলি বৃহৎ মহাজনপদে পরিণত হয়। ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাসে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর :

● 'জনপদ' বলতে কী বোঝায়?

ক) বাণিজ্যকেন্দ্র

খ) জনগোষ্ঠীর বসতি ও ভূখণ্ড

গ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

ঘ) সেনাছাউনি

উত্তর : খ) জনগোষ্ঠীর বসতি ও ভূখণ্ড

● ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ প্রধানত কোন সময়ে পাওয়া যায়?

ক) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক

খ) খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক

গ) খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

ঘ) খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক

উত্তর : ক) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক

● মহাজনপদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ১৬টি।

● রামায়ণে কয়টি জনপদের উল্লেখ আছে?

ক) ১৭টি

খ) ২৫টি

গ) ২৭টি

ঘ) ১৫টি

উঃ গ) ২৭টি

● ষোলো মহাজনপদের মধ্যে কোনটি পরবর্তীকালে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে?

উত্তর : মগধ।

● দ্বিতীয় নগরায়ণ প্রধানত কোন সময়ে শুরু হয়?

ক) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক

খ) খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক

গ) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক

ঘ) খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক

উত্তর: ক) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক।

● পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রা সাধারণত কী দিয়ে তৈরি হত?

উত্তর : রৌপ্য।

● নীচের কোনটি একটি মহাজনপদ ছিল?

ক) মগধ

খ) পাটলিপুত্র

গ) তক্ষশিলা

ঘ) নালন্দা

উত্তর : ক) মগধ।

● পাণিনির গ্রন্থের নাম কী?

ক) কুমারসম্ভবম

খ) কামশূত্র

গ) 'অষ্টাধ্যায়ী'

ঘ) মহাভাষ্য

উত্তর : গ) 'অষ্টাধ্যায়ী'

● মহাজনপদের মধ্যে কোন দুটি প্রজাতান্ত্রিক ছিল?

উঃ মল্ল ও বৃজি

সংশোধনী

গত সংখ্যায় মাধ্যমিক ইতিহাসের তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরের শেষের তিনটি স্তবক এক নম্বর প্রশ্নের শেষে যোগ হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

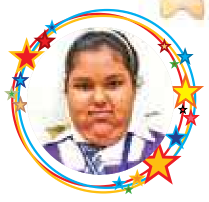

ছোট্ট তারা

ইসলামপুর শহরের হাসপাতালপাড়ার অঙ্কিতা বিশ্বাস ভালো আবৃত্তি করে। ইসলামপুর মিডল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্রী ভালো ছবিও আঁকে।

ফের অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ১১ দিনের মাথায় একই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে ফের অভিযান চালাল শিলিগুড়ি পুরনিগম। রবিবার পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির নেতাজি সুভাষ রোড বাই লেনে চারতলা বাড়ির অবৈধ নির্মাণ পুরোটাই ভেঙে ফেলা হয়। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশে এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর আদালতের নির্দেশে এই চারতলা বাড়িটির বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুরনিগম অভিযান চালিয়েছিল। বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা বেআইনি নির্মাণের একটা বড় অংশ ভেঙে ফেলেছিলেন। মামলাকারী প্রতিবেশী বাপি ঘোষের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশ পুরনিগম পুরোপুরি কার্যকর করেনি। তাই আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আদালত ওই নির্মাণ পুরোপুরি ভাঙার জন্য পুরনিগমকে ফের নির্দেশ দিয়েছে। সেইমতো রবিবার পুরনিগম ওই অবৈধ নির্মাণের পুরোটাই ভেঙে দিয়েছে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার গভীর রাতে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের তিলক সাধু মোড় সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চন্দন বর্মন নামে এক তরুণের। আহত হয়েছেন আরও দুই তরুণ। চন্দন ফকদইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, একটি স্কুটারে চন্দন সহ আরও দুই তরুণ ছিলেন। তিনজনের কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। তাঁরা আশিঘরের দিক থেকে আসছিলেন। তিলক সাধু মোড়ের কাছে এসে স্কুটারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দনের। এরপরই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। শিলিগুড়ি থানা এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুটারটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এখনও আহত দুই তরুণের চিকিৎসা চলছে।

চারা রোপণ

ইসলামপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর : 'সেবা সংকল্প অভিযান' উপলক্ষ্যে রবিবার ইসলামপুর শহরে ভারতীয় জনতা পার্টি ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে চারাগাছ রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জীবন মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। উদ্যোক্তারা জানান, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে তিন শতাধিক চারাগাছ রোপণ করা হবে।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : স্কুলে 'নমো সেবা' কর্মসূচি আয়োজন বাতিলের দাবি তুলল এবিটিএ। রবিবার কলেজপাড়ায় সংগঠনের দার্জিলিং জেলা শাখার কার্যালয় কনকনাথ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এই দাবি করেন এবিটিএ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস। সুজিত বলেন, 'পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই পরীক্ষা। এই সময় একের পর এক প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ স্কুলগুলোতে ড্রপআউট কেন বাড়ছে, তার উত্তর খোঁজায় নজর নেই।'

এবার কি নজরে মহাবীরস্থানের লেভেল ক্রসিং?

উদ্বেগ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এরপর কি মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধ হবে? শিবমন্দিরের পর ফুলেশ্বরীতে রেলগেট চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এমন প্রশ্ন উঠছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কায় মহাবীরস্থানের পাশাপাশি হকার্স কর্নার ও নিবেদিতা মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) বাইপাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। রেলের বাইপাস বা ডাবল লাইনের ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করেছে রেল। ওই কাজ শুরুর আগে লেভেল ক্রসিংগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অনেকেরই ধারণা। সেই ধারণা থেকেই মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধের সম্ভাবনাকে তেমনভাবে কেউই উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সরাসরি উত্তর না দিলেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলছেন, 'আন্ডারপাস ও আরওবি যেখানে আছে, সেখানে লেভেল ক্রসিং রাখার কোনও নিয়ম নেই। লেভেল ক্রসিংয়ের জন্য ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, যার জন্য ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বাড়তি সময় লাগে।'

শিলিগুড়ি কি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ছে? শনিবার কার্যত মাঝরাতে ফুলেশ্বরী লেভেল ক্রসিং রেল বন্ধ করে দেওয়ায়, রবিবার শহরের প্রায় সর্বত্রই এই প্রশ্ন নিয়ে চর্চা চলেছে। আলোচনায় উঠে এসেছে মহাবীরস্থান প্রসঙ্গ। মহাবীরস্থানের লেভেল ক্রসিং বন্ধ হয়ে গেলে শহর যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই শহরবাসীর। সেক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হবে শহরের দুই প্রান্তের মানুষকে। উড়ালপুলের উপর দিয়ে চলাচল ছাড়া আর অন্য কোনও পথ থাকবে না। দেশবন্ধুপাড়ার জয়দীপ সিনহা বলেন, 'হাসপাতাল, প্রধান ডাকঘর বা আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মহাবীরস্থান রেলগেট ব্যবহার করি। গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হবে।' লেকটাউনের একটি স্কুলে প্রতিদিন মেয়েকে পৌঁছে দিতে যান কলেজপাড়ার জীবন পান্ডে। তিনি বলেন, 'বাড়ির সামনে থেকে টোটোতে করে মহাবীরস্থানে পৌঁছে সেখান থেকে আবার টোটো ধরি। রেলগেটটি বন্ধ হলে উড়ালপুল দিয়ে চলাচল করতে হলে সময় এবং টাকা—দুটোই বাড়তি খরচ হবে। মনে রাখা উচিত, সকলের নিজস্ব গাড়ি নেই।'

মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধ হতে পারে বলে স্থানীয় এলাকার ব্যবসায়ীরাও কার্যত আশঙ্কিত। হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ী সায়ন পাল বলেন, 'মনে হচ্ছে শিলিগুড়ি জংশন থেকে এনজেপি পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ কিছুদিনের মধ্যে শুরু করবে রেল। সে কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ে রেলগেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তা সত্যি হলে ব্যবসায়িক দিক থেকে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের।' মহাবীরস্থানে রেডিমেড পোশাকের দোকান রয়েছে বিনোদ আগরওয়ালের। তিনি বলেন, 'গেট বন্ধ হলে সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া, হাকিমপাড়ার মতো এলাকাগুলির লোকজন আমাদের বাজারে আসবেন না, তাঁরা বিধান মার্কেটে, হিলকার্ট রোডে বাজার করবেন। অন্যদিকে বাবুপাড়া, দেশবন্ধুপাড়ার মতো এলাকাগুলির ক্রেতা হারাবে বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট।' হকার্স কর্নারের সুরজিৎ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ফুলেশ্বরীতে আন্ডারপাস থাকায় একটু কষ্ট করেও মানুষ হেঁটে চলাচল করতে পারবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয় উড়ালপুল দিয়ে। বিষয়টি রেলের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।'

বলা যায়, ফুলেশ্বরীর ঘটনা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মহাবীরস্থান সহ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের। কিছুটা হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় সাধারণ মানুষও।

মহাবীরস্থানে রেলগেট পেরিয়ে যাতায়াত। ছবি : সূত্রধর

- মহাবীরস্থানের লেভেল ক্রসিং বন্ধ হয়ে গেলে শহর যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই শহরবাসীর
- চরম সমস্যায় পড়তে হবে শহরের দুই প্রান্তের মানুষকে
- উড়ালপুলের উপর দিয়ে চলাচল ছাড়া আর অন্য কোনও পথ থাকবে না

রবিবার খুলল আড়ত, জারি চাপানউতোর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : রেগুলেটেড মার্কেটের আড়ত খোলাকে কেন্দ্র করে দুই শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে-বিপক্ষে চলছে প্রচার। তার মধ্যেই রবিবার খোলা হল বেশ কয়েকটি আড়ত। পূর্বনির্ধারিত সময় হিসেবে সকাল দশটা পর্যন্ত আড়ত খোলা রাখা হয়। এদিকে, ভারতীয় মজদুর সংঘের আওতায় থাকা শ্রমিকরা এদিন আড়তে এসে কাজ করলেও ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের শ্রমিকদের কেউ কাজে যোগ দেননি।

বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের তরফে মার্কেটের ভেতরে ঝামেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সম্পাদক বিজয় যাদব। ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতাদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'কিছু লোক মার্কেটে ঝামেলার চেষ্টা করছেন। এদিন কয়েকটা আড়ত খোলা ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমরা লেবার কমিশনে যাব। ৩১ বছরের নিয়ম কোনওভাবেই ভাঙা যাবে না।' এই নিয়ে অবশ্য ভারতীয় মজদুর সংঘের সম্পাদক নন্দকিশোর যাদবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রবিবার রেগুলেটেড মার্কেটের আড়ত খোলাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে দুই শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছিল। নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে দু'পক্ষই একে অপরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে রবিবার আড়ত খোলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ায় ফল ও সবজি আড়তদারদের তরফে প্রশাসন ও মার্কেট কমিটির কাছে দরবার করা হয়। ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আবেদন জানিয়ে চিঠি করা হয়েছিল।

এদিন সকাল থেকেই পুলিশের তরফে রেগুলেটেড মার্কেটে কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেগুলেটেড মার্কেটের বেশ কয়েকটি আড়ত খুলে যাওয়ায় ব্যবসা শুরু হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘের আওতায় থাকা শ্রমিকরাও কাজ করতে আড়তে চলে আসেন। শ্রমিক হরিন্দর সিং বলেন, 'বেশ কিছু বছর ধরে রেগুলেটেড মার্কেটের বাইরের জায়গায় প্রতি রবিবার মাল নামত। আমি এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যেতাম। এখন আড়তের ভেতরে কাজ করলে তো কোনও অসুবিধা নেই।' একই বক্তব্য শোনা গিয়েছে, মহেশ সাহানি নামের আরেক শ্রমিকের কথাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'এমনিতেও রবিবার মাল আসে। তবে সকাল দশটার বেশি কাজ করব না বলেই ঠিক করেছি।'

শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি বিপ্লব রায় বলেন, 'আমাদের ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের ৮০ শতাংশ দোকানই এদিন খোলা ছিল। সুষ্ঠুভাবেই আমরা ব্যবসা করতে পেরেছি।'

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং—শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার—আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার—কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর—রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর—বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা—ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-

প্রতি জেলা থেকে ১টি ক্লাবকে কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/- সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ— এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান—১৪৩৩'-এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর (৫×৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ................................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677

PLATINUM SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

পৃথিবীর পাঠশালা

প্রেসিডেন্টের মদের কারখানা

জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর আরও একটি বিশাল ব্যবসায়িক পরিচয় ছিল। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি তাঁর খামারবাড়িতে আস্ত একটি হুইস্কি বা মদের কারখানা খুলেছিলেন। আঠারোশো শতকের শেষের দিকে তাঁর এই কারখানাটি আমেরিকার সবচেয়ে বড় হুইস্কি কারখানায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে বছরে প্রায় এগারো হাজার গ্যালন কাঁচা হুইস্কি তৈরি করা হত, যা থেকে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন।

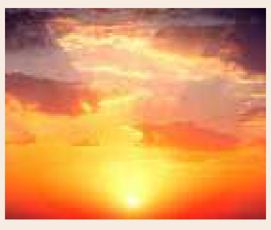

সূর্যাস্তের আসল রং

সূর্যাস্তের সময় আমরা আকাশকে লাল বা কমলা রঙের দেখি, তাই মনে হয় সূর্যের রং বুঝি বদলে গিয়েছে। কিন্তু মহাকাশ থেকে দেখলে সূর্যের রং সারাদিন একই রকম নিখুঁত সাদা থাকে। সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলোকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেক বেশি পুরু স্তর পার হয়ে আমাদের চোখে আসতে হয়। তখন নীল রঙের আলো বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং কেবল লাল আর কমলা রং আমাদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছায় বলেই আমরা সূর্যাস্তের ওই মায়াবী রং দেখি।

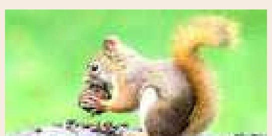

কাঠবিড়ালীর ভুলে জঙ্গল

কাঠবিড়ালীরা শীতকালের জন্য খাবার হিসেবে প্রচুর বাদাম এবং বীজ মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তারা কোথায় কোথায় বাদাম লুকিয়ে রেখেছে, তার অনেক জায়গার কথাই পরে পুরোপুরি ভুলে যায়। তাদের এই সামান্য ভুলে যাওয়ার কারণেই মাটির নীচে পড়ে থাকা সেই বাদামগুলো থেকে পরে বড় বড় গাছ জন্মায়। পরিবেশবিদরা বলেন, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ গাছ কেবল এই কাঠবিড়ালীদের ভুলে যাওয়া বাদাম থেকেই প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে।

টিউলিপ ফুলের পাগলামি

সতেরো শতকে নেদারল্যান্ডসে এমন এক সময় এসেছিল যখন মানুষ সোনার চেয়েও টিউলিপ ফুলের বাল্ব বা পেঁয়াজের মতো অংশ বেশি দামে কিনত। এই ঘটনাকে টিউলিপ ম্যানিয়া বলা হয়। একটি বিরল রঙের টিউলিপ ফুলের দাম একটি বিলাসবহুল বড় বাড়ির সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে কেবল ফুল কিনত। হঠাৎ করেই এই ফুলের বাজার পুরোপুরি ধসে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ এক রাতের মধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

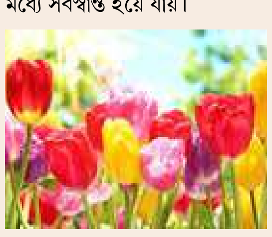

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শালুগাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের মন্দিরে চুরির ঘটনায় শনিবার রাতে তিন গ্রাম গলানো সোনা, ৪৫ গ্রাম গলানো রুপো, ক্যাশ বাক্স ও সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় বাপি হালদার নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা।

নিয়ম ভেঙে

প্রথম পাতার পর

-সঙ্গে একজন কিশোরীও থাকবে। কোনওকিছু দিতে হবে নাকি?

ব্যক্তির গলায় কড়া সুর, 'আধার ছাড়া হবে না।'

এরপর ফোন রাখার কথা বলতেই সুর বদল। বললেন, 'আপনারা কবে আসবেন বলুন। বুকিং করে দিচ্ছি। বাকিটা পরে দেখা যাবে।' তরিঘড়ি একটি ফ্ল্যাটের মালকিন সঙ্গে সরাসরি থাকার কথা শোনা মাত্র প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কাপল নাকি? অন্যরকম কিছু বিষয় থাকলে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। রেট বেশি।'

বারো ঘণ্টায় মেটাতে হবে দুই হাজার টাকা। মাটিগাড়ার একটি ফ্ল্যাটের এমন রেট শুনে যখন জিজ্ঞেস করা হল, 'এই টাকায় তো ভালো হোটেল পাওয়া যাবে।' ওই ব্যক্তির উত্তর, 'চিন্তার কিছু নেই। ঘণ্টা হিসেবেও রুম রয়েছে। আপনাদের পছন্দমতো আসুন, থাকুন, এনজয় করুন।' এই ফ্ল্যাটগুলোতে বিভিন্ন বয়সির যাওয়া-আসায় চিন্তিত এলাকার অনেকেই। মেথিবাড়ির বাসিন্দা অগাস্টাস শেরপার কথায়, 'মাসতিনেক হল একটি ফ্ল্যাটে প্রায় রোজ লোকজন আসছে। কারা যায়-কারা আসে, কিছুই তো বুঝি না। বেশি কিছু বলাও যায় না।' ছোট ফাঁপড়িতে একটি ফ্ল্যাট ঘিরে স্থানীয়দের মনে কৌতূহল। প্রতিবেশী মনজয় শেরপার বক্তব্য, 'এখন আর কী করা যাবে। যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

নিয়ম মেনে ব্যবসা চললে এলাকার কারও আপত্তি নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের আগে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন কি না, তা ঠিক করবে পুরনিগম। কিন্তু, পুলিশের কাছে অতিথিদের তথ্য জমা দেওয়া থেকে আইডি প্রুফ কড়াভাবে বাধ্যতামূলক করা, নাবালক অতিথির ক্ষেত্রেও সমস্ত বিধি বজায় রাখা জরুরি। অথচ অধিকাংশই বাড়তি লাভের আশায় বেশি সংখ্যক গ্রাহক টানতে নিয়ম লাটে তুলছে।

দেখবে কে? প্রশ্ন করুক পাঠক।

সাত হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব

পর্যটনে লগ্নি, নজর উত্তরে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বদরবারে রাজ্যের পর্যটনকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধীনে থাকা আবাসগুলিকে ঢেলে সাজানো হবে। একইসঙ্গে সেখানে শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আবাসগুলিতে আট হাজার শয্যা রয়েছে। সেই সংখ্যা বেড়ে ১৬ হাজার হবে। রবিবার কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত পর্যটন শিল্প সম্মেলনে এই কথা জানান দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'পর্যটকরাই পর্যটনের আসল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। সেক্ষেত্রে পর্যটকদের পরিবেশবান্ধব পর্যটন উপহার দিতে চাই। সেইজন্যই রাজ্যে প্রথমবার এই ধরনের পর্যটন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই সম্মেলন থেকে ১২৫৩২ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের জন্যই সাত হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন হলে ২২ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' শংকর জানান, আগামী কয়েক মাসে আরও নতুন প্রস্তাব আসবে। সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানের পথও আরও প্রশস্ত হবে।

সম্মেলনে বেশিরভাগই হোটেল তৈরির প্রস্তাব এসেছে। এছাড়া কিছু রিসর্ট তৈরির জন্যও শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে চেয়েছেন। এর বাইরেও বেসরকারি হাসপাতাল ও স্কুল তৈরির প্রস্তাব উঠে আসে। শিল্প সম্মেলনকে সদর্থক বলে মন্ত্রী মনে করছেন। তাঁর কথায়, 'গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকার পর্যটন খাতে ২০ শতাংশ টাকাও খরচ করতে পারেনি। পর্যটন নিয়ে কোনও নীতিই নেওয়া হয়নি। আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের পর্যটনকে সেরার সেরা করতে চাই।'

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পপতিদের নিয়ে এই পর্যটন শিল্প সম্মেলনের ভাবনা শংকরের মাথায় এসেছিল। গত প্রায় এক মাস ধরে পর্যটন দপ্তর সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিদের পাশাপাশি সাধারণ শিল্পপতিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হর্ষ নেওটিয়া সহ রাজ্যের শিল্পপতিদের পাশাপাশি মুম্বই, দিল্লি, পাটনা, রাঁচি সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্পপতিরা অংশ নেন।

সম্মেলনে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় শিল্পপতিদের বড় অংশই হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ পরিকাঠামো তৈরি করতে গিয়ে সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ তোলেন। অর্থমন্ত্রী তা কার্যত স্বীকার করে নেন। তাঁর বক্তব্যে স্বপন বলেন, 'শিল্পে দীর্ঘসূত্রিতা রাখলে চলবে না। একটা সরাই লাইসেন্স পেতেও যদি বছর ঘুরে যায় তাহলে সমস্যা। শিল্পে সমস্ত ছাড়পত্র আরও দ্রুততার সঙ্গে করার চেষ্টা হচ্ছে।' শংকর জানান, এই বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সরকার পদক্ষেপ করবে। সংকল্পপত্রে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেইমতো পর্যটনশিল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহ দপ্তরের আয় বৃদ্ধিতেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

শুধু তাই নয়, দপ্তরের কাজকর্মের তথ্যও সবার সামনে আনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শংকরের বক্তব্য, 'আমরা ঠিক কী কী কাজ করছি তা আগামী বছরের মে মাসের মধ্যে সবার সামনে তুলে ধরব।' সম্মেলনেই পর্যটন দপ্তরের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম 'ডিজিটাল অ্যাজেন্ডা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : পর্যটনের নতুন রূপরেখা'। একে সামনে রেখে পর্যটন ক্ষেত্রকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

এই শিল্প সম্মেলনে উত্তরবঙ্গ থেকে বেশকিছু বিনিয়োগকারী অংশ নেন। কনসালটিং আর্কিটেক্ট এবং ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কালীকিংকর রায় সম্মেলন শেষে বলেছেন, 'রাজ্যে এই প্রথম শুধুমাত্র পর্যটনকে নিয়ে এই ধরনের শিল্প সম্মেলন হল। প্রচুর শিল্পপতি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। অনেকেই উত্তরবঙ্গেও বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছেন। শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সে বেশকিছু হোটেল, রিসর্টের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া পর্যটনের বাইরেও মাটিগাড়ায় বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুল সহ আরও বেশকিছু প্রস্তাব এসেছে।'

উদযাপন

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্স এবং রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে ১৬ কিমি 'রান ফর ট্যুরিজম' এবং ৫ কিমি 'রান ফর ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন এনভায়রনমেন্ট' দৌড় শুরু হয়। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক, ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও দিনটি পালন করা হয়।

'বাঘ বিধবা'দের প্রশংসা মোদির

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : স্বামীকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গলে। সেই শোক সামলে আজ তাঁরাই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষার লড়াইয়ে সামনের সারিতে। রবিবার ১৩৮তম 'মন কি বাত'-এ সুন্দরবনের এমনই 'বাঘ বিধবা' মহিলাদের কাজের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

> **সুন্দরবনের মানুষরাই সুন্দরবনের ইকো-সিস্টেম তৈরি করছেন। স্থানীয় মানুষরাই ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আর এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই বাঘ বিধবা।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি** প্রধানমন্ত্রী

সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় মানুষের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সুন্দরবনের মানুষরাই সুন্দরবনের ইকো-সিস্টেম তৈরি করছেন। স্থানীয় মানুষরাই ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আর এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই বাঘ বিধবা।' ঝড়খালির মহিলাদের কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'মাছ বা কাঁকড়া ধরতে জঙ্গলে গিয়ে তাঁদের অনেকের স্বামী বাঘের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। সেই মহিলারাই নতুন করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য তৈরি করছেন।' তাঁর কথায়, 'সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর জন্য তাঁরাই সবথেকে বেশি এগিয়ে এসেছেন। আমরা যখন পরিবেশ রক্ষা করি, তখন শুধু কাজ নয়, পুরো ইকো-সিস্টেমকে রক্ষা করি।'

অসমের সোনাই রুপাইয়ের উদাহরণও টানেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'জমি অধিগ্রহণের পর তা মুক্ত করার তিন বছর পর ফের সেখানে হাতির দল ফিরে এসেছে।'

প্রধানমন্ত্রীর মুখে নিজেদের লড়াইয়ের কথা শুনে আপ্লুত সুন্দরবনের বাঘ বিধবারা। তবে তাঁদের দীর্ঘদিনের ক্ষতিপূরণের দাবিও সামনে এসেছে। বাঘের হামলায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে অনেক সময় আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় বলে অভিযোগ।

ধ্বস্ত ভূতনিতে নারীস্বাস্থ্য

প্রথম পাতার পর

শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। যদিও মানিকচকের বিডিও অভিষেক চৌধুরী বলেন, 'ভূতনি বাঁধে পিএইচই-র তরফে ১৮৯টি শৌচালয় ও ২০৬টি টিউবওয়েল বানানো হয়েছে। এ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফেও কাজ হয়েছে।'

বিষয়টি মানতে চাননি এলাকাবাসী। মান্নুটোলার আদুরি মণ্ডল, প্রিয়াংকা মণ্ডল, চন্দনা মণ্ডল, সীমারানি মণ্ডলরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। অন্তত মেয়ের জন্য শৌচালয় করে দেওয়ার ব্যাপারে সরব পুরুষরাও। প্রিয়াংকা বলেন, 'আসলে ওই বাঁধেরই একদিকে রয়েছে কেশরপাড়া কলোনি। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের জন্য তিনটি অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অন্য গ্রামের বাসিন্দারা সেই শৌচালয় ব্যবহার করছিলেন। দুর্গন্ধে থাকতে না পেরে কলোনির বাসিন্দারা শৌচালয়গুলি ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। নদীর চরে শৌচকর্ম সারতে বাধ্য হচ্ছি।' যখন জল ছিল, তখন ডোঙায় চেপে অনেকটা দূরে গিয়ে শৌচকর্ম সারতেন মহিলারা।

কেশরপুর কলোনির আশা মণ্ডল আবার বলেন, 'আমরা সারাবছর এখানে থাকি। আশাকর্মীরা অনেক সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন আনলেও প্যাকেটপ্রতি ১০ টাকা দাবি করেন। ঘরে কেনা না থাকলে নিতে বাধ্য হই। শেষ একজন ডাক্তার এখানে এসেছিলেন প্রায় এক মাস আগে।' তাঁর মতোই অবস্থা শান্তি মাহাতো, দুলারি মাহাতোদেরও। এ ব্যাপারে দ্রুত সরকারি সাহায্য চাইছে বিধ্বস্ত ভূতনি। যদিও মানিকচকের বিএমওএইচ অভীকশংকর কুমার বলেন, 'ভূতনির বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, মহিলাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হয়েছিল। এর জন্য কোনও আশাকর্মী যদি টাকা নিয়ে থাকেন, তাহলে বাসিন্দারা অভিযোগ জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ফের আক্রান্ত

প্রথম পাতার পর

তাঁর প্রশ্ন, একজন নির্বাচিত বিধায়ক যদি বারবার আক্রান্ত হন, তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চলে- তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি যে নিরাপত্তা পেয়েছিলেন, পুলিশ তা প্রত্যাহার করেছে বলে কুণালের অভিযোগ। পুলিশ কোনও হামলা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মাত্র একদিন আগে শনিবার দুপুরে শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার পথেও উত্তরপাড়ায় হামলার মুখে পড়েছিলেন কুণাল। তাঁর গাড়িতে ডিমের পাশাপাশি পাথর-ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।

এর আগে কালীঘাটে মমতার বাড়ির সামনেও তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছিল। তাঁর বাড়ির সামনে এবং নিজের বিধানসভা এলাকায় তাঁর উপস্থিতিতে বহুবার হামলা হয়েছে। অথচ বাংলার রাজনীতিতে শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, তাপস রায়, সজল ঘোষ প্রমুখ বিজেপি নেতার সঙ্গে কুণালের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। কয়েকজন সিপিএম নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। তা সত্ত্বেও বারবার তাঁর ওপর দুষ্কৃতী হামলা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে গিয়েছে। মমতার দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার পর গত চার মাসে রাজ্যের অন্যতম বিরোধী মুখ হয়ে ওঠাই কি এর কারণ? ডিম হামলার মতো তথাকথিত 'স্বতঃস্ফূর্ত' প্রতিবাদের মুখে মমতা ও অভিষেকও যখন কার্যত ঘরবন্দি, তখন দল এবং নেত্রীর পক্ষে লাগাতার একা লড়ে যাচ্ছেন কুণাল।

সেজন্য তাঁর ওপর আক্রোশ বাড়ছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অথচ মমতা শিবিরে তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি প্রকাশ্যে তৃণমূল জমানায় ভুলভ্রান্তি হয়েছে বলে স্বীকার করেন। আবার বিধানসভার ভেতরে-বাইরে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকার এবং বিদ্রোহী তৃণমূলকে নিশানা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকেই। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একই প্রশ্ন তোলেন। তাঁর ভাষায়, 'দল পরিবর্তন করতে অস্বীকার করার অপরাধেই কি একজন জনপ্রতিনিধিকে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের নিশানা হতে হচ্ছে?' রাজ্যপাল আরএন রবির হস্তক্ষেপও চান তিনি। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, সজল ঘোষ প্রমুখ ঘটনার সঙ্গে দলের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন। তাঁদের সুরেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'পুরোটা দুই তৃণমূলের লড়াই। স্বামী-স্ত্রীর লড়াই তো ওদেরই মেটাতে হবে।' বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবার কটাক্ষ, 'আমার ধারণা, খবরে থাকার জন্য কুণাল ঘোষ নিজেই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন।'

পালটায় না বাঙালি ঘরানা

প্রথম পাতার পর

এখন সবকিছু প্রতিযোগিতামূলক। গান, আবৃত্তি, নাটক, পুজো...ফার্স্ট হওয়ার জন্যে চাই চমক দমক। যত জমকালো, তত ভিড়। আগে যা ছিল, তার সবকিছুই ভালো আর এখন সব খারাপ- একথা বলার লোক আমি নই। এখনকার পুজোয় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়, যানবাহনের উপর বিধিনিষেধ থাকে, সেটা মন্দ নয়।

কিন্তু কষ্ট হয় যখন দেখি, মাতৃমূর্তির চেয়ে মডেল মূর্তি বেশি জোরদার। থিমপুজোর চাকচিক্য বেশি। মালদাতেও তালের গতিতে বেশকিছু পুজোর চাকচিক্য বেড়েছে। বিশাল প্যান্ডেল, বিশাল সমারোহ এবং এত ভিড় যে ঢোকা যায় না। একসময় রাত্তিরবেলা ঠাকুর দেখে চলে আসতাম। কারণ বেশিরভাগ ভিড় হত সন্ধেবেলায়। এখন মানুষ চালাক। সবাই রাতে ঠাকুর দেখতে বেরোন। ফলে রাতের রাস্তা হয় দিনের মতো জমকালো।

জামাও পালটে গিয়েছে প্যান্ডেলের মতো, দেবীমূর্তির মতো, আড়ম্বরের মতো। আর আছে খাবারের দোকান। ছোট্ট মফসসল শহরও ভরে থাকে ফাস্ট ফুড আর জাঙ্ক ফুডের স্টলে। পুজোয় সারারাত খোলা স্টল। সমস্ত রেস্তোরাঁয় জমজমাট ভিড়। বাড়ির লুচি-তরকারি কিংবা খিচুড়ি-লাবড়ার চেয়ে রোল, বিরিয়ানি আর কাবাবের টান বেশি। বিশ্বায়নে বাইরে খাবার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে অনেক। অনলাইন শপিংয়ের সঙ্গে তো বছরভরই থাকে নানারকম খাবার আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পুজোর সময় সেটা বিশাল মাত্রা পায়।

এখন পায়ে ফোসকা পড়া বালিকারা উধাও। 'স্মার্টলি অফ শোলডার' পোশাক পরে হেঁটে যায় মেয়ে অথবা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে গাউন। আমূল বদলে গিয়েছে সর্বজনীন পুজোর ধাঁচ। কিন্তু পালটায়নি রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদা তীর্থর পুজো। বহুবার পুজোয় চলে গিয়েছি দূরে কোনও গ্রামে বা সারদা তীর্থে। মহারাজ সেখানেই থাকতেন। আমরা বসতাম তাঁর মাটির কুটিরের দাওয়ায়। সামনে পুকুর। ওপারে পানের বরজ।

আসন পিঁড়ি হয়ে বসতাম। মহারাজের শিষ্যরা প্রসাদ এনে দিতেন কলাপাতায়। তারপর খুব সাধারণ থালায় মোটা চালের ভাত, ডাল-তরকারি, পুকুরের মাছের ঝোল আর চাটনি। হ্যাঁ। মাংসও খেয়েছি। অতি সামান্য আয়োজন, অথচ আন্তরিক। আয়োজন অতি সাধারণ। মালদার বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির পুজোতেও আড়ম্বর ছিল না। এককে পরিবারে একেকরকম রীতি। এমনকি একেকরকমের কলাবৌ। তবে একচালার ঠাকুর।

এখনও একই আছে পুজোর আগে মালদার মনসাগানে ছোকরা আর্টিস্টের বেহুলা সেজে মরা স্বামীর জন্যে কান্না। যা কাঁদাত পাড়াপড়শিদের। মেয়ে দর্শকরা বেহুলা-লখিন্দরের বিয়েতে জল আনতে যায়, বিয়ের আসর জাগে, তত্ত্ব সাজায়। দর্শক, শিল্পী-কলাকুশলী মিলেমিশে যায় লোকগানের সুরে... দেবো হে! দুর্গাপুজোর প্রিলিউড যেন। মনে করিয়ে দেয় সামনে আনন্দোৎসব, শারদোৎসব... তার আগে জিতাষ্টমী, মালদার ভাষায় জিতিয়া। এ আমাদের বাঙালিদের নিজস্ব ঘরানা, একশো বছরেও পালটাবে না।

ভোগান্তির শঙ্কা

প্রথম পাতার পর

'ডাবল ইঞ্জিনের সুফলের বদলে ডাবল ইঞ্জিনের চাপ এসে পড়েছে সাধারণের ওপর। এই রেলগেটকে অন্য রেলগেটের সঙ্গে তুলনা টানলে হবে না। এখানকার বিকল্প পথ ভালো অবস্থায় নেই। আন্ডারপাস দিয়ে বড় স্কুলবাস কিংবা দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে পারবে না।'

এদিকে, ফুলেশ্বরী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের বক্তব্যে বিস্তর তফাত ধরা পড়েছে। সভাপতি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বিনা নোটিশে রেলগেট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হয়নি। অন্তত হাঁটাচলার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার ছিল।' অথচ সম্পাদক সুনীল সরকারের কথা, 'রেলগেট বন্ধ হওয়ায় কোনও সমস্যা হয়নি। রাস্তায় বসা সবজি ব্যবসায়ীরা কেউই এলাকার নন।' দোকানদারদেরও বড় অংশ এখানকার বাসিন্দা নন। ব্যবসায়ীরা নানা কথা বললেও ব্যবসায়ী সমিতির তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়নি। কারণ, আমরা চাই, এই রাস্তা পরিষ্কার থাকুক। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছেও অনুরোধ জানাব। আন্ডারপাসের সংস্কারও হোক।'

দিনভর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেদার টিপ্পনী চলে। অভিজিৎ জন্টি চন্দ, ঈশান সিংরা শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন। সৈকত রায়দের মতো অনেকেই পুজোর মরশুমে রেলগেট বন্ধ হওয়ায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজিৎ সূত্রধর ফেসবুক লাইভে এসে ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন।

এদিন অনেকেই ব্যারিয়ারের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে রেললাইন পারাপার করেছেন। বড় স্কুলবাস কোন পথ দিয়ে যাবে সোমবার থেকে, তা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকরা। নর্থবেঙ্গল সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল জানালেন, সোমবার কী কী সমস্যা হচ্ছে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই রেল আন্ডারপাস আমরা এসজেডিএ থেকে তৈরি করেছিলাম। রেল খরচের পঞ্চাশ শতাংশ টাকা দিতে চেয়েছিল, শর্ত ছিল রেলগেট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা সেটা মানিনি। নিজেদের খরচে রেল আন্ডারপাস করেছিলাম। এই আন্ডারপাস করা হয়েছিল ছোট গাড়ি, রিকশা চলাচলের জন্য। কারণ, এর থেকে বড় আন্ডারপাস সেখানে করা যাবে না। কিছু কারণ রয়েছে। আমরা রেলকে টাকা দিয়ে জাবরাভিটার দিকে রেলের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিলাম। তাই রেল কোনও মতেই এই গেট বন্ধ করতে পারে না।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমাদের সময় জল জমার সমস্যা ছিল না। এখন হচ্ছে। পুরনিগম, এসজেডিএ-র ইঞ্জিনিয়াররা বিষয়টা দেখুক। আমরা তো এব্যাপারে আন্দোলনও করেছি।'

মারধরে ধৃত চালক

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : এক বাইকচালকের বিরুদ্ধে যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের ঘটনা। ওই চালক একটি অ্যাপের হয়ে বাইক চালান। ঘটনায় যাত্রী ঋষভ পালের কপালে গুরুতর চোট লাগে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার রাতের ঘটনায় ঋষভের মায়ের পক্ষ থেকে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত উজ্জ্বল বারুইকে গ্রেপ্তার করেছে। বোতল কোম্পানি এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বলকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চোরাবালিতে বিপন্ন সমাজ

প্রথম পাতার পর

যেখানে কাউকেই আর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটেছে বহু আগেই। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ভোটাররা জানেন তাঁরা যাঁকেই ভোট দেবেন তিনিই বিশ্বাসভঙ্গ করবেন, ভরসা রাখতে পারবেন না বা অপকর্মে যুক্ত হবেন। সেটা জেনেও তাঁরা ভোট দেন। কারণ, গণতন্ত্রের ক্লেদাক্ত আঙিনায় নির্বাচন এখন আর কোনও মহান আদর্শের লড়াই নয়, নির্বাচন এখন এক পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা মাত্র। এখন সাধারণ মানুষ যেটা খোঁজেন তা হল কোন নেতা কম ক্ষতিকারক আর কে বেশি সেটা।

তাদের কৃতকর্মের জন্য পুলিশের কপালে বহু যুগ আগেই 'ঘুষখোর' তকমা জুটে গিয়েছে। আইন মেনে নয়, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে পুলিশ তাদের হয়ে কাজ করে এটা সর্বজনবিদিত। সাধারণ মানুষ আজ জানে যে, পুলিশের ভূমিকা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার চেয়েও শাসকের স্বার্থ রক্ষাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রশাসনের চিত্রটিও সমানভাবে হতাশাব্যঞ্জক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৎ আমলার ওপর সামান্য ভরসা টিকে থাকলেও, বৃহত্তর জনমানসে এই ধারণাই বদ্ধমূল যে, প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা আজ কেবলই সরকারি দলের তল্পিবাহক এবং অযোগ্য রাজনৈতিক নেতাদের কুকর্মের সুচতুর পরামর্শদাতায় পরিণত হয়েছেন।

এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল বিচার ব্যবস্থা। কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাপ্রবাহে সেই পবিত্র বিচারালয়ের প্রতিও সাধারণ মানুষের আস্থার ভিত প্রবলভাবে নড়ে গিয়েছে। 'কোথাও বিচার না পেলে শেষমেশ আদালতে যাব'— এই চিরাচরিত ভরসার জায়গাটি আজ ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

চারপাশের এই দমবন্ধ করা অবিশ্বাসের স্রোতে মানুষ খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন সামাজিক মাধ্যমের তথাকথিত প্রতিবাদী মুখদের। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নথিপত্র প্রকাশ্যে আসতেই উন্মোচিত হল লক্ষ লক্ষ টাকার গোপন খেলা। খসে পড়ল তথাকথিত বিপ্লবীদের মুখোশটি। সরকারের সমালোচনা বা প্রশংসা করে কনটেন্ট তৈরি করা অন্যায়? না। রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করা অন্যায়? না। অন্যের ক্ষতি না করে পারিশ্রমিক নিয়ে রাজনৈতিক কনটেন্ট তৈরি করাও অপরাধ নয়। প্রশ্ন হল, দর্শককে কী জানানো হচ্ছে, এটি স্বাধীন মত, নাকি অর্থের বিনিময়ে তৈরি প্রচার?

একজন শিল্পী বিজ্ঞাপনের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারেন। একজন কনটেন্ট নির্মাতা কোনও দলের হয়ে প্রচার করতেই পারেন। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে নিরপেক্ষ প্রতিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সেই পরিচয়ের আড়ালে অর্থের বিনিময়ে একপাক্ষিক রাজনৈতিক বার্তা পরিবেশন করে জনমত তৈরি করেন, তখন অর্থ নয়, আলোচনার মূল বিষয় হয় বিশ্বাস। আর বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় শত্রু প্রতারণা। আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজে মেরুকরণের আগুন জ্বালানো— এটাই চূড়ান্ত নৈতিক স্খলন।

অবিশ্বাস যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন সত্যও দুর্বল হয়ে যায়। সমাজের সবচেয়ে ভয়ংকর সংকট তখনই আসে, যখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে সন্দেহ করে, পাঠক লেখককে সন্দেহ করে, নাগরিক প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহ করে, আর প্রতিষ্ঠান নাগরিককে। তখন সামাজিক আস্থার ভিতটি ধীরে ধীরে ফাঁপা হয়ে যায়। রাজনীতি তখন আরও সহজ হয়ে যায়। কারণ অবিশ্বাসী নাগরিককে পরিচালনা করা তুলনামূলক সহজ। তাকে সত্য দিয়ে বোঝাতে হয় না, ভয়, ক্ষোভ, পরিচয়, বিভাজন এবং আবেগই যথেষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম, জাত, ভাষা, অঞ্চল— যে কোনও পরিচয় তখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে। কারণ যুক্তির চেয়ে বিভাজন দ্রুত ছড়ায়, সত্যের চেয়ে সন্দেহ দ্রুত সংক্রামিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এই অবক্ষয় আমাদের এক ভয়ংকর খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়েছে। সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে থাকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। যদি সেই বিশ্বাসের শেকড়েই পচন ধরে, তবে সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের সেই হারানো বিশ্বাসকেই পুনরুদ্ধার করতে হবে। কারণ, বিশ্বাসহীন সমাজ কেবল একটি মৃতপ্রায় কঙ্কাল, যার প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে একমাত্র সততা এবং নৈতিকতার আশ্রয়ে। প্রশ্নহীন বিশ্বাস যেমন বিপজ্জনক, তেমনই সর্বগ্রাসী অবিশ্বাসও গণতন্ত্রের শত্রু। সবাই বিক্রি হয়ে গিয়েছে- এই বিশ্বাসটি যেন সত্যি না হয়ে যায়— এই লড়াইটিই এখন সবচেয়ে জরুরি।

হার্ট সচেতনতায় ওয়াকাথন

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে অ্যাওয়ারনেস-কে সামনে রেখে রবিবার ম্যাক্সওয়েল হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের তরফে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিসমূহের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি বিশেষ ওয়াকাথনের ব্যবস্থা করা হয়। ডন বসকো স্কুল সংলগ্ন জ্যোতিনগর এলাকায় অবস্থিত এই হাসপাতাল থেকে এদিন ওই ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়। ওয়াকাথনে উপস্থিত ছিলেন শহরের পরিচিত ইন্টারভেনশনাল সিনিয়ার কার্ডিওলজিস্ট রাজেশ নন্দা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর মানিক আরোরা। চিকিৎসক রাজেশ নন্দা বলেন, 'আগামী ২৯ তারিখ ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে থাকলেও আজ রবিবার রাস্তা ফাঁকা থাকার কারণে আমরা আশপাশের মানুষকে হার্ট সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'কোনও ধরনের সমস্যা মনে হলেই হার্ট পরীক্ষা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের একটাই বক্তব্য, হার্টকে সুরক্ষিত রাখুন। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকুন।'

এদিনের ওয়াকাথনের বিশেষ অতিথি মানিক আরোরা বলেন, 'সাধারণ মানুষের লাইফস্টাইল ঠিক রাখাটা প্রয়োজন। কারণ, এখন ৩১ বছরের ছেলেরও হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে আরও সচেতনতা প্রয়োজন।' হাসপাতাল সংলগ্ন আশপাশের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে সচেতনতামূলক এই ওয়াকাথন ফের হাসপাতালে গিয়েই শেষ হয়।

স্কোয়াশে রুপো জয়ের পর অভয় সিং (বাঁয়ে) অনাহাত সিং। রবিবার নাগোয়ায়।

বক্সিংয়ে নিশ্চিত তিন পদক

রুপোয় থামলেন অনাহাত, অভয়

নাগোয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে স্কোয়াশ সিঙ্গলসে সোনা জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল ভারতের। রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে অনাহাত সিং ও অভয় সিংকে। দুজনেই হেরেছেন মালয়েশিয়ার প্রতিযোগীর কাছে।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অনাহাত সিং মুখোমুখি হয়েছিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শিবসাঙ্গারি সুব্রহ্মণ্যমের। ম্যাচটি ভারতীয় তারকা হারেন ৩-০ (১১-৪, ১১-৪, ১১-৭) গেমে। ফাইনালে পরাজিত হলেও মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রুপো জেতার নজির গড়েছেন অনাহাত। এর আগে দীপিকা পাল্লিকাল ও জ্যোৎস্না চিন্নাপ্পাকে ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অভয় সিং হেরেছেন মালয়েশিয়ার ইউন ইউয়ের কাছে। ম্যাচের ফল ৩-০ গেমে (১১-৯,১১-৫,১১-৫)। সেমিফাইনাল পর্যন্ত গোটা প্রতিযোগিতায় একটিও গেম হারেননি অভয়। কিন্তু ফাইনালে মালয়েশিয়ান প্রতিযোগী তথা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইউনের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি তিনি। স্কোয়াশে সোনা জিতলেই সরাসরি ২০২৮ অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র মিলত। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছেন অনাহাত, অভয়রা।

স্কোয়াশে জোড়া রুপো পাশাপাশি বক্সিংয়ে ভারতের আরও তিনটি পদক নিশ্চিত হয়েছে। পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছেন অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল। তিনি তাজিকিস্তানের নেকরুজ সালিমভকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন। চলতি এশিয়ান গেমসে অঙ্কুশ প্রথম ভারতীয় হিসেবে পদক নিশ্চিত করেছেন। পুরুষদের ৯০ কেজিতে থাইল্যান্ডের আদথাপং সায়েনগটেপের বিরুদ্ধে জিতে শেষ চারের টিকিট পাকা করেন নরেন্দর বেরওয়াল। এদিকে মহিলাদের ৬৫ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছেন পারভীন হুডা। তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী উজবেকিস্তানের নাভবাখোর খামিদোভাকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১১৯	৪৮	৩৮	২০৫
২	জাপান	৩৭	৬২	৫৮	১৫৭
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	২১	২৩	৩৯	৮৩
৪	উজবেকিস্তান	১০	১৭	১১	৩৮
১২	ভারত	৪	১৬	১৭	৩৭

রুপো কুশারে-অ্যান্সির, ব্রোঞ্জ শৈলি-পারুল-তেজস্বীনের

চিনের লাফে ‘ডাবল’ হাতছাড়া

নাগোয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের জুনে আন্তঃরাজ্য সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিটে অঞ্জু ববি জর্জের দুই দশকের পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছিলেন কেরলের অ্যান্সি সোজান এডাপ্পিল্লি। উত্তরসূরির উদ্দেশে সেই সময় অঞ্জু বলেছিলেন, ‘২২ বছর পর তোমাকে আমি ব্যাটন পাশ করলাম। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিভার সাক্ষর রেখো।’ রবিবার এশিয়ান গেমসে নিজের আদর্শকে গর্বিত করে রুপো জিতলেন ২৫ বছরের অ্যান্সি। কিন্তু চিনের লাফে মহিলাদের লং জাম্প থেকে ‘ডাবল’ হাতছাড়া হল ভারতের।

রুপো জিতে তেরঙা নিয়ে সেলিব্রেশনে সর্বেশ অনিল কুশারে (বাঁয়ে) ও অ্যান্সি সোজান এডাপ্পিল্লি। নাগোয়ায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

এদিন নাগোয়া সিটির মিঝুহো পার্ক অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে গোটা সময়টা সোনা জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন অ্যান্সি। ৬.৪৯ মিটার লাফিয়ে শুরু করার পর পঞ্চম প্রচেষ্টায় ৬.৫৩ মিটার সম্পূর্ণ করে সোনা জয়ের প্রত্যাশা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সোনাজয়ী চিনের ইংইন হুয়ান শেষের জন্য সেরাটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ষষ্ঠ প্রচেষ্টায় হুয়ান ৬.৫৫ মিটার লাফানোয় সোনা হাতছাড়া হয় অ্যান্সির। চিনের লাফে ভারতের স্বপ্নভঙ্গ এখানেই শেষ নয়। পঞ্চম প্রচেষ্টায় ৬.৪২ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জয়ের দৌড়ে চলে এসেছিলেন ঝাঁসির ২২ বছরের শৈলি সিং। কিন্তু চিনের মেনগি তান শেষ লাফে ৬.৪৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। সেখানে শৈলি ৬.৩৩ মিটার লাফালেও পোডিয়ামে জায়গা পাননি।

লং জাম্প থেকে ‘ডাবল’ না এলেও রবিবারের বিকেলটা অ্যাথলিটরা পদকে ভরিয়ে রাখলেন। অ্যান্সির আগে ফোটোফিনিশে মহিলাদের ২০০ মিটার ব্রোঞ্জ জেতেন হরিতা ভদ্র। জাপানের আবিগেইরুফুকা ইডোর থেকে ০.০১ সেকেন্ড কম সময় নিয়ে পোডিয়ামের তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করেন মুম্বইয়ের এই স্প্রিন্টার। অ্যান্সির পরপরই পুরুষদের হাই জাম্প থেকে দেশকে রুপো এনে দেন সর্বেশ অনিল কুশারে। সোনাজয়ী চাইনিজ তাইপের ফু চাও-সুয়ানের মতো কুশারেরও সেরা লাফ ২.২৫ মিটার। কিন্তু এই উচ্চতা চাও-সুয়ান প্রথম প্রচেষ্টায় ‘ক্লিয়ার’ করেছিলেন। কুশারেকে সেখানে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার উপর ভরসা রাখতে হয়। যার জন্য সোনা থেকে বঞ্চিত হন মহারাষ্ট্রের এই অ্যাথলিট। গতবারের এশিয়াডে কুশারে অল্পের জন্য পদক মিস করেছিলেন। সেই হতাশা ভুলে এবার রুপোর পদক গলায় উঠল কুশারের গলায়।

কুশারের পর ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্সে মহিলাদের ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ জিতে নেন পারুল চৌধুরী। সময় নেন ২ ঘণ্টা ৮.৬৭ সেকেন্ড। চতুর্থ হয়ে একটুর জন্য পদক মিস করে যান অঙ্কিতা। তবে হ্যাংঝৌ এশিয়াডে পারুল একই ইভেন্টে রুপো জিতেছিলেন। অ্যাথলেটিক্স থেকে বিকেলের শেষ পদকটা আসে তেজস্বীন শংকরের হাত ধরে। পুরুষদের ডেকাথলেন ৭৯৩৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ গলায় ঝোলান তিনি।

সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়ে হতাশ পিভি সিন্ধু। রবিবার।

১২ বছর পর পদকশূন্য সিন্ধুরা

নাগোয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস ব্যাডমিন্টনে ব্যক্তিগত বিভাগে এবার খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে ভারতকে। ১২ বছর পর এশিয়াডে ব্যাডমিন্টনের ব্যক্তিগত বিভাগে ভারত পদক জিততে ব্যর্থ হল। ম্যাচের সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় শাটলাররা।

চলতি এশিয়ান গেমসের শুরু থেকেই নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে আয়োজকরা। এবার ম্যাচের সময়সূচি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। একদিনে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে শাটলারদের। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাননি তাঁরা। শনিবার ভারতীয় শাটলাররা চারটি ভিন্ন ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে নেমেছিলেন। জিতলে শেষ চারে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পদক নিশ্চিত হত। কিন্তু চারটি ইভেন্টেই হেরে গিয়েছেন ভারতীয়রা।

দিনের শুরুতে মহিলাদের ডাবলসে মালয়েশিয়ার পার্লি থান-মুরলীধরনের কাছে ১৮-২১, ৯-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। মিক্সড ডাবলসে বিশ্বের একনম্বর ফেন ইয়াং-হুয়াং ডংপিংয়ের কাছে ১৪-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ পয়েন্টে হারেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। মহিলাদের সিঙ্গলসে আকানে ইয়ামাগুচির কাছে উন্নাতি হুড্ডা পরাজিত হন ১৬-২১, ২১-১৪, ১৭-২১ পয়েন্টে। ভারতের শেষ আশা ছিলেন পিভি সিন্ধু। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চেন ফেন উইয়ের কাছে ২১-১১, ১৮-২১, ১০-২১ পয়েন্টে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় ভারতীয় তারকার।

সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ শাটলারদের

সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভারতীয় শাটলাররা। এইচএস প্রণয় বলেছেন, ‘একদিনে দুটি সিঙ্গলস ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। জানি না কে এই সময়সূচি তৈরি করেছে। এশিয়ান গেমস চলবে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু ব্যাডমিন্টন কেন ২৯ তারিখে শেষ করতে হবে? একদিন সময় বাড়ালে কী সমস্যা হবে?’

প্রণয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন সিন্ধুও। শনিবার তিনি দুটি ম্যাচ খেলেছিলেন। এরমধ্যে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি মধ্যরাত পর্যন্ত চলেছিল। তারপর রবিবার দুপুরে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামেন সিন্ধু। ফলে রিকভারির জন্য সময় পাননি তিনি। ম্যাচের পর ভারতীয় তারকা বলেছেন, ‘সময়সূচিটা একদমই গুছিয়ে করা হয়নি। আগেরদিন ঘুমাতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। রবিবার আবার ম্যাচ খেলতে হয়েছে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেলে আরও ভালো খেলা যেত।’ হকআই প্রযুক্তি না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিন্ধু। তাঁর কথায়, ‘এখানে কোনও ক্যামেরা ছিল না। দুই-তিনটি শট লাইনের ওপরে পড়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যামেরা থাকা উচিত ছিল।’

বৃষ্টির ভ্রূকুটি নিয়ে আজ অভিযানে শ্রেয়সরা

নিশিন, ২৭ সেপ্টেম্বর : অবিরাম ক্রিকেট!

দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত শুভমান গিলের ভারত। তিরুবনন্তপুরম থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে জাপানের মাটিতেও হাজির টিম ইন্ডিয়া।

শ্রেয়স আইয়ারের ভারত। ফরম্যাট ভিন্ন। কিন্তু দলটা তো ভারতেরই। জাপানের মাটিতে কাল এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ক্রিকেটে অভিযান শুরু করছেন শ্রেয়সরা। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। অচেনা পরিবেশ, আনকোরা বাইশ গজে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমস অভিযান শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার জন্য দুশ্চিন্তা হল জাপানের আবহাওয়া। নিশিনের মাঠে কাল প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে শ্রেয়সের টিম ইন্ডিয়ার সেমিফাইনালে পৌঁছে যেতে সমস্যা হবে না। কারণ, আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে আফগানিস্তানের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা দল হিসেবে শ্রেয়সরা পৌঁছে যাবেন এশিয়ান গেমসের শেষ চারে।

এক সপ্তাহ আগে জাপান পৌঁছে একটি ম্যাচও খেলে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। জাপানের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া জিতেছিল ২ রানে। ফলে সামান্য হলেও জাপানের মাটিতে ক্রিকেট খেলার স্বাদটা পেয়ে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এমন অবস্থায় সোমবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমসের আসরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ঘুরছে জোড়া প্রশ্ন। এক, জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচে না খেলা জসপ্রীত বুমরাহ কি আগামীকাল খেলবেন? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, আগামীকাল বুমরাহর মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত হবে। দুই, বৈভব সূর্যবংশী কি আগামীকাল প্রথম একাদশে থাকবেন? নাকি অভিষেক শর্মার সঙ্গে ফের সঞ্জু স্যামসনকেই দেখা যাবে ওপেনিংয়ে? বৃষ্টির কারণে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ব্যাহত হয়েছে। ফলে অনুশীলন দেখে বৈভব না সঞ্জু, বোঝার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কিন্তু তারপরও ভারতীয় দলের অন্দরমহলের খবর, বৈভবকে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

আফগানিস্তান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ভারতের টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

এশিয়ান গেমসে আজ
ভারত বনাম **আফগানিস্তান**
সময় : সকাল ১০টা
স্থান : নিশিন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ

কিছুদিন আগেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। মজার তথ্য হল, সেই আফগান দলের সঙ্গে এশিয়ান গেমসের দলের আকাশ-পাতাল ফারাক। দিল্লিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে খেলা ১৫ সদস্যের স্কোয়াডের মধ্যে মাত্র দুইজন রয়েছেন জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমসের আসরে। এমন অবস্থায় আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, ‘আফগানিস্তান বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ। এমন দলের বিরুদ্ধে সবসময় সতর্ক থাকতেই হবে।’ বৃষ্টির সম্ভাবনার কারণে দল হিসেবে ভারত যে একটু বেশি সতর্ক হয়ে রয়েছে, স্বীকার করে নিয়েছেন শ্রেয়স। উপরি হিসেবে জাপানের অচেনা পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত সতীর্থদের মানিয়ে নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, ‘এখানকার উইকেট হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য দারুণ নয়। তাই দল হিসেবে আমাদের দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এই মানিয়ে নেওয়াটা খুব জরুরি এখন।’

অর্জুনের জয়ে এল রুপো

সবিতার লড়াইয়ে ব্রোঞ্জ ভারতের

অর্জুন এরিগাইসিকে অভিনন্দন গুকেশ ও প্রজ্ঞানানন্দর।

সমরখন্দ, ২৭ সেপ্টেম্বর : দাবা অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতল ভারতের মহিলা দল। রবিবার শেষ রাউন্ডে তারা ২-২ ড্র করেছে জর্জিয়ার সঙ্গে। চিন জিতেছে সোনা এবং রুপোর দখল নিয়েছে কাজাখস্তান। যদিও একসময় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল। মেরি আরাবিদজের বিরুদ্ধে প্রায় হারতে বসেছিলেন ভারতের সবিতা শ্রী বাস্কর। তবে চেন্নাইয়ের টিনএজারের নাছোড় লড়াইয়ে ম্যাচ শেষপর্যন্ত ড্র হয়। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ কোনেরু হাম্পি জয় ছিনিয়ে নেন নানা দাজিন্দের বিরুদ্ধে। ফলে পোডিয়ামে জায়গা হয় ভারতের।

অন্যদিকে, ওপেন বিভাগে রুপো জিতেছে ভারত। আয়োজক উজবেকিস্তান সোনা পেয়েছে। জার্মানি জিতেছে ব্রোঞ্জ। ফাইনাল রাউন্ডে ভারতের পুরুষরা ২-২ ড্র করেছে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। ডোম্মারাজু গুকেশ হেরে বসেন হাঙ্গেরির গ্র্যান্ডমাস্টার গ্লেব ডুবিনের কাছে। তবে অর্জুন এরিগাইসি হারিয়েছেন পিটার লেকোকে। যার ফলে শেষ রাউন্ড ড্র করে রুপো নিশ্চিত করে ভারত।

জোড়া পদকের ফলে ঐতিহ্যবাহী গাপ্রিন্দাসহিভিলি কাপ থেকে গেল ভারতের কাছে। মহিলা এবং ওপেন- দুই বিভাগে ভালো ফলের জন্য দেওয়া হয় এই কাপ।

সোনাজয়ী আসলামের জীবন যেন রূপকথা

নাগোয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী কাবাডি দলের সদস্য আসলাম ইনামদারের জীবনযাত্রা হার মানাতে পারে রূপকথাকেও।

আইচি-নাগোয়া এশিয়াডে কাবাডির পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই সোনা জিতেছে ভারত। আর পুরুষ দলের অন্যতম চালিকাশক্তি মহারাষ্ট্রের আসলাম। অহিল্যানগর জেলার একেবারে প্রত্যন্ত এক গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম। অল্প বয়সেই বাবাকে হারান। পাঁচ সন্তানের মুখে অন্ন জোগাতে তখন অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন মা। আসলামও কখনও খেতমজুরি, কখনও শৌচাগার পরিষ্কার আবার কখনও চায়ের দোকানে বাসন মাজার কাজ করেছেন। কিছু বাড়তি রোজগারের জন্য বোতল কুড়িয়ে তা দোকানে বিক্রি করতেন।

তবে দাদা ওয়াসিম ইনামদার জেলা স্তরের কাবাডি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁকে দেখেই আসলামের ম্যাটে নামা। তবে শুরুটা হয়েছিল খেপ খেলা দিয়ে। স্থানীয় টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। ট্রেনে সিটের নীচে, মেঝেতে শুয়েই পৌঁছে যেতেন গন্তব্যে। প্রতিটা ম্যাচ খেলে মিলত ২০০ কি ৩০০ টাকা। আর দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারলে কখনো-কখনো ৫০০ টাকাও পেতেন। সঙ্গে ভরপেট খাওয়া। বড় ভাই ওয়াসিম পুলিশে চাকরি পাওয়ার পর দুঃসময় কাটে পরিবারের। এরপর আর আসলামকেও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। জাতীয় নির্বাচকদের নজরেও পড়ে যান।

সোনার পদক গলায় নিয়ে আসলাম ইনামদার।

২০২০ সালে প্রো কাবাডি লিগে পুনেরি পল্টনের হয়ে খেলার সুযোগও চলে আসে। সেই সময় ৮ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন আসলাম। তাঁর মনে হয়েছিল অর্থটা আট কোটির সমান। পুনেরি পল্টন দলে আসলাম আজ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এশিয়ান গেমসে জাতীয় দলের সোনাজয়ী দলের সদস্য। তবে আজও অতীত ভোলেননি আসলাম। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এই যাত্রাটা স্বপ্নের মতো মনে হয়।’ আজও এদেশের যে তরুণ ক্রীড়াবিদরা স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের উদ্দেশে বছর ২৬-এর আসলামের বার্তা, ‘স্বপ্ন দ্যাখো, লড়াই করো। আমার থেকে আরও দূরে পৌঁছাতে পারবে তোমরা।’

ইংল্যান্ডকে হারাল স্পেন

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে নিল স্পেন। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তন করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের শুরুতেই আলো ছড়ান স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল। ইংল্যান্ড রক্ষণের ভুল কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেন তিনি। তবে ৩৬ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন সমতা ফেরান। চার মিনিটের মধ্যে অধিনায়ক হ্যারি কেনের নিখুঁত হেডে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি মিস করেন কেন। এরপর একক প্রচেষ্টায় গোল করে স্পেনকে সমতায় ফেরান অ্যালেক্স বায়েনা। তাঁর বাড়ানো পাস থেকেই জয়সূচক গোলটি করেন মিকেল ওয়ারজাবাল।

নর্থইস্ট ম্যাচে হয়তো নতুন ভূমিকায় মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পর এক ম্যাচ বাকি থাকতে আইএফএ শিল্ড সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করে ফেলল ইস্টবেঙ্গলও।

রবিবার শিল্ডের ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমসকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিল পাঞ্জাব এফসি। হ্যাটট্রিক করলেন লাল-হলুদের প্রাক্তনী রাফায়েল মেসি বাউলি। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়েও হারের মুখ দেখেছিল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর কাস্টমস। টানা দুই ম্যাচ হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল তারা। একইসঙ্গে গ্রুপ ‘বি’ থেকে সেমিফাইনালে দুই দল পাঞ্জাব এবং ইস্টবেঙ্গলের জায়গা নিশ্চিত হয়ে গেল। ৭ গোলে জয়ের সুবাদে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে পাঞ্জাব। দুই নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। গ্রুপের সেরা হতে হলে জয় ছাড়া পথ নেই লাল-হলুদের সামনে। সেখানে ড্র করলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে খেলবে পাঞ্জাব।

এদিকে, মঙ্গলবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে শিল্ডে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে সবুজ-মেরুন। প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের দলের সামনেও গ্রুপ সেরা হওয়ার হাতছানি। তারজন্য নর্থইস্ট ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেও চলবে। যদিও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আলাদিন আজারেইদের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া কিছুই ভাবছেন না প্যানোস। গ্রিক কোচের শরীরী ভাষাতেই তা স্পষ্ট। রবিবার পুরো সময় অনুশীলন করেননি জেমি ম্যাকলারেন। কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নর্থইস্ট ম্যাচে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে নম্বর নাইন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন প্যানোস। সেক্ষেত্রে লি আরউইন পরিবর্ত হিসেবে আসবেন। সূত্রের খবর, রবিবার অনুশীলনে মিগুয়েলকে নতুন পজিশনে খেলিয়ে দেখেও নেওয়া হয়েছে। নর্থইস্ট ম্যাচে আবার ৪-৩-৩ ফর্মেশনে ফিরতে পারে মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেও ফিরবেন চেনা পজিশনে। আক্রমণভাগে ডানদিকে খেলবেন তিনি। বাঁদিকে দেজান ড্র্যাজিচ। চোট সারিয়ে মাঝমাঠে ফিরছেন সামির জেলজকোভিচ।

পাঞ্জাবের জয়ে শিল্ডের সেমিতে ইস্টবেঙ্গল

‘বিশু’ ম্যাজিকে অনায়াস জয়

কুলদীপের চার উইকেট, ১৫ হাজারি শৃঙ্গে কোহলি

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ সেপ্টেম্বর : রূপকথা। নাকি মহাকাব্য? নাকি সবই মায়া!

ব্যাটিং কি এতই সহজ? কে জানে। দুনিয়ার বাকি ব্যাটারদের দেখলে তো এমন মনে হয় না।

বিরাট কোহলি (৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯), রোহিত শর্মা (৩২), শুভমান গিলদের (১১০) ব্যাটিং দেখলেই শুধু এমন মনে হয়। ক্রিকেটীয় বিচারে এমন ব্যাটিংয়ের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এমন রাজকীয় ব্যাটিংয়ের ব্যাখ্যা, সে তো আরও কঠিন কাজ! বোলাররা যাই পরিকল্পনা করুন না কেন, ব্যাটের শাসনে থাকবে বল। আর সেই বলের নিয়মিত যাত্রাপথ হবে গ্যালারিতে।

শতরানের পর বিরাট কোহলি ও শুভমান গিল (নীচে)।

কথায় বলে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ হতেই পারেন রোকো জুটি। শুরুটা করেছিলেন রোহিত। তিনি ফেরার পর টিম ইন্ডিয়াকে দিশা দিলেন বিরাট-শুভমানের জুটি। ১৩২ বলে ‘বিশু’ জুটির ১৫১ রানের পার্টনারশিপ ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯৫/৭ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ৫০ বল বাকি থাকতে অনায়াসে সেই ৩০০/২ করে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। টানা দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে (ইনিংসে মোট ১০টি বাউন্ডারি, ৯টি ছক্কা) দলকে জেতানোর পরও অদ্ভুতরকমের নির্লিপ্ত বিরাট।

বিরাট যদি হয়ে থাকেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘ভীষ্ম’, তাহলে অধিনায়ক শুভমান নিশ্চিতভাবেই ‘অর্জুন’। যাঁর ব্যাটে বিরাটের মতোই রয়েছে দুর্দান্ত সব শটের রংমশাল। রোস্টন চেজ, আলজারি জোসেফ, জেডন সিলসদের দেখে খারাপই লাগছিল। অতীতে তাঁরাও কি কখনও এমন ‘মঙ্গলগ্রহের’ ব্যাটিং আগ্রাসনে আক্রান্ত হয়েছেন? মনে হয় না। ক্যারিবিয়ানদের চূর্ণ করে শুভমান তাঁর একদিনের ক্রিকেটের দশম শতরান করলেন। আর কোহলি ১৫ হাজারি রান ক্লাবের সদস্য হওয়ার পাশে একদিনের ক্রিকেটের ৫৫ নম্বর ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৮৬তম শতরান করে ফেললেন। ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের জন্য তিনি কতটা মরিয়া হয়ে রয়েছেন, প্রমাণও করে দিলেন বিরাট।

অপেক্ষার আর এক বছর!

২০২৭ সালে ১ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হবে। তার আগে আজ থেকেই তিরুবনন্তপুরমের গ্রিন ফিল্ড স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার চরৈবেতি। যার মূল আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই ছিলেন রোকো। বয়সকে তুড়ি মেরে, সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষে রোকো শো এখন ভারতীয় ক্রিকেটের মূল ইউএসপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর রোকো মাঠে থাকা মানেই সারাদিন ধরে তাঁদের নিয়েই আলোচনা। দুপুরের প্রবল গরমের মধ্যে গ্রিন ফিল্ডের মাঠে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল যখন টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিং করতে পাঠালেন, রোকো শোয়ের সময় একটু পিছিয়ে যাওয়ার হতাশা তৈরি হয়েছিল গ্যালারিতে।

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের সাময়িক সেই হতাশা বুঝতেই দিলেন না কুলদীপ যাদব (৪০/৪)। রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যখনই সুযোগ পান প্রথম একাদশে, বিশেষ কিছু উপহার দেন। আজও সেটাই করলেন তিনি। গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে দুই ক্যারিবিয়ান ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (৬২) ও জাস্টিন গ্রিভস (১০১) দারুণ শুরু করেছিলেন। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে টেনশনের চোরাস্রোতও হাজির করেছিলেন। ১৩৫ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপের পর ক্যারিবিয়ান শিবিরে আঘাত আনলেন কুলদীপ। শুধু বিপক্ষ শিবিরে আঘাত করাই নয়, নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করলেন কুলদীপ, যার ফলে রানের গতিও কমে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কুলদীপ ধাক্কার পর বাকি ম্যাচে আর কখনই স্বস্তিতে ছিলেন না শাই হোপরা।

ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে ছিল চমক। দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দুই অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রথম একাদশে রাখা হয়েছিল। প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে নতুন বলে বোলিং ওপেন করলেন নীতীশ। হতাশও করলেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যতই নীতীশকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, বোলিং স্কিলের দিক থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে তিনি। নীতীশের দুর্বলতা, পঞ্চম বোলার বাছাইয়ের ভুল, সন্ধ্যা গড়িয়ে ম্যাচ যত রাতের দিকে এগিয়ে গেল- সবই আড়ালে চলে গেল ‘বিশু’-র সুবাদে।

হিটম্যান আউট হওয়ার পর তিন নম্বরে নেমেই ক্যারিবিয়ান শাসন শুরু করলেন কোহলি। সঙ্গে পেলেন শুভমানকে। বাকিটা ইতিহাস। মহাকাব্যও।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্যাম্পবেল ক প্রসিধ বো কুলদীপ	৬২
গ্রিভস এলবিডব্লিউ বো কুলদীপ	১০১
কার্টি ক শুভমান বো প্রসিধ	১৩
হোপ ক জাদেজা বো কুলদীপ	১২
আমির অপরাজিত	৫৮
অ্যান্ড্রু ক রোহিত বো কুলদীপ	০
চেজ বো প্রসিধ	২৪
ফোর্ড ক ধীর বো নীতীশ	৭
গুডাকেশ অপারজিত	৪
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৭ উইকেট, ৫০ ওভারে)	**২৯৫**

উইকেট পতন : ১৩৫/১, ১৭৬/২, ১৯৫/৩, ১৯৮/৪, ১৯৮/৫, ২৫০/৬, ২৮৮/৭।

বোলিং : প্রসিধ ১০-০-৬০-০, নীতীশ ৫-০-৪৫-১, ব্রার ১০-০-৬০-০, জাদেজা ১০-০-৫৪-০, ধীর ৫-০-৩৩-০, কুলদীপ ১০-১-৪০-৪।

ভারত

রোহিত ক অ্যান্ড্রু বো জোসেফ	৩২
শুভমান ক অ্যান্ড্রু বো চেজ	১১০
বিরাট অপরাজিত	১৩৯
রুতুরাজ অপরাজিত	১৩
অতিরিক্ত	৬
মোট (২ উইকেট, ৪১.৪ ওভারে)	**৩০০**

উইকেট পতন : ৭৪/১, ২২৫/২।

বোলিং : সিলস ৭-০-৩২-০, ফোর্ড ৫-০-৩৯-০, জোসেফ ৯-১-৮১-১, গুডাকেশ ১০-০-৬৬-০, চেজ ১০-০-৬৪-১, কার্টি ০.৪-০-১৭-০।

ম্যাচের সেরা : কুলদীপ যাদব।

সবার উপরে ‘বিরাট’ সত্য

৩০৩ ওডিআইয়ে ১৫ হাজার রানের গণ্ডি বিরাট কোহলি টপকালেন ৩০৩ ইনিংসে। যা দ্রুততম। ভাঙলেন শচীন তেন্ডুলকারের রেকর্ড (৩৭৭ ইনিংস)।

৬০ লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সর্বাধিক ৬০টি শতরান হয়ে গেল বিরাটের। শচীনের পাশে বসলেন তিনি।

১৩ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ১৩টি শতরান করলেন বিরাট। স্পর্শ করলেন সুনীল গাভাসকারকে।

৫৫ একদিনের ক্রিকেটে ৫৫টি শতরান হয়ে গেল বিরাটের।

১০ প্রথম ব্যাটার হিসেবে দুইটি আলাদা দেশের বিরুদ্ধে ১০টি শতরান করলেন বিরাট।

৪২ ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটের শতরানের সংখ্যা। যা শচীনের সমান।

৪৪ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ৪৪টি ওডিআই খেললেন বিরাট।

২৮ ঘরের মাঠে ওডিআইয়ে ২৮টি শতরান হল বিরাটের। যা সর্বাধিক।

৭০০৬ ওডিআইয়ে ভারতে সর্বাধিক ৭০০৬ রান হয়ে গেল বিরাটের। টপকালেন শচীনকে (৬৯৭৬)।

শিলিগুড়ির মনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে এক ফ্রেমে ব্যারেটো-নবি। মাঠে নামার আগে স্ট্রেচিংয়ে অর্ণব মণ্ডল। পরিকল্পনা ছকছেন অ্যালভিটো।

প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেললেন ব্যারেটো

নেপালের জন্য মাঠে নামলেন বাইচুং-নবিরা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ফুটবল কেরিয়ারে কখনও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাঠে নামেননি হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। মোহনবাগানের ঘরের ছেলে হয়ে ওঠা ব্যারেটো অবসরের প্রায় এক দশক পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের হয়ে মাঠে নামলেন।

উদ্দেশ্য মাসখানেক আগে নেপালে বিধ্বংসী হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মুখে হাসি ফোটানো। ঘরছাড়া মানুষগুলির মাথায় ছাদ দিতে, মুখে খাওয়ার তুলে দিতে অর্থসংগ্রহ। রবিবার সুকনার ইলা পালচৌধুরী হাইস্কুলের মাঠে নেমেছিলেন একটা সময় ভারতীয় ফুটবলের সেরা তারকারা। যার স্লোগান রাখা হয়েছিল ‘প্লে ফর নেপাল।’

প্রাক্তন সতীর্থ বাইচুং ভুটিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রবিবার বিকালে ব্যারেটো ইস্টবেঙ্গল লেজেন্ডের হয়ে মাঠে নামতেই করতালির ঝড় উঠল। ব্যারেটোর পাশেই তখন ছিলেন লাল-হলুদ জার্সির প্রাক্তন সৈনিক মেহতাব হোসেন, সৈয়দ রহিম নবি, অ্যালভিটো ডি’কুনহা, দীপঙ্কর রায়, অর্ণব মণ্ডলরা। ছিলেন ফেডারেশন কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন সদস্য শিলিগুড়ির মনজিৎ সিং।

তাঁদের বিপক্ষে ছিল জিটিএ ইলেভেন। যাদের হয়ে মাঠে নামলেন একটা সময় শিলিগুড়িতে সুপার ডিভিশন খেলে যাওয়া লাকপা শেরপা, রাজেন গোলে, দর্শন শেরপা, উমেশ থাপা, বালা প্রতাপরা। ভারতীয় ফুটবলের মহাতারকাদের বিরুদ্ধে লাকপা-রাজেনদের নাছোড় লড়াইয়ের পরও জিটিএ ইলেভেনকে ০-৪ গোলে হেরে ফিরতে হল। ব্যারেটো-বাইচুংরা অবশ্য ম্যাচের ফল নয়, গুরুত্ব দিলেন নেপালের পাশে দাঁড়াতে সকলের এগিয়ে আসাকে। দুইজনেই বললেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়া-টেলিভিশন চ্যানেলে মানুষগুলির অসহায় অবস্থা দেখার পরই পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ অনুভব করেছিলাম। একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম। তবে এই রকম আরও উদ্যোগ প্রয়োজন। দরকার আরও অনেকের এগিয়ে আসার।’

আর নবি বলে গেলেন, ‘ফালাকাটায় খেলতে এসেছিলাম। বাইচুং ফোন করে বলল, নেপালের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির জন্য যদি আমরা খেলি কেমন হয়? তখনই আমি বলি, তোমার ওখানেই খেলতে পারি। দারুণ অর্গানাইজ করেছে বাইচুং।’ এক দশক আগে অবসর নিয়ে ফেললেও এদিন অ্যালভিটো-অর্ণবদের দেখতে ভালোই ভিড় হয়েছিল। যার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে নবির সংযোজন, ‘দারুণ পরিবেশ। স্পনসরও পেয়েছিল। ভালো টাকাই উঠেছে। সম্পূর্ণটাই নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’

মাইলস্টোনের জন্য খেলি না : কোহলি

‘জানি আমার লক্ষ্য’

ওডিআইয়ে ৫৫তম শতরানের পথে বিরাট কোহলি।

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ সেপ্টেম্বর : হাসছিলেন। সাফল্যের হাসি। আত্মবিশ্বাসে ভরা হাসি। আগামীর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার হাসি।

৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯ রানের ইনিংস। দোসর ১০টি চার, ৯টি ছক্কা। গ্রিনফিল্ডের মাঠে বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে, আজ কি একদিনের ক্রিকেটের সেরা শতরান করলেন তিনি? খেলে ফেললেন সেরা ইনিংসটা? কোহলি ভাঙতে চাননি। হয়তো মনের অন্দরে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণের জাল বোনার কাজটাও শুরু করে দিলেন পাকাপাকিভাবে।

৫ নভেম্বর বিরাটের জন্মদিন। ৩৮ বছরে পা দেবেন কোহলি। কিন্তু তাঁকে দেখে কে বলবে তাঁর বয়স ৩৮? এখনও বাইশের তরুণের মতো পাঁইপাঁই করে দৌড়ে যাচ্ছেন। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল যখন মাঠে ক্র্যাম্পের শিকার হচ্ছেন, তখন কোহলি বিন্দাস। মজা করছেন সতীর্থের সঙ্গে। আর অবশ্যই উপভোগ করছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ জার্নিটা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে কোহলির মুখেও আজ আগামীর সাফল্যের জয়গান। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, ‘আমি জানি আমার লক্ষ্য কী। সেই লক্ষ্যপূরণের পথেই এগিয়ে যেতে চাই। ক্রিকেটের একটা ভিন্ন দিক তুলে ধরতে চাই। আর ক্রিকেট মাঠের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই আমি।’

কোহলির স্বপ্নপূরণ হবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ মহাকাব্যিক ইনিংস খেলার পথে একের পর এক মাইলস্টোন পার করেছেন তিনি। গড়েছেন বিরাট কীর্তি। ১৫ হাজার রান ক্লাবের সদস্যও হয়েছেন। অথচ, দলকে জেতানোর পর ভাবলেশহীন তিনি। বিরাটের কথায় কখনও আবেগ। আবার কখনও জীবনদর্শন। কোহলি বলছেন, ‘কখনও মাইলস্টোন বা রেকর্ড নিয়ে ভাবিনি। দলের স্বার্থে পরিস্থিতি বুঝে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছি। সেভাবেই ক্রিকেট খেলি আমি।’ বিরাটকে নিয়ে শেষ কয়েক বছরে কম সমালোচনা হয়নি। অথচ, সবকিছু অতীত করে তিনি রয়েছেন কিং কোহলির মতোই। বলছেন, ‘এত দীর্ঘসময় ধরে জাতীয় দলের হয়ে খেলা ভাগ্যের ব্যাপার। অনেকেই আমার জায়গায় পৌঁছাতে চেয়েছি। আমি ভাগ্যবান, আমি পেরেছি।’

প্রচুর পরিশ্রম, নিষ্ঠার ফসল আজকের কোহলি। বিরাট নিজেও সেই কথা জানেন। নিজের কেরিয়ারের সাফল্যের মন্ত্র নিয়ে বিরাট বলছেন, ‘মাথা নত করে রেখে পরিশ্রম করে যেতে চাই। জানি পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। ঈশ্বর আমায় অনেক দিয়েছেন। আমিও সেই পাওয়ার মধ্যে আরও এগিয়ে যেতে চাই। মাঝে মাঝে আমি সেই জায়গায় মানসিকভাবে ফিরে যাই। যেখান থেকে একদিন শুরু করেছিলাম।’ বিরাট জানেন কীভাবে ইনিংস সাজাতে হয়। তিনি জানেন কীভাবে দলকে সফল করতে হয়। আর তার জন্য একশো শতাংশ ফিটনেসের সঙ্গে প্রয়োজন হয় পজিটিভ মানসিকতার। কোহলির কথায়, ‘আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামার। কারণ, আমি জানি, এই কাজটা আমি পারব। আর এভাবেই আগামীদিনেও খেলব। বেপরোয়াভাবে ক্রিকেট খেলা পছন্দ নয় আমার।’

আসলে ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল ও ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের হারের যন্ত্রণা কোহলিকে ক্রিকেটার ও মানুষ হিসেবে ভিন্ন পর্বে পৌঁছে দিয়েছে। হয়তো তাই তিনি নিজের লক্ষ্য যেমন স্থির করে ফেলেছেন, তেমনই আরও সাফল্যের খিদেও অনুভব করছেন।

চ্যাম্পিয়নরা বোধহয় এমনই হন।

দমদমে আয়োজিত টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ জয়ের পর বিবেষনা সাহা।

ব্রোঞ্জ বিবেষনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : দমদমে আয়োজিত অল বেঙ্গল স্টেজ ওয়ান টেবিল টেনিস থেকে আরও একটি পদক এসেছে ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের ঘরে। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির বিবেষনা সাহা ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছে।

ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রির হারে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপ খেলা পানামার সঙ্গে ড্র করেছে ভারতীয় ফুটবল দল। এবার মিশন ব্রাজিল। ৩ অক্টোবর কলকাতায় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খালিদ জামিলের ভারতের। যদিও সেই ম্যাচ ঘিরে এখনও পর্যন্ত উত্তেজনার লেশমাত্র নেই।

১ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিলোত্তমায় পা রাখবে কার্লো আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। উত্তেজনার পারদ চড়াতে ভারতে আসার আগে এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বার্তা দিলেন ব্রাজিল অধিনায়ক মার্কুইনহোস। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘নমস্কার কলকাতা, আমরা আসছি। আশা করছি আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন পাব। দেখা হচ্ছে।’ যদিও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট নিয়ে সেই অর্থে চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১০ শতাংশ ছাড় দিয়ে কিছু ছয় হাজার টাকা দামের টিকিট বিক্রির জন্য দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে ওই টিকিট বিক্রি শুরুও হয়েছে। যেহেতু খুব বেশি টিকিটের চাহিদা নেই, তাই রবিবার বন্ধই ছিল সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদের বক্স অফিস। মহমেডান তাঁবুতেও টিকিট বিক্রির অবস্থা শোচনীয়। জানা গেল, এদিন বিকেল পর্যন্ত আট-দশটি টিকিট বিক্রি হয়েছে। টিকিট বিক্রির হার সামান্য বেশি বেশি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাজিল ম্যাচে গ্যালারি ভরানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে। যদিও ভারত-পানামা ম্যাচ ড্র করার পর ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে প্রীতি ম্যাচ নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ খানিকটা হলেও বেড়েছে। এখন দেখার টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে তার কোনও প্রভাব পড়ে কি না।

মহিলা জাতীয় দলের ম্যাচ কলকাতায়

এদিকে ৮ এবং ১১ অক্টোবর কলকাতার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাশিয়ার সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। প্রায় এক দশক পর কলকাতায় কোনও ম্যাচ খেলবে ‘ব্লু টাইগ্রেসরা’। ২০১৬ মহিলাদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেই শেষবার কলকাতায় ম্যাচ খেলেছিল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুইটি প্রীতি ম্যাচের জন্য কলকাতার এআইএফএফ সেন্টার ফর এক্সিলেন্সে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ক্রিসপিন ছেত্রীর ভারত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কোলহাপুর-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, কোলহাপুর - এর একজন

বাসিন্দা শীতল সৌরভ পাটিল - কে 10.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35B 17056 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যখন আর্থিক দায়বদ্ধতাগুলো কোনো কষ্ট ছাড়াই পূরণ হয়ে যায় তখন আমরা জীবনের সুখের ভালো মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারি। এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জোড়া খেতাব জিডি গোয়েঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার টু) তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘে আয়োজিত আন্তঃ স্কুল টেবিল টেনিসে দলগত বিভাগে জোড়া খেতাব জিতল জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল। তারা ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ও মেয়েদের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে রানার্স মার্গারেট হাইস্কুল। তৃতীয় শিলিগুড়ি বরদাকান্ত স্কুল। মেয়েদের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে রানার্স জার্মেলস অ্যাকাডেমি। তৃতীয় দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ি। ছেলেদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল। মোদি পাবলিক স্কুল। তৃতীয় গোয়েঙ্কা। মেয়েদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন মার্গারেট হাইস্কুল। রানার্স নারায়ণা হাইস্কুল। তৃতীয় জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল। ছেলেদের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডিপিএস ফুলবাড়ি। রানার্স ডিপিএস শিলিগুড়ি। তৃতীয় হয়েছে ডন বসকো স্কুল। পুরস্কার তুলে দেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষ, টেবিল টেনিস কোচ সুব্রত রায়, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, রামকৃষ্ণের সচিব সৌমিত্র কুণ্ডু প্রমুখ।

রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সফল খেলোয়াড়রা।

তরাইয়ের লং জাম্প, শট পাট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টার আগেই রোড রেস আয়োজনের কথা জানিয়েছিল। এবার কোচিং সেন্টারের সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানালেন, তারা পুরুষ ও মহিলাদের ৭ কিলোমিটার রোড রেসের পাশাপাশি লং জাম্প ও শট পাট প্রতিযোগিতাও আয়োজন করবে শুক্রবার। এছাড়া মা-দের জন্য হাঁটা প্রতিযোগিতাও রেখেছে তারা। তিনটিতেই বুধবার নাম লেখানোর শেষদিন। রোড রেস শুরু হবে সকাল সাড়ে ৬টায়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে রোড রেসে প্রথম দশজনকে পুরস্কৃত করা হবে। সেরা পাঁচজনকে ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হবে আর্থিক পুরস্কারও।